বৃশ্চিকের পদক্ষেপ
অন্যায় অত্যাচার ও হীন দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ নিয়ে রুখে দাঁড়ালো একজন মানুষ—"বৃশ্চিক"!!
কাহিনী চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপ— ইন্দ্রনীল ঘোষ। মূল চরিত্র সৃষ্টি— প্রিয়মান পরাশর।
শহর কলকাতায় রাত নেমেছে। হাত ধরাধরি করে নেমে এসেছে লোড শেডিংও।
নির্জন এক এলাকায় দ্রুত পদক্ষেপে একটি গলি পেরিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যক্তি।
তাড়াতাড়ি এই অন্ধকারটা পেরোতে পারলেই নিশ্চিন্ত

একটি গলির মোড় ঘুরতেই—

এই যে স্যাঙাত একটু আস্তে...!
ক-কে ?! বস্ ?!

তোমার লজ্জা হওয়া উচিত শ্যাম! তুমি দলের নিয়ম ভেঙে, পুলিশকে সরকারী গুপ্ত-ফাইল চুরির ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছো! দলের সবাই এর জন্যে বিপদে পড়বে!
খ-ক্ষমা করে দিন বস্! এবারকার মতো...

বেইমানকে দুমুখো-শংকর কখনও ক্ষমা করে না তাতো জানোই শ্যাম! থাপা, বিশালকে ডাকো!

ক্রিঁ-য়া-য়া-য়া-য়া-য়া !!!
ক্রিঁ-য়া-য়া-য়া-য়া-য়া !!
এক বিশাল অতিপ্রাকৃত ছায়ায় যেন সমস্ত গলিটা ঢেকে গেলো। বিকট একটা শব্দে খানখান হয়ে গেলো অঞ্চলটা। বিচিত্র ধাতব শব্দ সহযোগে এগিয়ে আসছিলো বিরাটাকায় কিছু একটা। শোচনীয় আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেলো শ্যামের মুখমণ্ডল!

ক্ল্যাং-ক্ল্যাং — ক্ল্যাং-ক্ল্যাং !!
না না বস্! এবারকার মতো আমায় —
— বাঁচান বস্!
না, না-আ-আ-আ-আ !!

[চলবে]

বৃশ্চিকের পদক্ষেপ
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
ইন্দ্রনীল ঘোষ
একটু পরেই স্পষ্ট হলো তার অবয়ব। সে জীবন্ত নয়, মানুষেরই হাতে গড়া, বিশাল দৈত্যাকার এক রোবট।
ওঃ, হায় ঈশ্বর!
উদ্বিগ্ন হয়োনা। দুমুখো শংকর সবসময়ে ন্যায্য বিচারই করে থাকে। আমার দুধারেই মাথা-চিহ্ন ওয়ালা ভাগ্যনিয়ন্তা মুদ্রাটিই সুবিচার করবে!
তোমরা সবাই জানো—এর দুদিকের একই মাথা-চিহ্নের একটা পরিষ্কার, একটা কাটা দাগ ভর্তি। পরিষ্কার দিক পড়লে শ্যাম বেঁচে গেল আর কাটা দিক পড়লে...
কাটা দিকই পড়েছে— হাঃ-হাঃ ভগবানের নাম করো শ্যাম। থাপা, বিশালের সংহার—সুইচ টেপো!
সুট!
CONTROL
না-না-না বাঁ-চা-ও-ও!
ক্রিঁ-য়া-য়া-য়া-য়া-য়া!!!
ক্ল্যাং-ক্ল্যাং!!
রিমোট-কন্ট্রোলের কী-বোর্ড বের করে সুইচ টেপে থাপা!
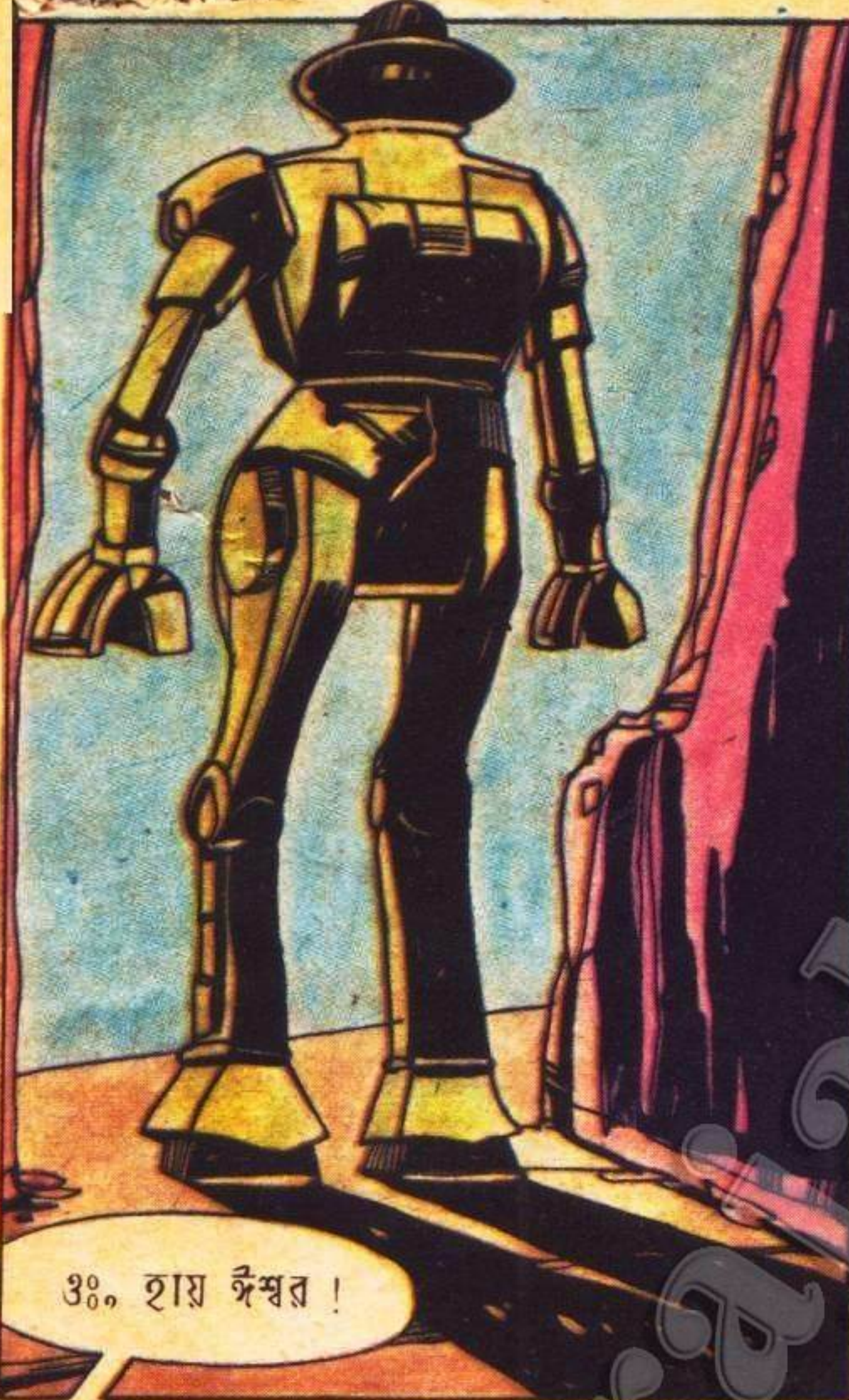
আ-আ-আ-ক !
হাঃ-হাঃ-হাঃ !

শ্যামের শরীরটাকে একটা বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিশাল।
তোমরা শুনে রাখো। চুরি করা গোপন সরকারী ফাইল আমাদের হাতে। পুলিশ আমাদের খুঁজছে,
বিদেশী চক্রের হাতে ফাইলটা আমাদের তুলে দিতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই তাহলে বড়লোক হয়ে যাবো।
এই আমাদের শেষ কাজ।
বস্-বস্- পুলিশ !
সেকি ? ওরা খবর পেয়ে গেছে ? কালু দ্বিরথকে চালু করো, শীগগির...!!
হু-শ-শ
শংকর দলবল নিয়ে তড়িৎগতিতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তার অদ্ভুত দর্শন যান দ্বিরথে গিয়ে উঠলো।
স্থানীয় একটি বিখ্যাত দৈনিকের রিপোর্টার প্রসেনজিৎ বেশ কয়েকদিন রিপোর্টিং এর কাজে বাইরে কাটিয়ে আজ কলকাতায় ফিরছে
আবার কলকাতায় ফিরে এসে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো।
ORT.
৪।
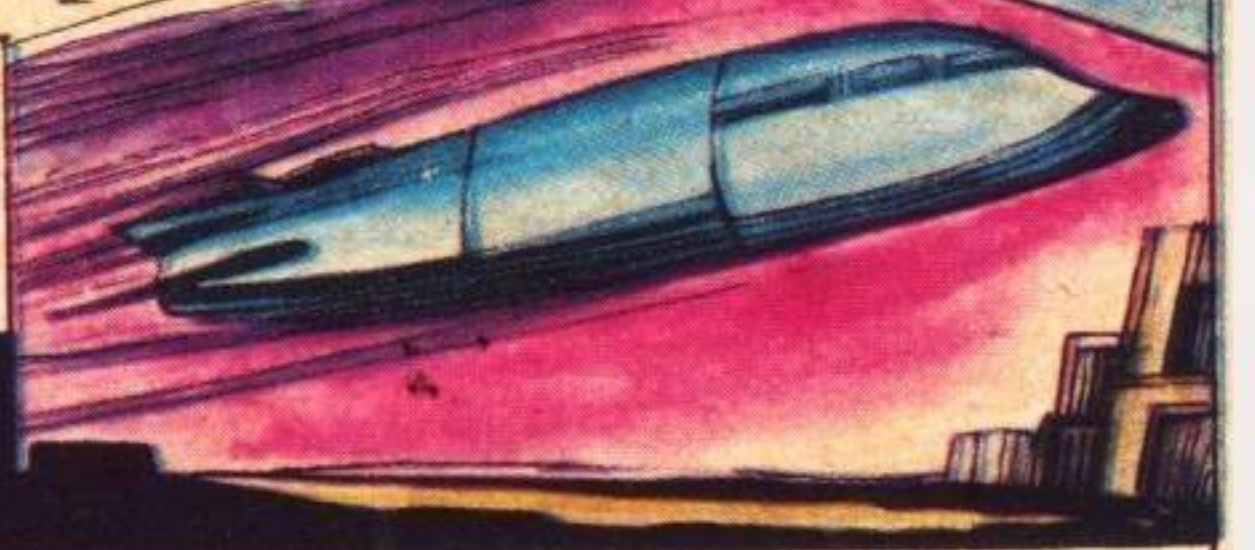
চলবে।

দৈনিক বার্তাবহ

প্রসূন, আজই ফিরলে ? জল্‌দি এডিটরের ঘরে যাও। বুড়ো ক্ষেপে লাল। তোমাকে অফিসে দেখলেই পাঠিয়ে দিতে বলেছে।
আশ্চর্য্য ! আবার কি ঘটনা ঘটলো ?
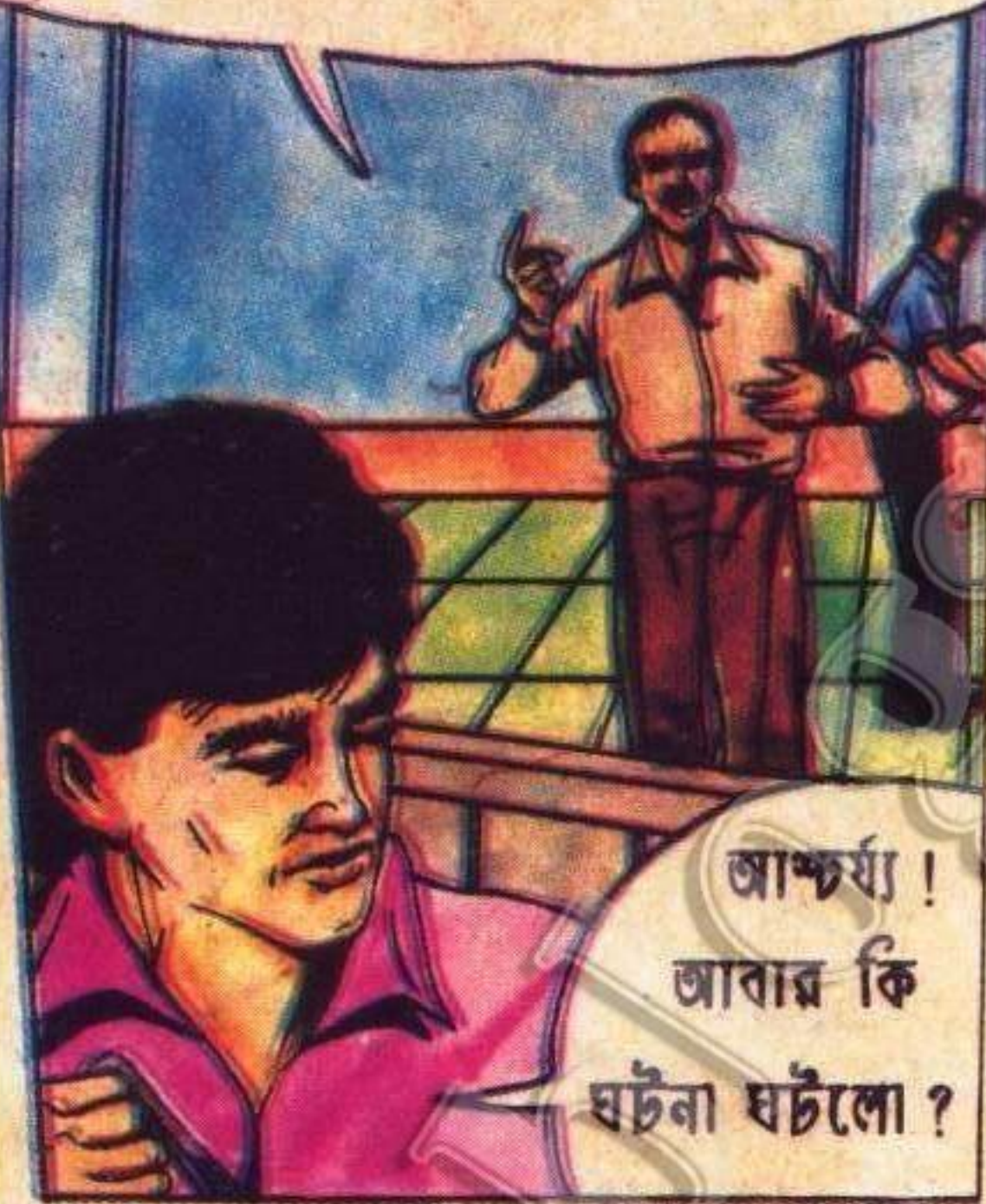
ভেতরে আসতে পারি স্যার ?
কে ? কি চাই ?!
আমি প্রসূন !
এসো।
খবর পেয়েছি দিল্লীতে তোমার কাজ শেষ হয়েছে দু-তিন দিন আগে ! তারপর এ কদিন ছিলে কোন চুলোয় ?!
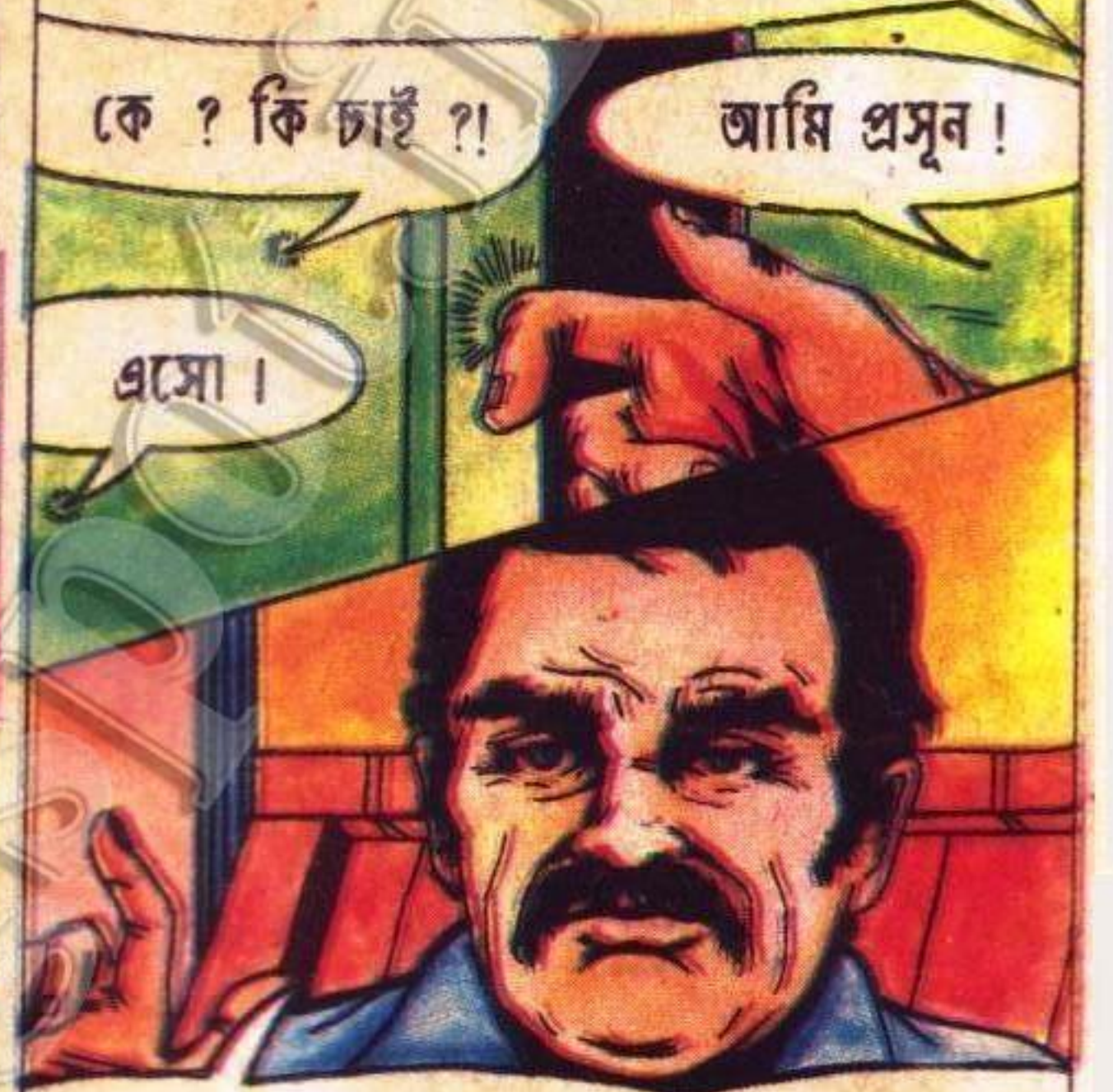
কাজ শেষ হলে একটু ঘুরে-ফিরে জায়গাটা...
আরে থামো ! এদিকে এ দুমাসে কত ঘটনা ঘটেছে জানো ? জোরালো রিপোর্ট -ও পাচ্ছিনা। তোমার ওপর এসব ব্যাপারে আমি কিরকম নির্ভর করি নিশ্চয়ই জানো ?
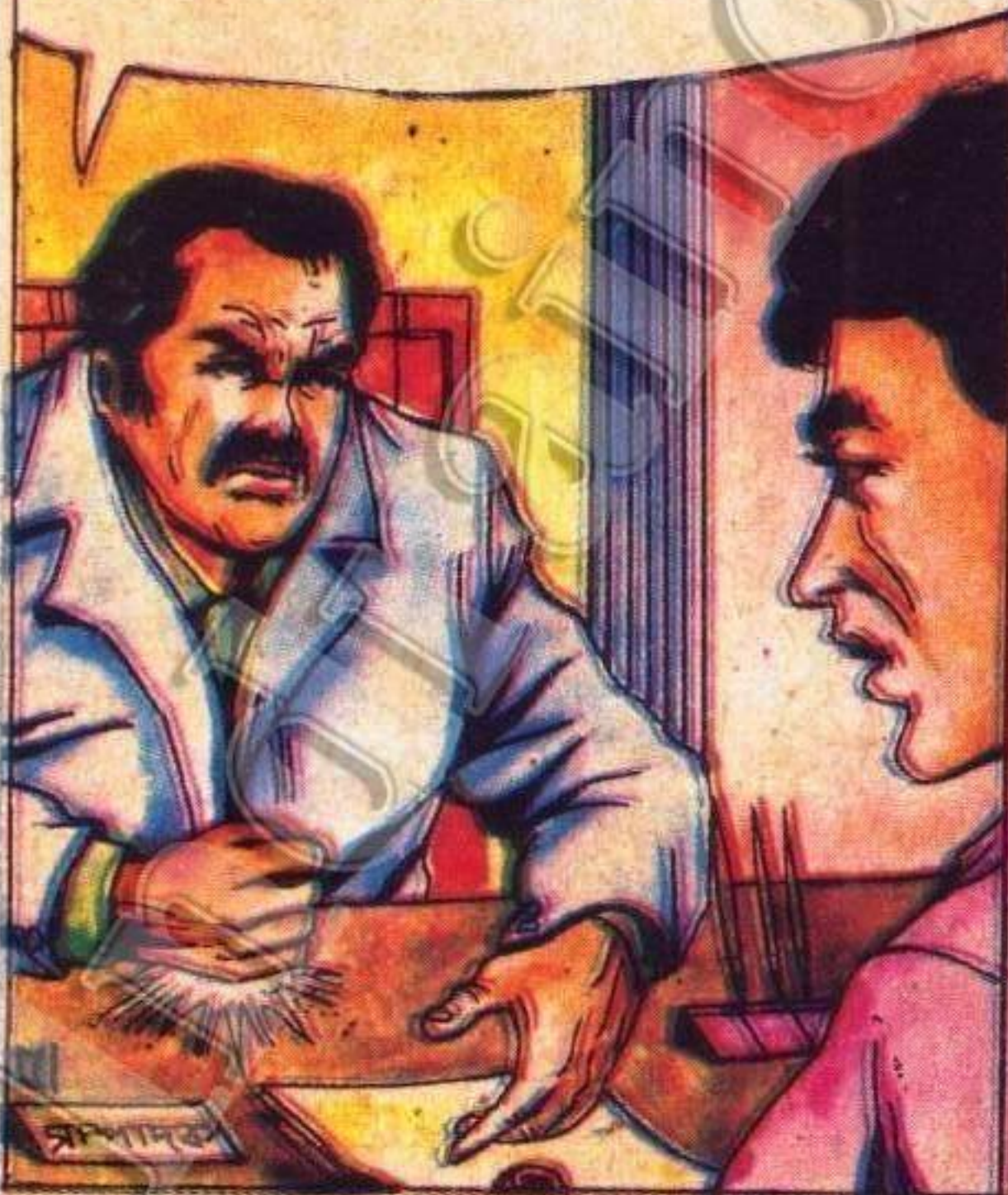
জানি স্যার !

বিদেশী চক্রের কাছে বিক্রি করার জন্য দুমুখো শংকর বলে এক দুর্দ্ধর্ষ লোক সরকারী গোপন ফাইল চুরি করে।
এদিকে সব ফাঁসও হয়ে গেছে। পুলিশ ওদের খুঁজছে। পুলিশ ধারনা করছে এদের কাছে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক অস্ত্র ও সরঞ্জামও রয়েছে।
হৈ-চৈ পড়ে গেছে চারদিকে। এসবের একটা জোরালো রিপোর্ট তোমাকেই কভার করতে হবে প্রসূন !
কাগজে আমিও কিছু কিছু পড়েছিলাম স্যার। ওখানে থাকাকালীন।

ক্রিং, ক্রিং ক্রিং, ক্রিং ক্রিং, ক্রিং
হ্যালো ? হ্যাঁ কথা বলছি।
ক্রিং, ক্রিং
ও সুজিত ?! হ্যাঁ বলো।
এঁ্যা কি বললে ?! সেকি !! আরে সর্বনাশ !
সাংঘাতিক ঘটনা !!
আবার কি ঘটলো স্যার ?!
৬।

[চলবে]
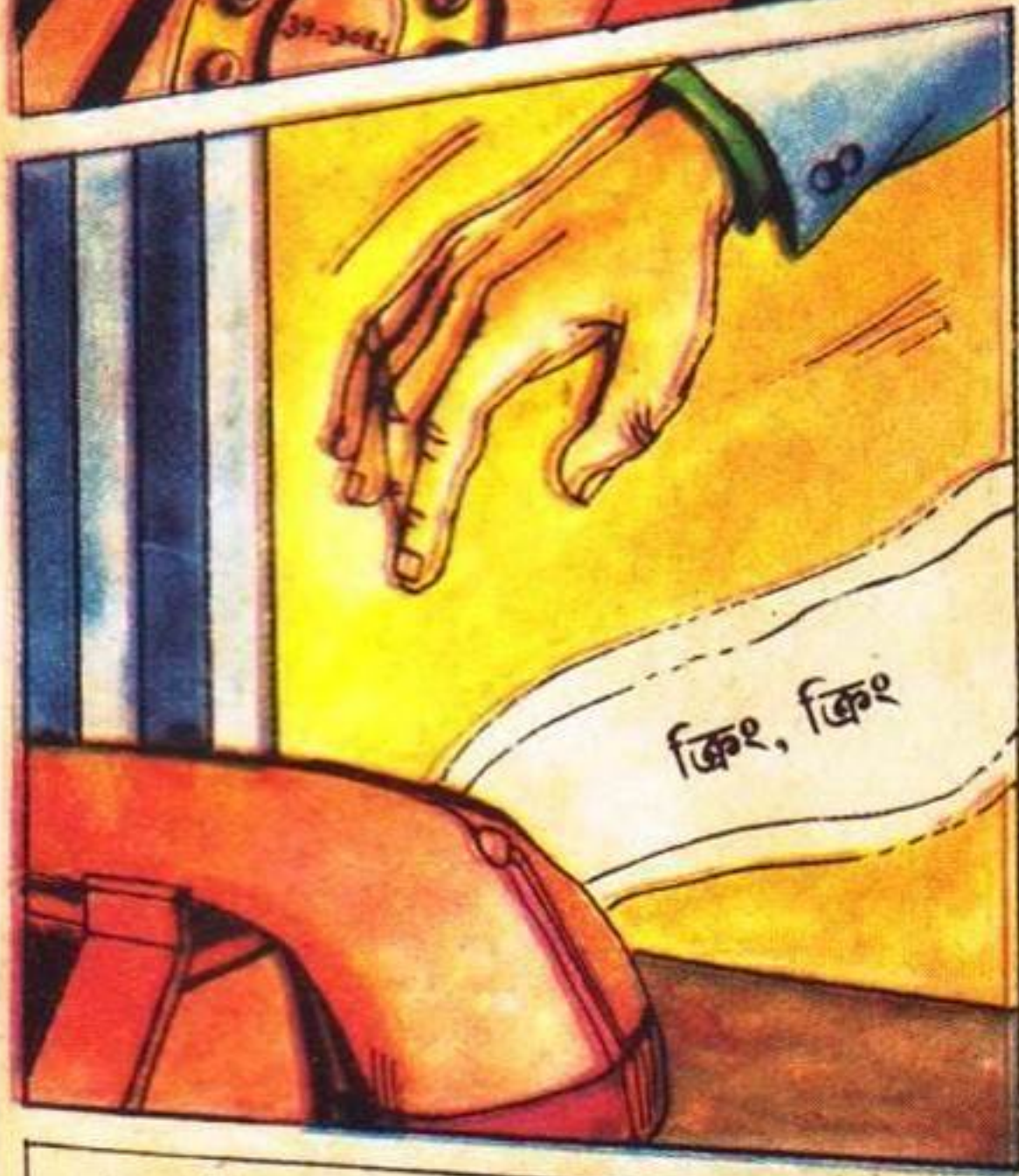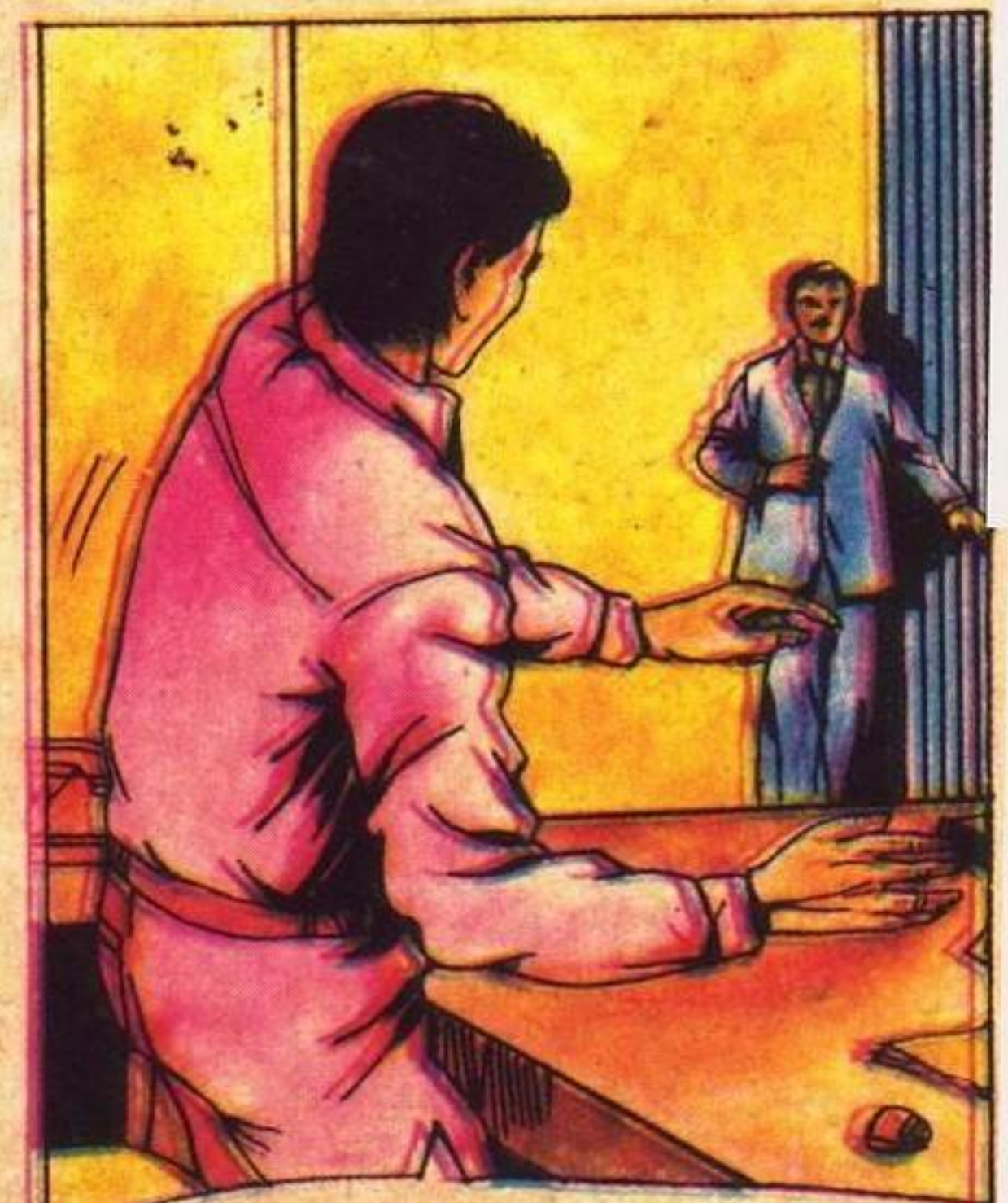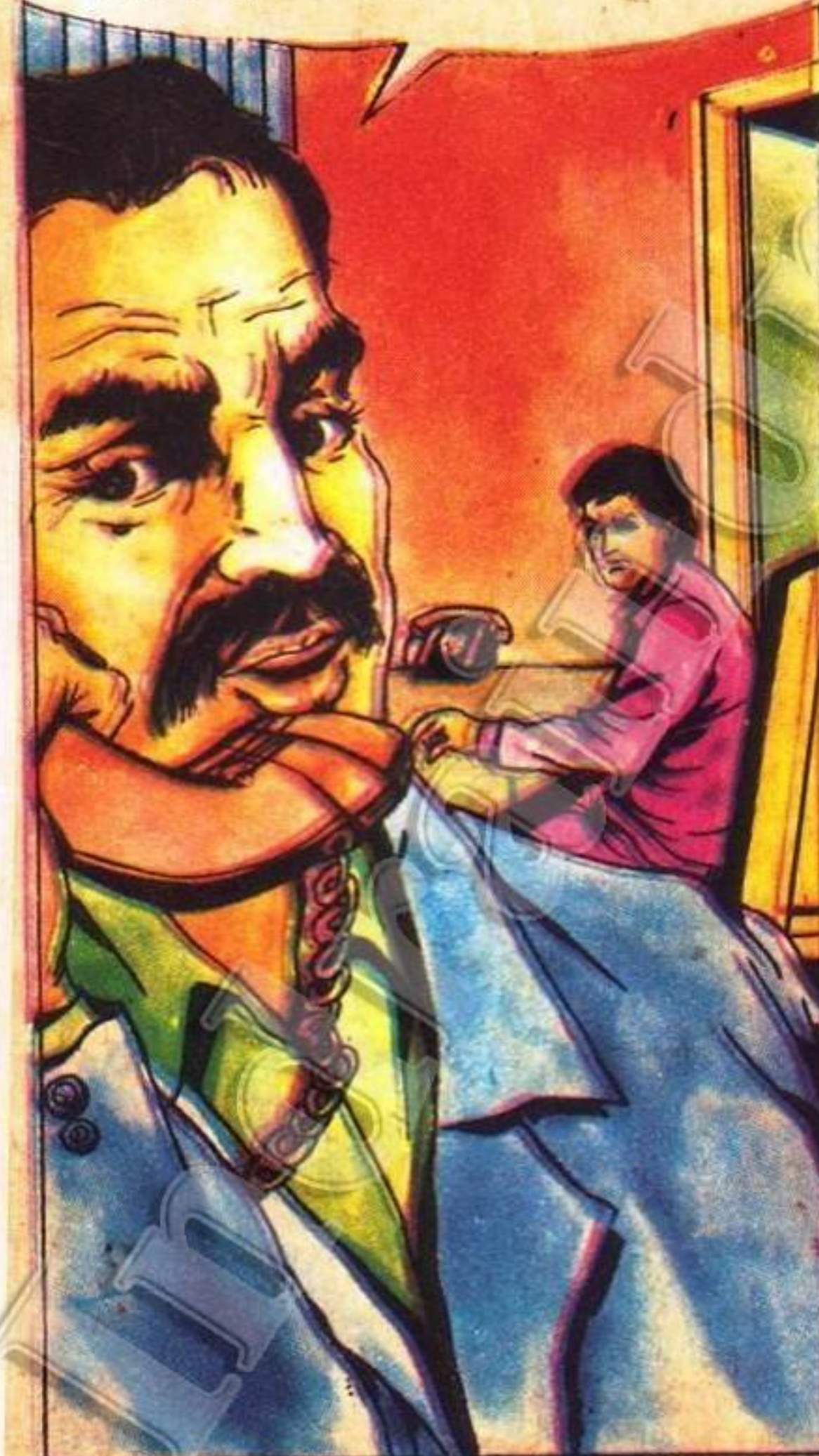
বৃশ্চিকের পদক্ষেপ
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
ইন্দ্রনীল ঘোষ
যে লোকটি পুলিশকে দমুখো'র দলের সব খবর ফাঁস করে দিয়েছিল, তাকে কাল রাত্রে খুন করা হয়েছে।
সেকি ?
এক্ষুনি বেরিয়ে পড়, জোর কভারেজ চাই !
ওকে স্যার !
পরে—
দু-মুখো শংকর খুব বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে ? মাত্র দু'মাস কলকাতায় ছিলাম না, এতেই এত ?!
ঘটনাস্থলের দিকে ড্রাইভ করতে করতে আনমনা হয়ে পড়ে প্রসূন।
এক এক করে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফেলে আসা দিনগুলোর কয়েকটি দৃশ্য। প্রসূনদের বাস ছিলো কলকাতা থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে। মহাজনের হীন অত্যাচারে বসতবাড়ী সুদ্ধ পুড়ে মরেন তার বাবা মা। মহাজনের পাইকরা তাড়া করে প্রসূনকে, বাঁচার তাড়নায় ছুটতে ছুটতে জংগলে ঢুকে পড়ে সে।
ওঃ ভগবান ! আর পারছিনা ! ওদিকে বাবা মা বোধহয়...
হঠাৎ—
আরে ! এঁতো শয়তানের বাচ্চা ! ওকে ছাড়া চলবে না, ধর-ধর-!
৭।

বাঁচতে হবে যে করেই হোক।
পাথরটা সজোরে ছুঁড়ে দেয় সে, পাইকদের সর্দারের মাথা লক্ষ্য করে।
ঠক!
ওঃ-খোদা!
ধর- ধর-! ধর- ধর-!
অনেকটা ছুটে এসে একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বিশ্রামের জন্য দাঁড়ায় প্রসূন।
ওঃ (হাঁফিয়ে)
এখানে একটু বিশ্রাম নিই।
হে ঈশ্বর! বাবা-মা বোধহয় আর নেই পৃথিবীতে (কান্না)
আমার আর কেউ রইল না!
হঠাৎ-!
হ্যাণ্ডস আপ! হু আর ইউ?
ক্-কে ?!

|চলবে|

বৃশ্চিকের পদক্ষেপ
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
ইন্দ্রনীল ঘোষ
আরে এতো একটা বাচ্চা ছেলে এই জংগলের ভেতর একা দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন ?!
আ- আপনি কে ?!
আমি ?!
তোমাকে দেখে তো খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, এস— আমার বাড়িতে— পরিচয় পর্বটাও সারা যাবে, তুমি বিশ্রামও নিতে পারবে।
জংগলের গভীরে, এক ভাঙা বাড়ির একাংশে বৃদ্ধের বাস। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। প্রসূন জানতে পারে, আদর্শবান এই বৃদ্ধ জীবনে বহুভাবে প্রতারিত হয়ে, এখন একাকী নির্জনে এই ভাঙা বাড়িতে বাস করেন ও রিসার্চ চালান। সহায়হীন প্রসূনও বলে তার পূর্ব ঘটনাগুলির বিবরণ।
দুজনকার কথাই তো দুজনে জানলাম। দেখা যাচ্ছে আমরা দুই বালক ও বৃদ্ধ, জীবনের এক নির্জন পথে এসে মিলেছি। যাক্, তোমাকে একটা অফার দিই। আচ্ছা তার আগে বল, তোমার ওপর এই যে অত্যাচার হল, এ থেকে তোমার মানসিকতার অবস্থা কি দাঁড়াল ? বলতো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তোমার ইচ্ছা করেনা। ইচ্ছা করেনা ন্যায়ের জয়গান গাইতে ?!
নিশ্চই- নিশ্চই ইচ্ছা করে !*বিশ্বাস করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে ভাবেই হোক, আজ থেকে পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারীদের আমি ··· আমি···
কিন্তু তার জন্যে চাই দুর্জয় সাহস আর উপযুক্ত আয়ুধ। আমি নিজে যা পারিনি, তোমার মধ্যে আমি তা দেখতে চাই। আমি তোমাকে সাহায্য করবো প্রসেনজিৎ। তুমি তোমার দেহকে করে তোল অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার, জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে, তৈরী কর মেধা, সাহস, বুদ্ধিবৃত্তি। আর তারপর ? তারপর তোমার উপযুক্ত উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত আয়ুধের ভার আমার।
আমি রাজী ! কিন্তু তার আগে বাবা মার...
নিশ্চয়।
ওঁদের খবর নিতে হবে বৈকি। তবে তোমার এখন বাইরে বেরুন বিপজ্জনক। খবর নেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব।
বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ত্রিবিক্রম রায় দুদিনের মধ্যেই প্রসূনের বাবা-মার ব্যাপারে খবর পেলেন। প্রচণ্ড শোকের দিন নেমে এল প্রসূনের জীবনে।
৯

এরপর ধীরে ধীরে শুরু হল তার নিজেকে তৈরী করার সাধনা। প্রফেসার রায়ের সাহায্যে বছরের পর বছর নিজেকে তিলে তিলে নতুন মানুষরূপে গড়ে তুলল সে। প্রফেসার রায় এদিকে নিজের বৈজ্ঞানিক মেধাকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করলেন প্রসূনের জন্যে বাছাবাছা কয়েকটি অস্ত্র।

এর মুখে আছে বিষ যা আততায়ীকে বেশ কিছুক্ষণ অজ্ঞান করে রাখবে। এটা একটা কাঁকড়াবিছের দাঁড়ার বর্ধিত রূপ, এটাও রিমোট কন্ট্রোলে চলবে। দরকার মতো বেল্ট থেকে ছুটে গিয়ে আততায়ীকে আঁকড়ে ধরবে। তোমার চোখের জন্যে রইল বিশেষ ধরনের লেন্স লাগানো চশমা, যাতে অন্ধকারেও বহুদূর থেকে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাবে।
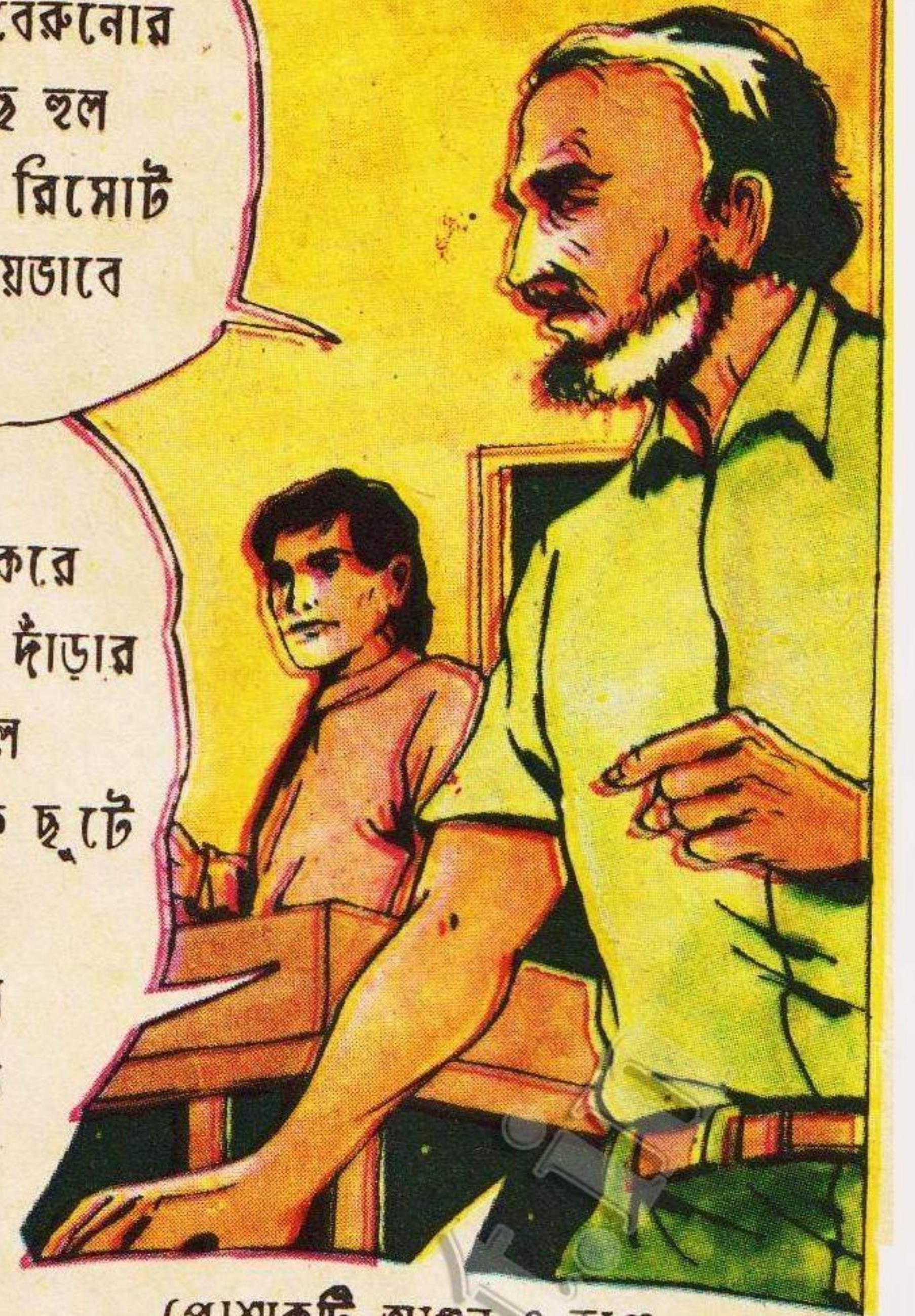
পোশাকটি আগুন ও তাপ নিরোধক বিশেষ এক ধরণের তন্তুতে তৈরী। বুট দুটোতে লাগানো আছে কৃত্রিম পাখনা আর জেট। জলে সাঁতার ও আকাশে দ্রুতগতিতে ভেসে যাওয়ার জন্যে। যাও, এবার পোষাকটা পরে এসোতো। কেমন মানায় দেখি।

বাঃ সুন্দর। আজ থেকে তোমার নাম হলো বৃশ্চিক— অর্থাৎ কাঁকড়াবিছে! আজ থেকেই শুরু হোক তোমার শুভ অভিযান। আরো একটা শুভ সংবাদ। শেষ ইন্টারভিউ-এ তুমি কলকাতায় দৈনিক বার্তাবহতে রিপোর্টারের চাকরী পেয়েছো। দিনে রিপোর্টার, রাত্রে হবে বৃশ্চিক, দুর্বৃত্তের যম!

হঠাৎ প্রসূনের মন বাস্তবে ফিরে আসে—

ক্-কি-হলো ?!

ক্যা-চ-চ-
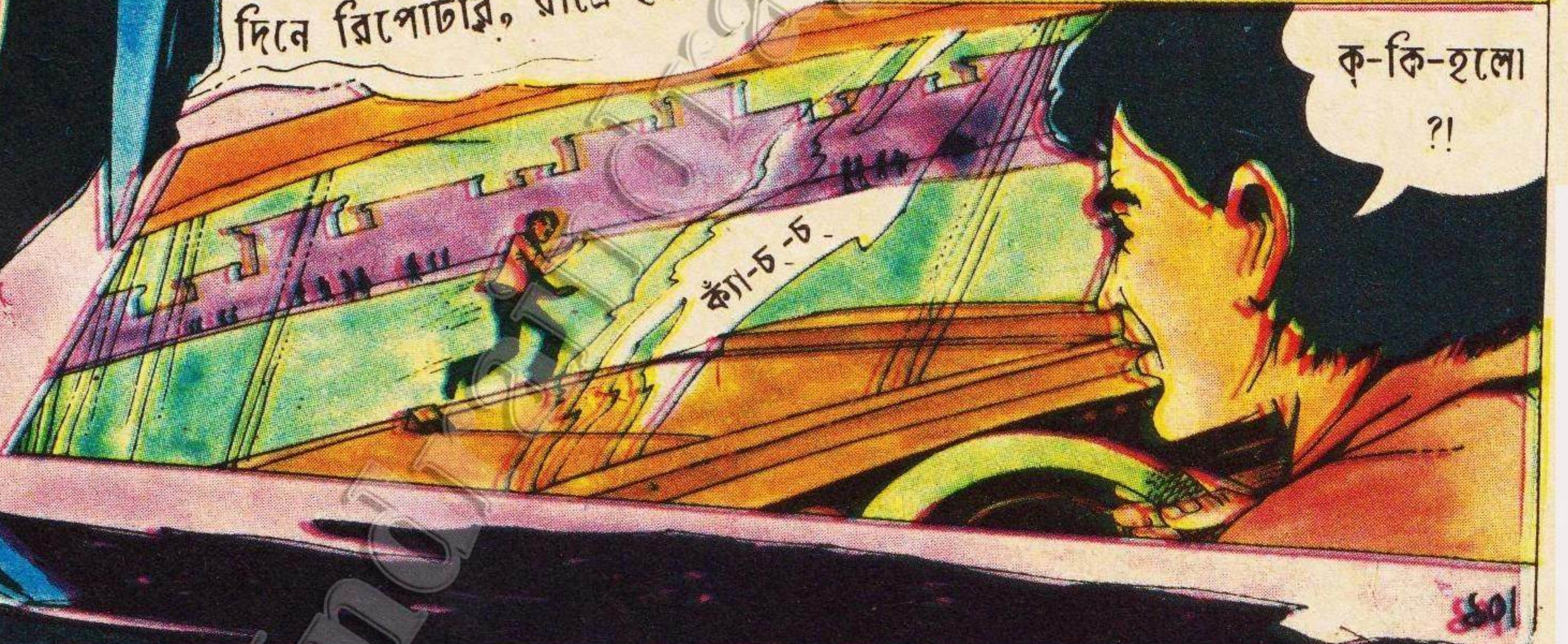
[চলবে]
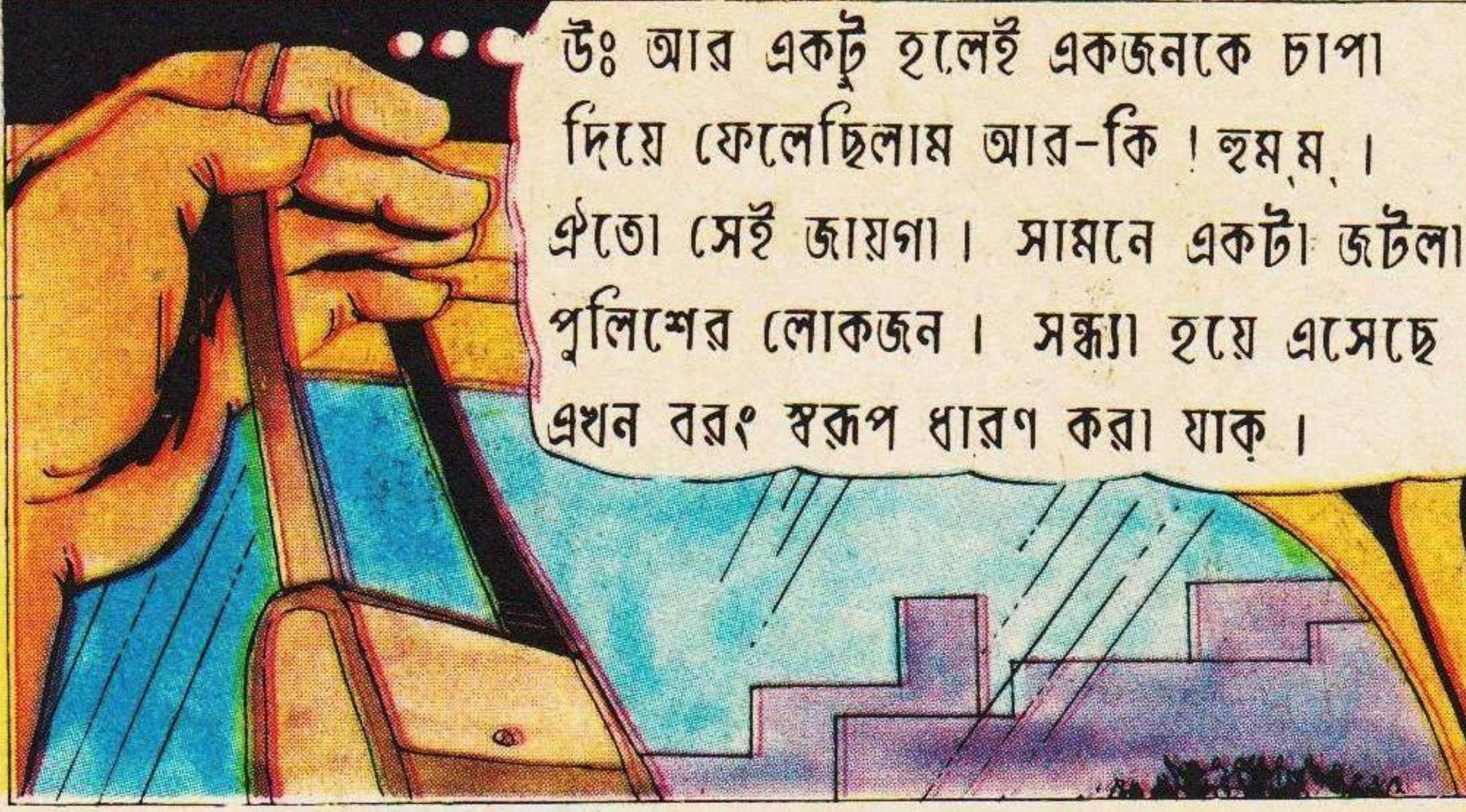
উঃ আর একটু হলেই একজনকে চাপা দিয়ে ফেলেছিলাম আর-কি ! হুম্‌ম্‌। এঁতো সেই জায়গা। সামনে একটা জটলা পুলিশের লোকজন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এখন বরং স্বরূপ ধারণ করা যাক।
কি ব্যাপার কমিশনার, কিছু ঘটেছে নাকি ?
কে ? ও বৃশ্চিক ?
আর বোলনা,
উত্যক্ত হয়ে পড়েছি। এ-সবই দু-মুখোর কাজ।
পুলিশ কমিশনার বৃশ্চিকের কর্মকুশলতায় বৃশ্চিককে চেনেন ও পছন্দও করেন।
রিপোর্টার প্রসুনকে কিন্তু চেনেন না।
কিন্তু লোকটাকে মেরেছে আশ্চর্য ভাবে। শ্বাসরোধী কোন যন্ত্রের সাহায্যে এদিকে পিচের রাস্তা এক অদ্ভুত ধরনের বিরাট বিরাট পায়ের চাপে বসে গেছে কি ব্যাপার, কিছুই বুঝছিনা।
চিন্তা করবেন না, যদি অনুমতি করেন তো আমি একবার ···
এটা আমাকে মনে করাতে হবেনা কমিশনার।
তুমি আমার মনের কথাটাই বলেছো, তবে এবারেও মনে রেখো, আইনকে হাতে নেওয়াটা কিন্তু .....
একটু পরে-
কার কাছে গেলে সঠিক খবর পাওয়া যাবে ? হুম্‌ম্‌ ! শহরের দক্ষিণে স্মাগলারদের একটা আস্তানা আছে প্রথমে ওখানেই যেতে হবে।
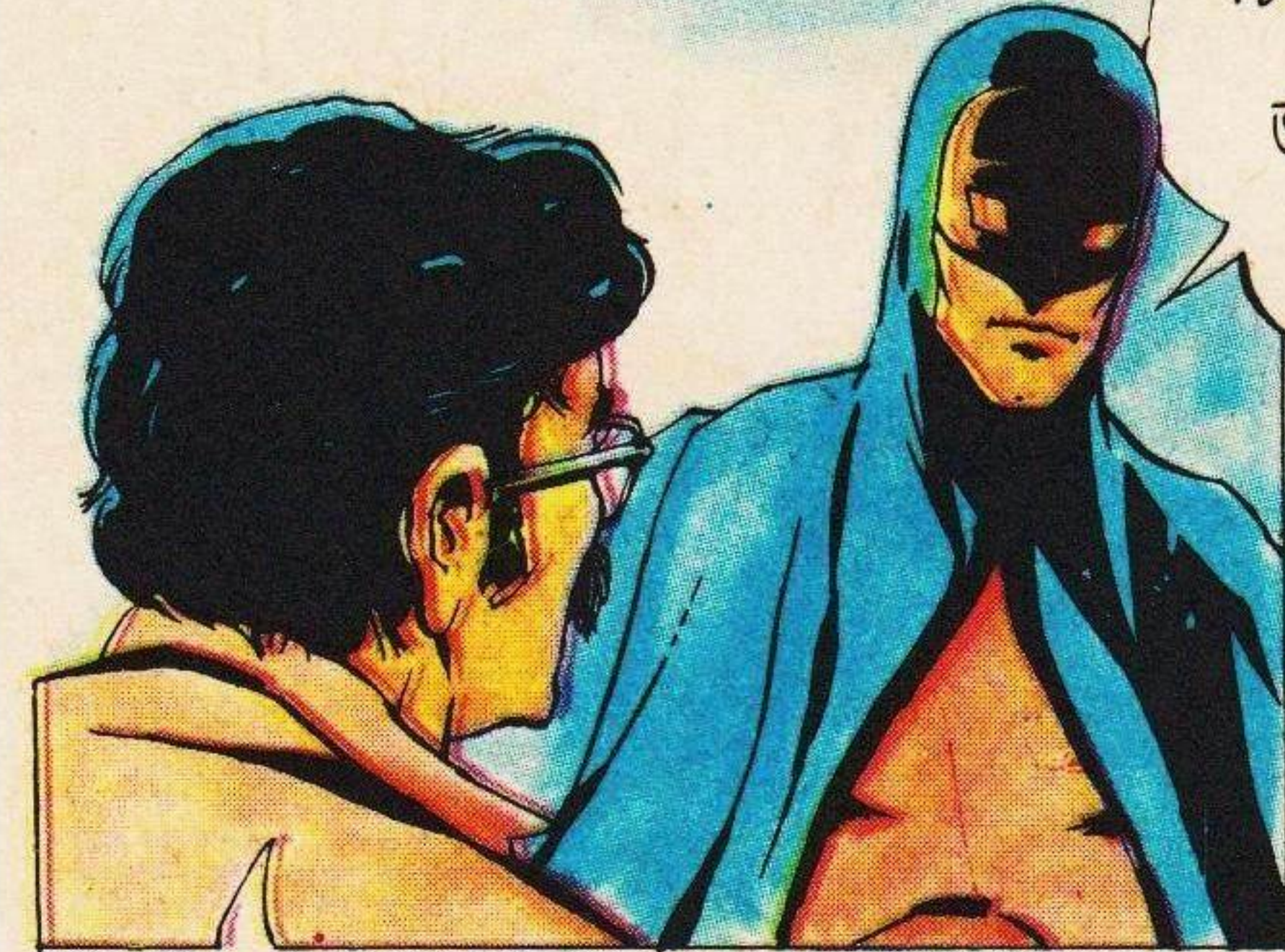
পরে—
এই সেই জায়গা ঐতো চেনা একজন চলেছে।
এই যে, এদিকে
ক্-কে কে ?!
দু-মুখো শংকরকে চেন ?
না-না, ক্-কে বললো চিনি ?
পাঁয়তারা ভেজনা বিল্লু।
আমার দাঁড়াটাকে মনে আছে তো ?
সোজা কথায় বল, ওকে চেন ?
সত্যি বলছি স্যার, আমি চিনিনা। তবে কালু হয়তো চিনলেও চিনতে পারে।
কালুর ঠিকানা নিয়েই বৃশ্চিক রওয়ানা হল
বাপ্‌রে।
একটু পরে
তোমার নাম কালু ?
কে ?!
কে তুমি জবাব দাও নয়তো গুলি করব !
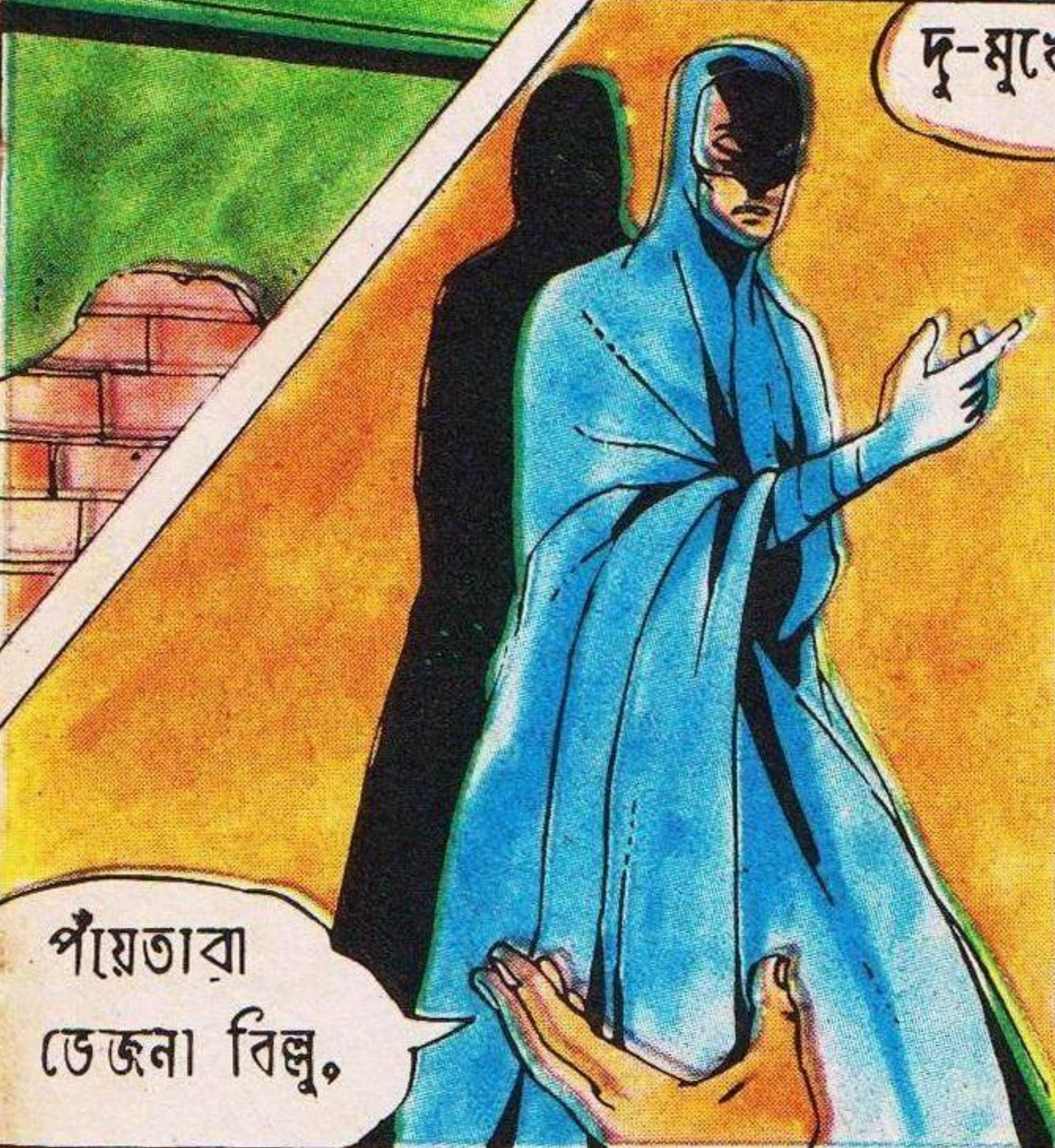
বৃশ্চিকের পদক্ষেপ
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
ইন্দ্রনীল ঘোষ
তার আগেই আমি তোমাকে ধরব কালাচাঁদ।
আ-আহ,
এবার বল...। আমি যা জানতে চাই।
ক-কি, কি-জানতে চাও তুমি
আ-আহ !!
তোমার বস্, দু-মুখোর ঠিকানা !
জানিনা, দু-মুখোকে চিনিনা !
আবার মিথ্যেকথা, দাঁড়ার চাপ আরেকটু বাড়াব নাকি ?
আঃ-আঃ,
বলছি বলছি-
শহরের উত্তরে, একটা বাড়ি... এ-এই যে ঠিকানা !
চল্ তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আবার রওয়ানা হব !
ওদিকে দুমুখো-
যাক্, আপাততঃ কিছুদিন নিশ্চিন্ত। সামনের মাসে জাহাজে ওদের সংগে দেখা হবে। ফাইল তুলে দেব ওদের হাতে।
কিন্তু কালু তো এখনও ফিরলনা বস্!
কালু আর ফিরবেনা, দু-মুখো তোমার খেল খতম !
১৩।

এ—আবার কে ?!
বৃশ্চিক ?! তুমি কোথাকার ভাঁড় এলে বাবা ?!
তোমার যম—বৃশ্চিক।
ভাঁড় কিনা এখনই টের পাবে, ফাইলটা বের করে দাও !
থাপা, তেজা, ব্যাটাকে মেরে শুইয়ে দাও !
মার ভাঁড়টাকে।
তার আগে তোমরা একটু বিশ্রাম কর বাছাধনরা !
ওঃ-
এবার······ ···মরবি তুই ! আঃ ফস্কাল !
আঃ !!
তুইও বাঁচবিনা !
থাপার ছুরির ছোবল থেকে এখনও অব্দী কেউ বাঁচেনি।
[চলবে]

হঠাৎ বাতাসে শিস কেটে একটি তপ্ত বুলেট ছুরিটাকে ছিটকে ফেলে দিল।
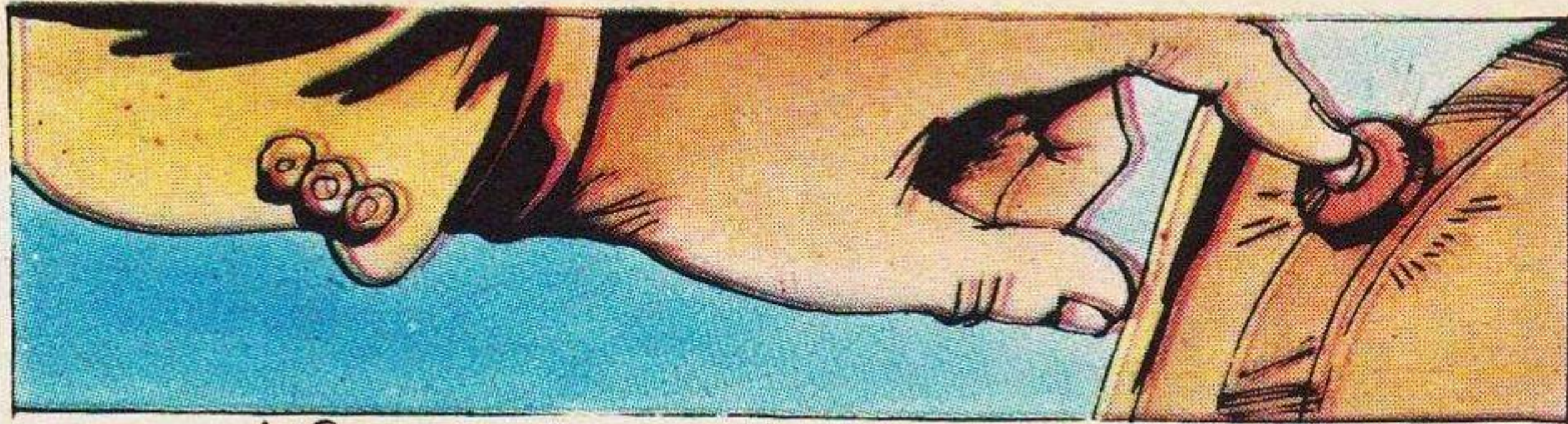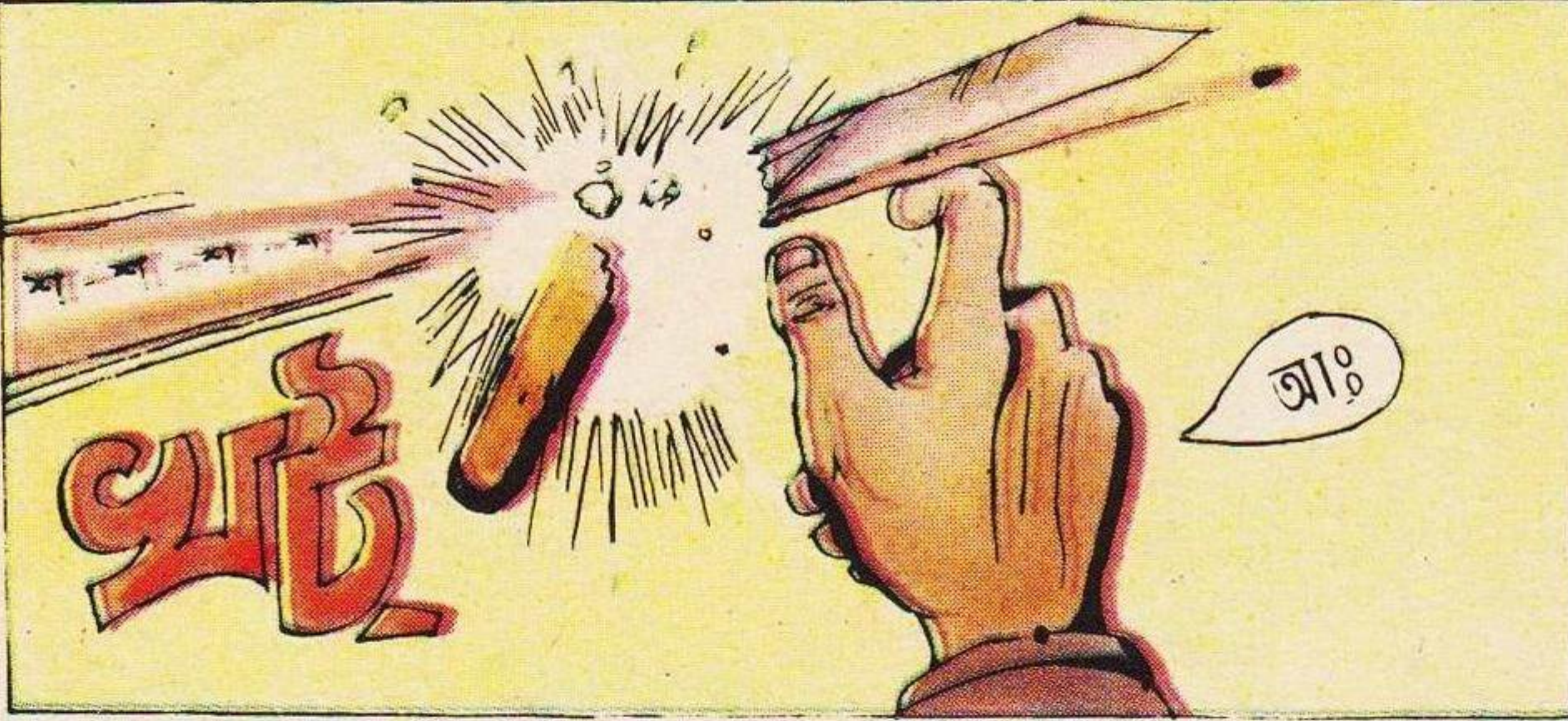
দু-মুখো টেবিলের গায়ের একটা বোতাম টিপতেই, একটা দেওয়াল, দু-মুখো আর তার দলবলকে আড়াল করে দিল।
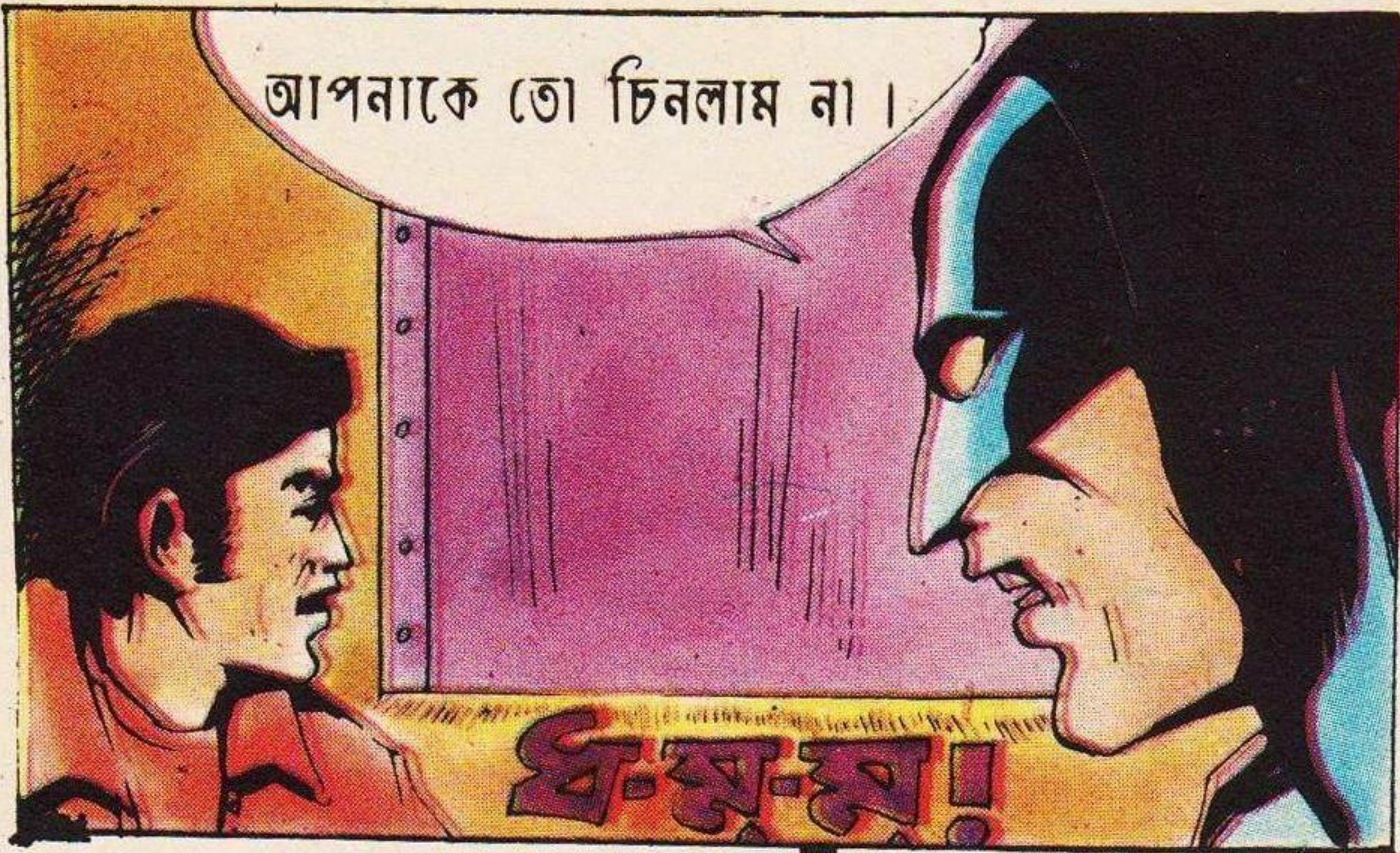
আমি কিন্তু তোমাকে জানি,

পেছনের দরজায় আবির্ভাব ঘটল এক পিস্তলধারী আগন্তুকের।

দু-মুখো —

ছাতে -
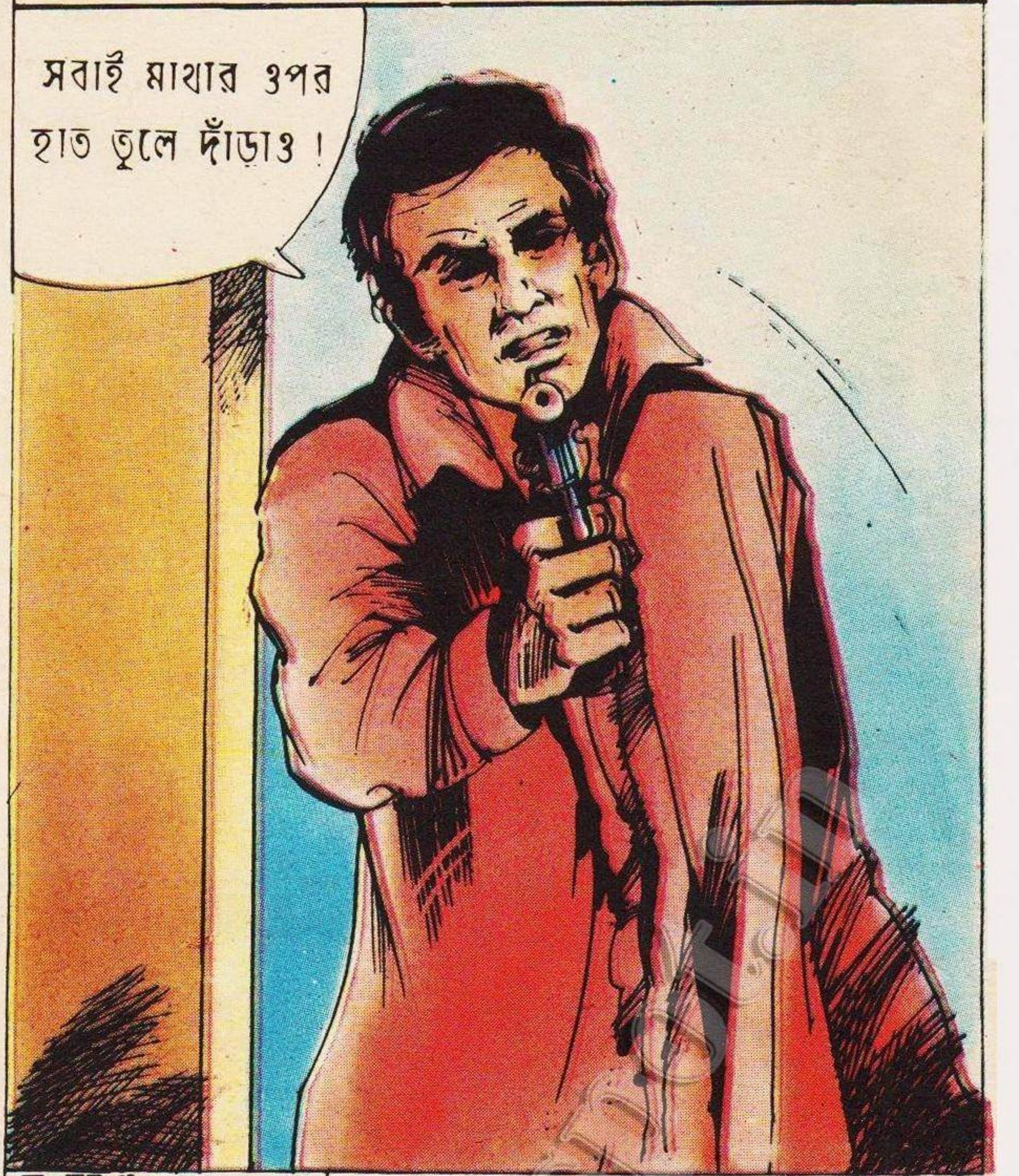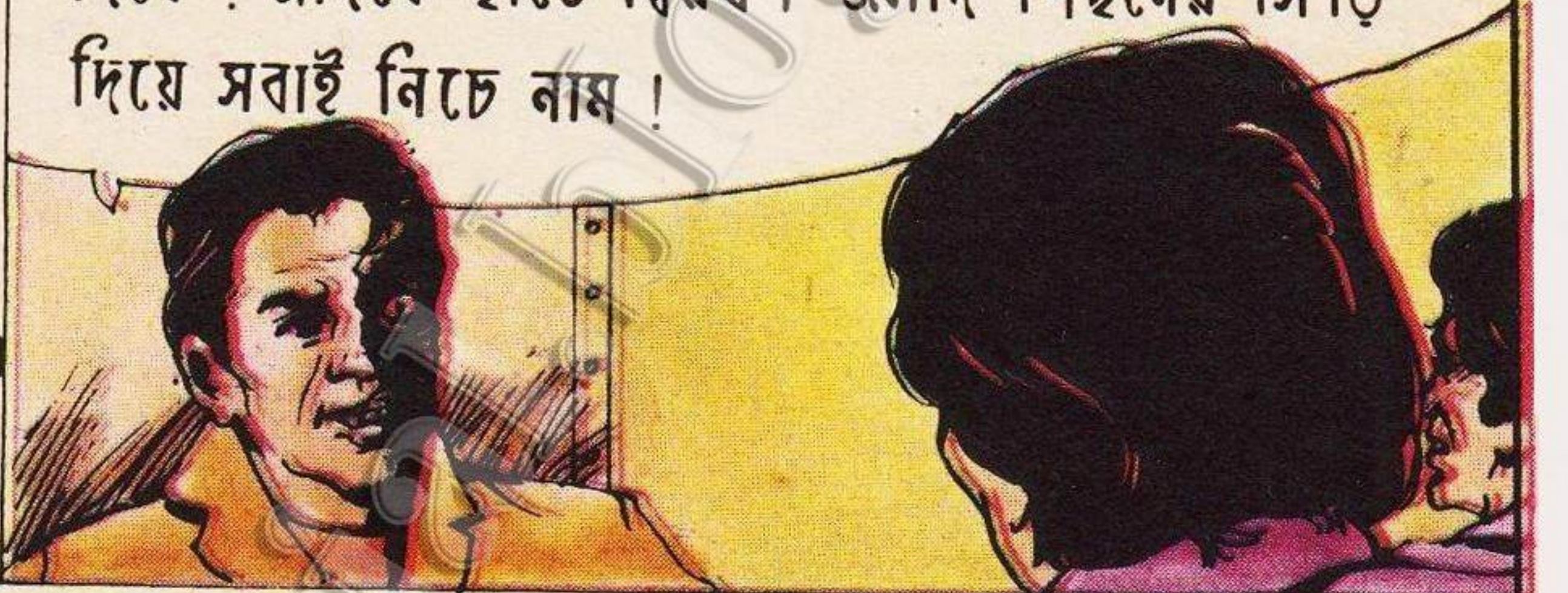
ঐ যে মিঃ দুর্বার ওরা গাড়িতে কেটে পড়ছে।

নিচে আমারও গাড়ি রয়েছে, কিন্তু নামতে নামতেই ওরা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

অত সহজে নয়! আপনি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকুন ···!
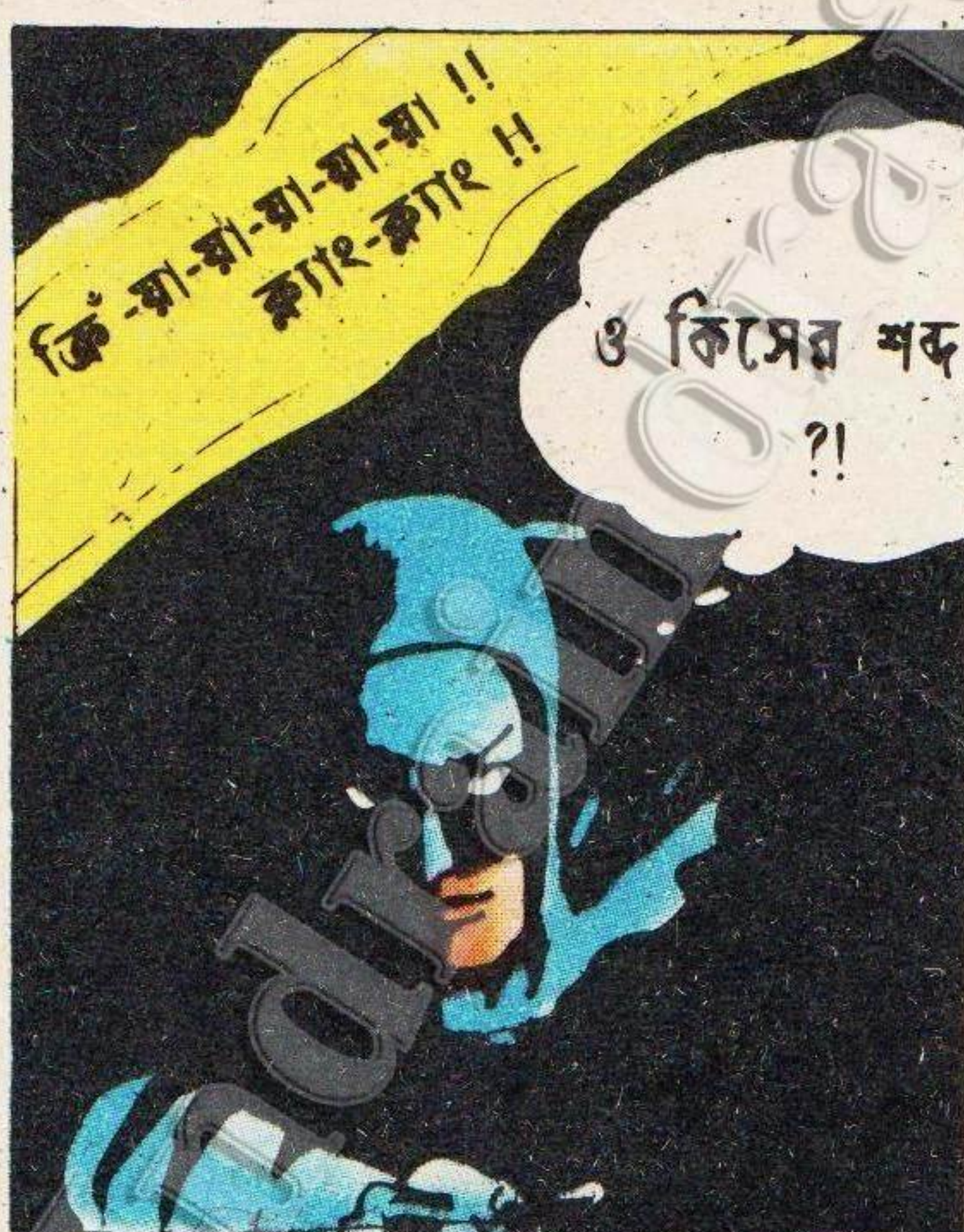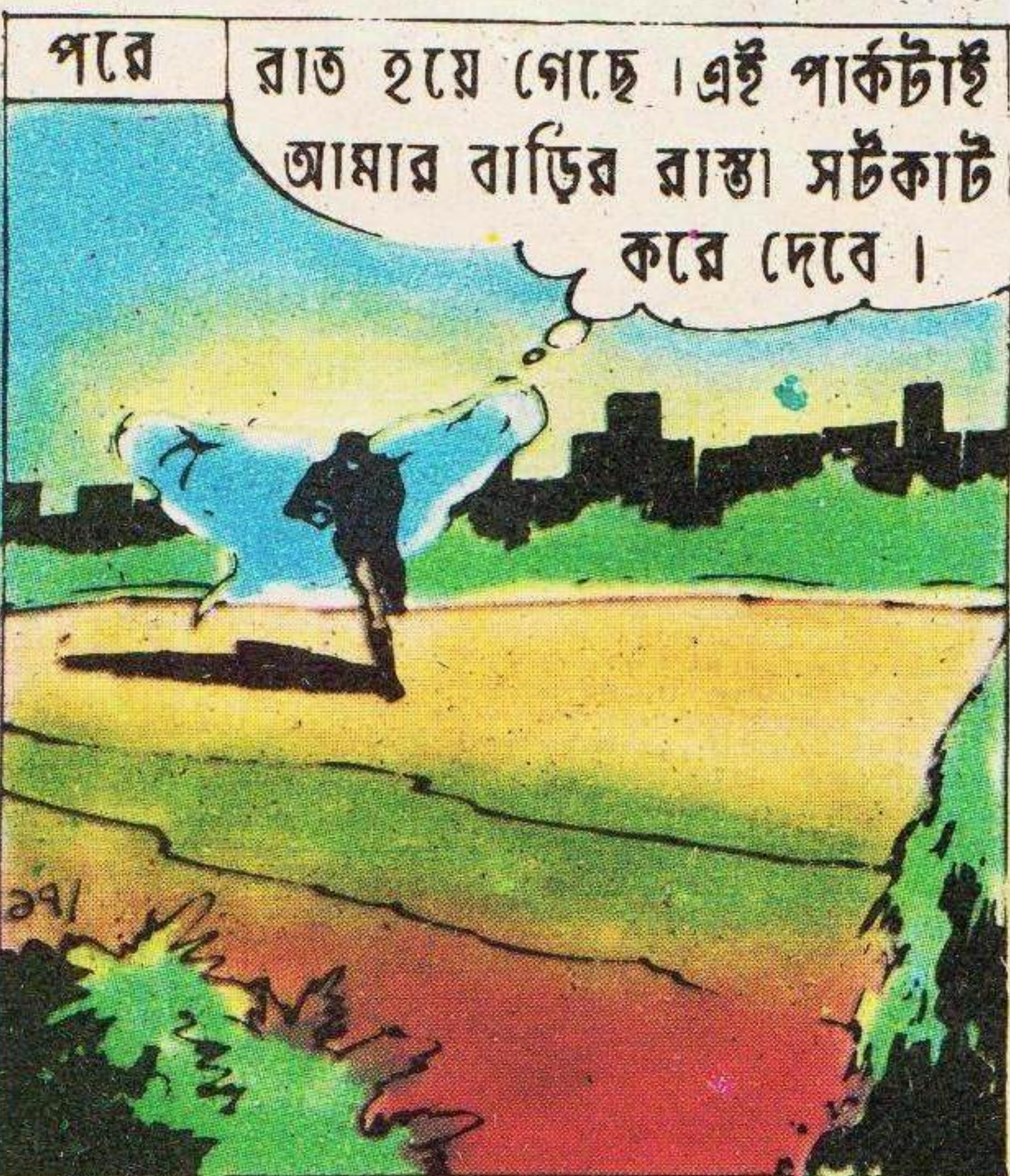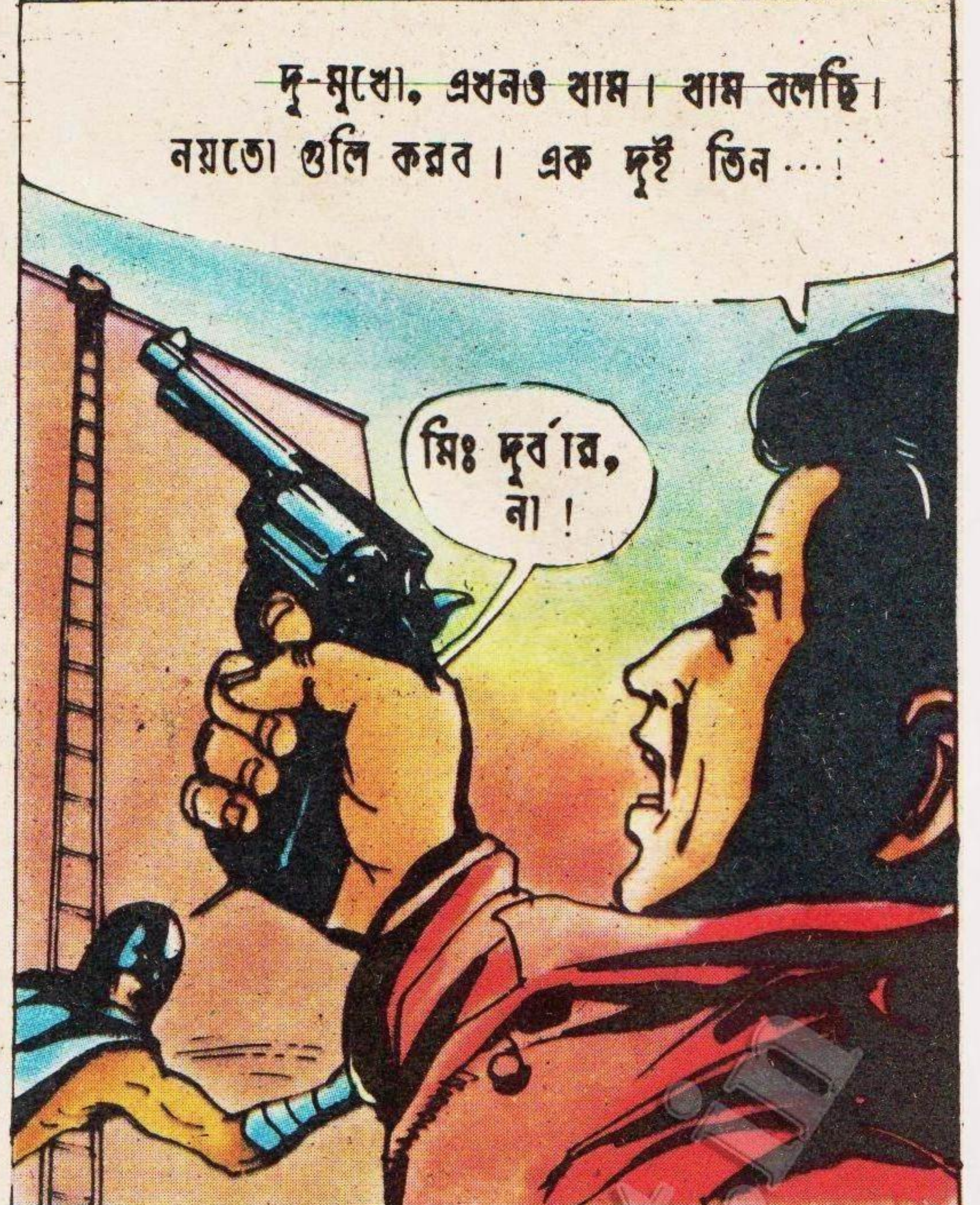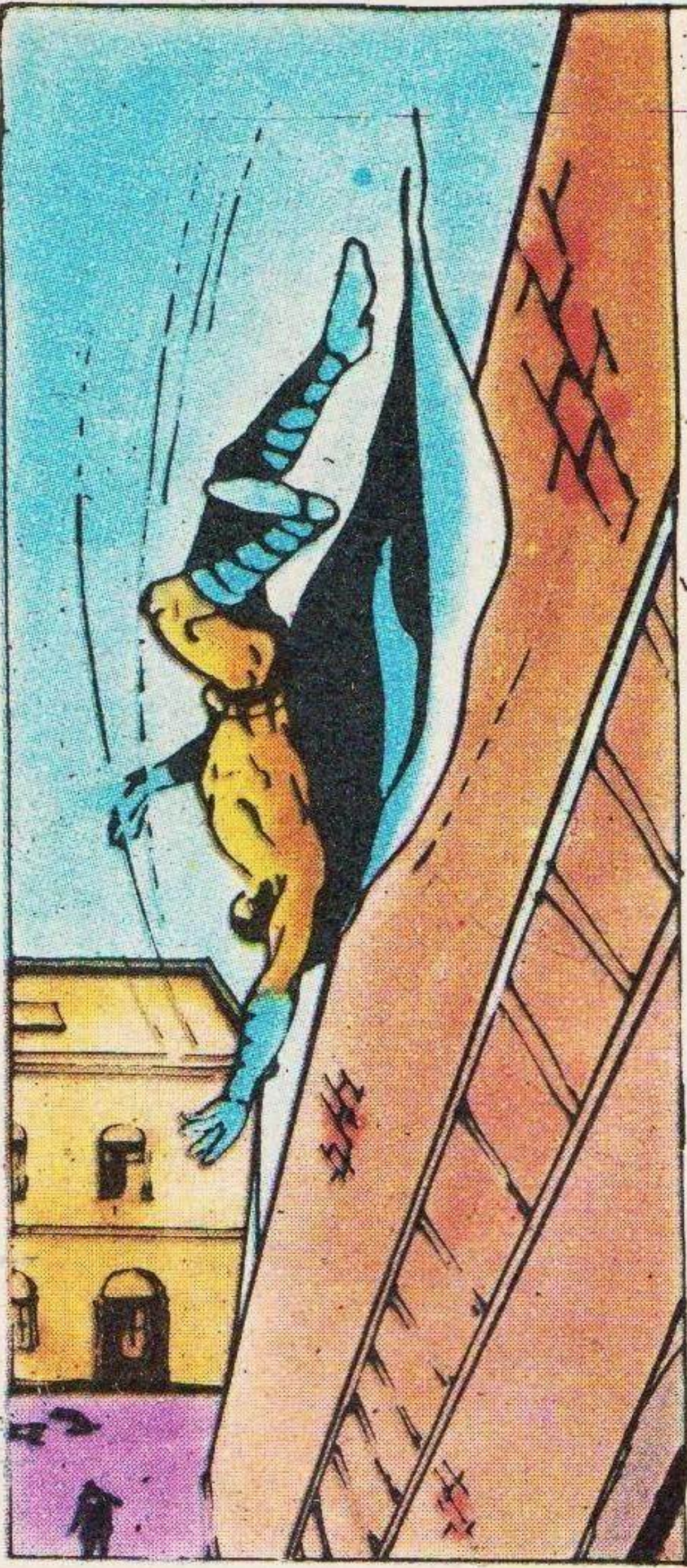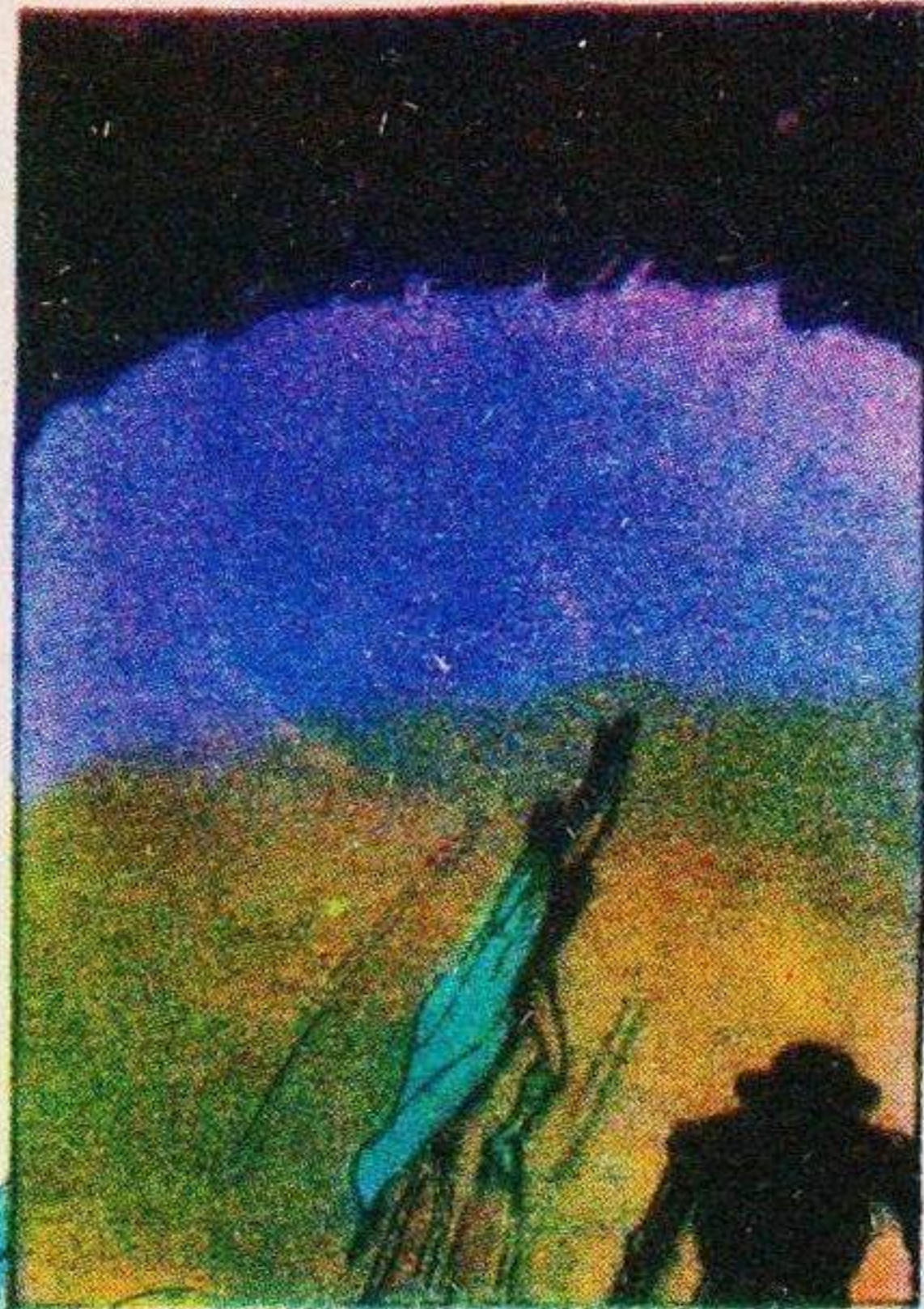
সত্যিই আশ্চর্য্য উদ্ভাবন।
এ কার সৃষ্টি বৃশ্চিক ?!
সেকথা এখন নয়।
দু-ম্-ম্!
-ধাক্কা মারে মালবওয়া গাড়িটাকে।
প্রচণ্ড গতিতে ত্রিপাঠির গাড়ি এগিয়ে এসে -
তুমি আমাকে ধরতে পারবেনা। হতচ্ছাড়া ভাঁড়!
বৃশ্চিক তুমি দু-মুখোকে দেখ,
ধরেছি!
আমি অন্যদের সামলাচ্ছি!
আঃ। জেট চালু করতে ভুল করায় এটা হল!

[চলবে

দু-মুখো, এখনও থাম। থাম বলছি। নয়তো গুলি করব। এক দুই তিন...!
মিঃ দুর্বার, না!

দুম-দুম!
তুমি কি পাগল?

শয়তানটাকে গুলি করতে দিলেনা ?! ওকে আর ধরতে পারব মনে কর ?!
না মিঃ দুর্বার, প্রত্যেক অপরাধীই মানসিক ভাবে অসুস্থ থাকে। একজন মানসিক রোগীকে খুন না করে, সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত!
থাম! তোমার ওসব বড় বড় বুলি—
—তোমারই থাক্। আমার ব্যাপারটা আমাকেই ভাবতে দাও!

পরে
রাত হয়ে গেছে। এই পার্কটাই আমার বাড়ির রাস্তা সর্টকার্ট করে দেবে।

ক্রিঁ-স্যা-স্যা-স্যা-স্যা-স্যা !! ক্যাং-ক্যাং !!
ও কিসের শব্দ ?!

একটু এগিয়েই বৃশ্চিক দেখে অন্ধকারে বিশাল ভয়াবহ একটা মূর্তি!

ওটা কি? রোবট ?! বুঝতে পেরেছি এটাই দু-মুখোর খুনী রোবট।
ক্রিঁ-স্যা-স্যা-স্যা-স্যা-স্যা !!! ক্যাং-ক্যাং !
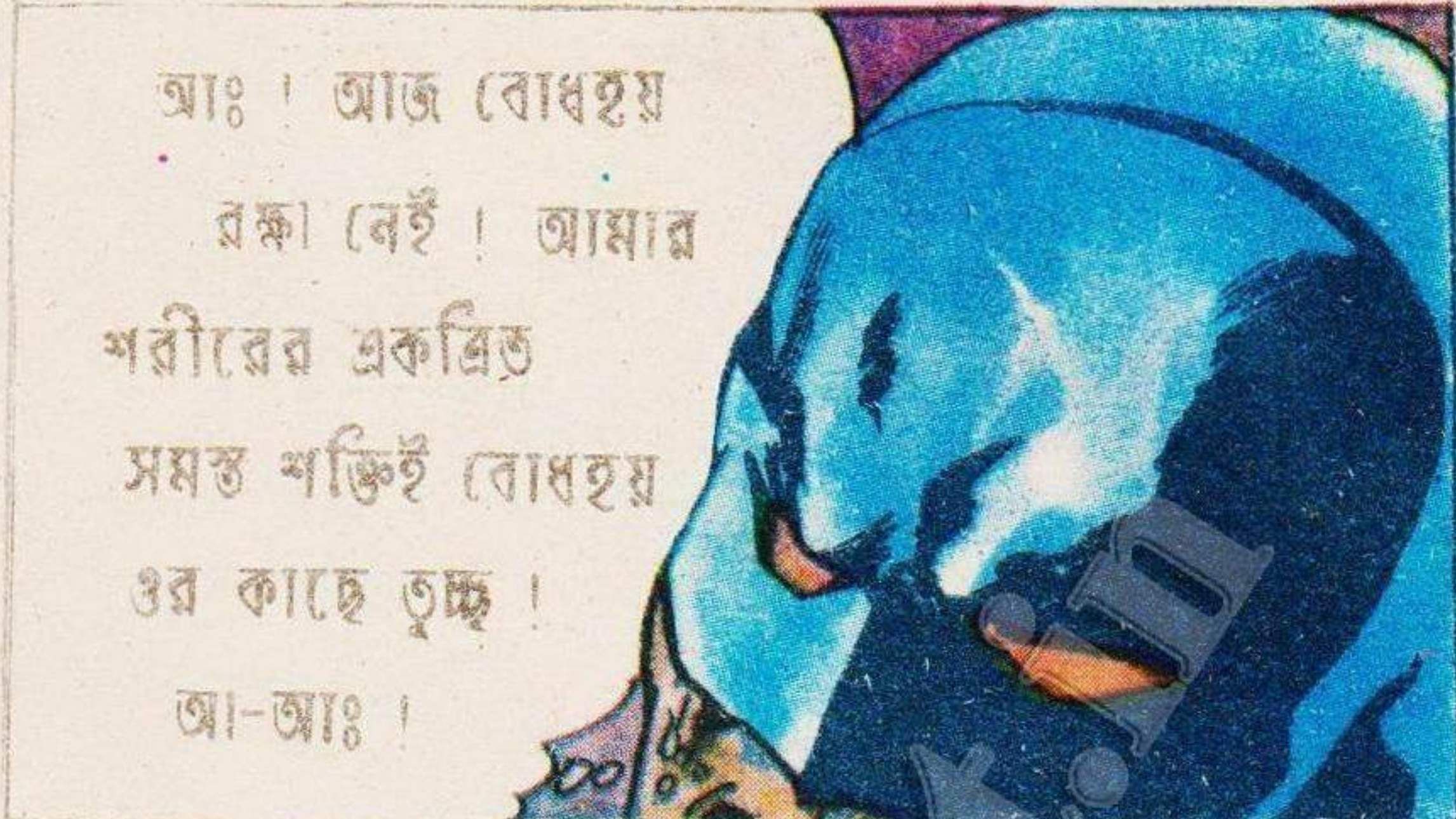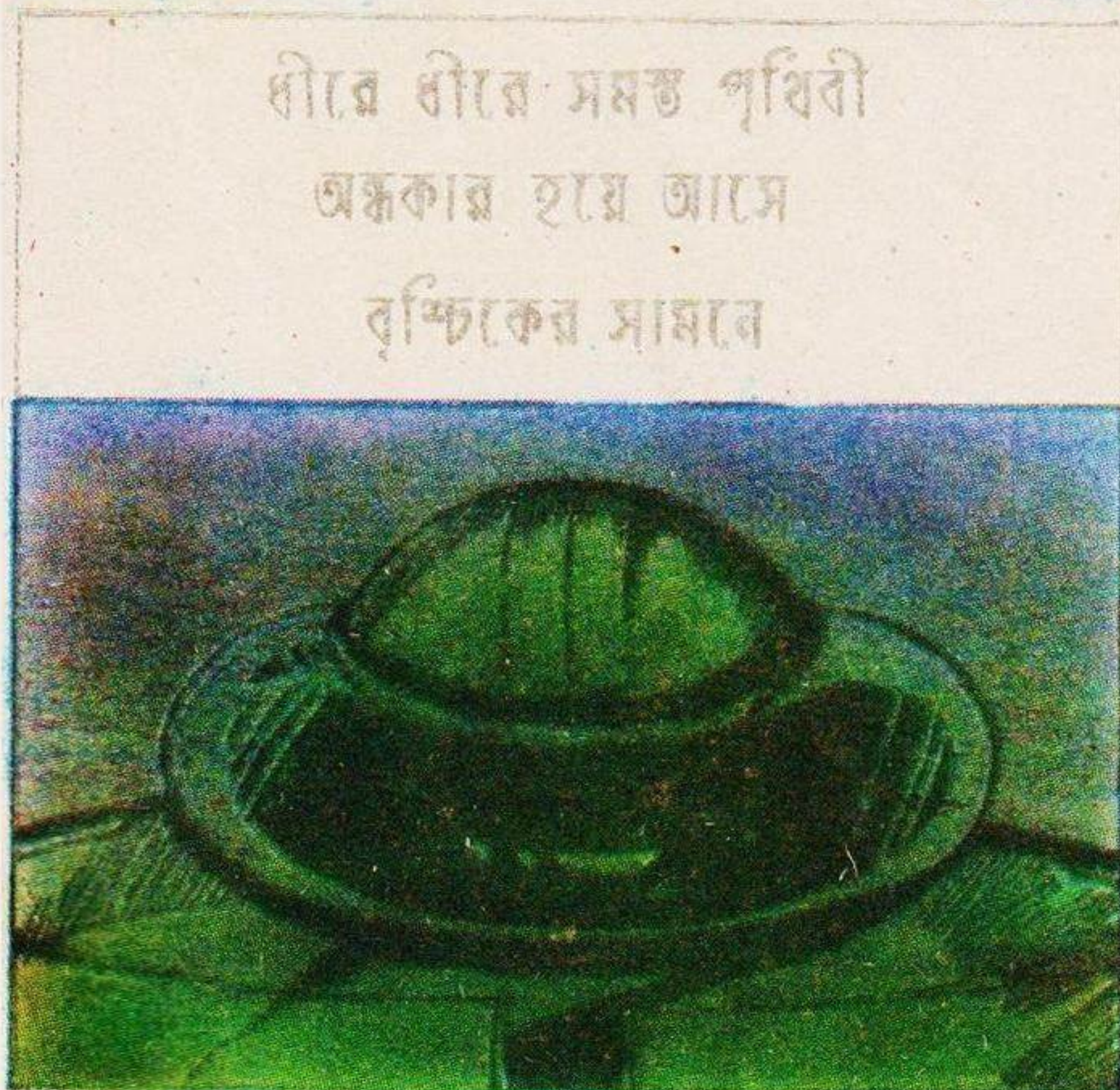
ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে বৃষ্ণিকের সামনে

রোবটের স্বচ্ছ মুখটা চোখে পড়ে তার! শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সেখানে আঘাত করে সে!
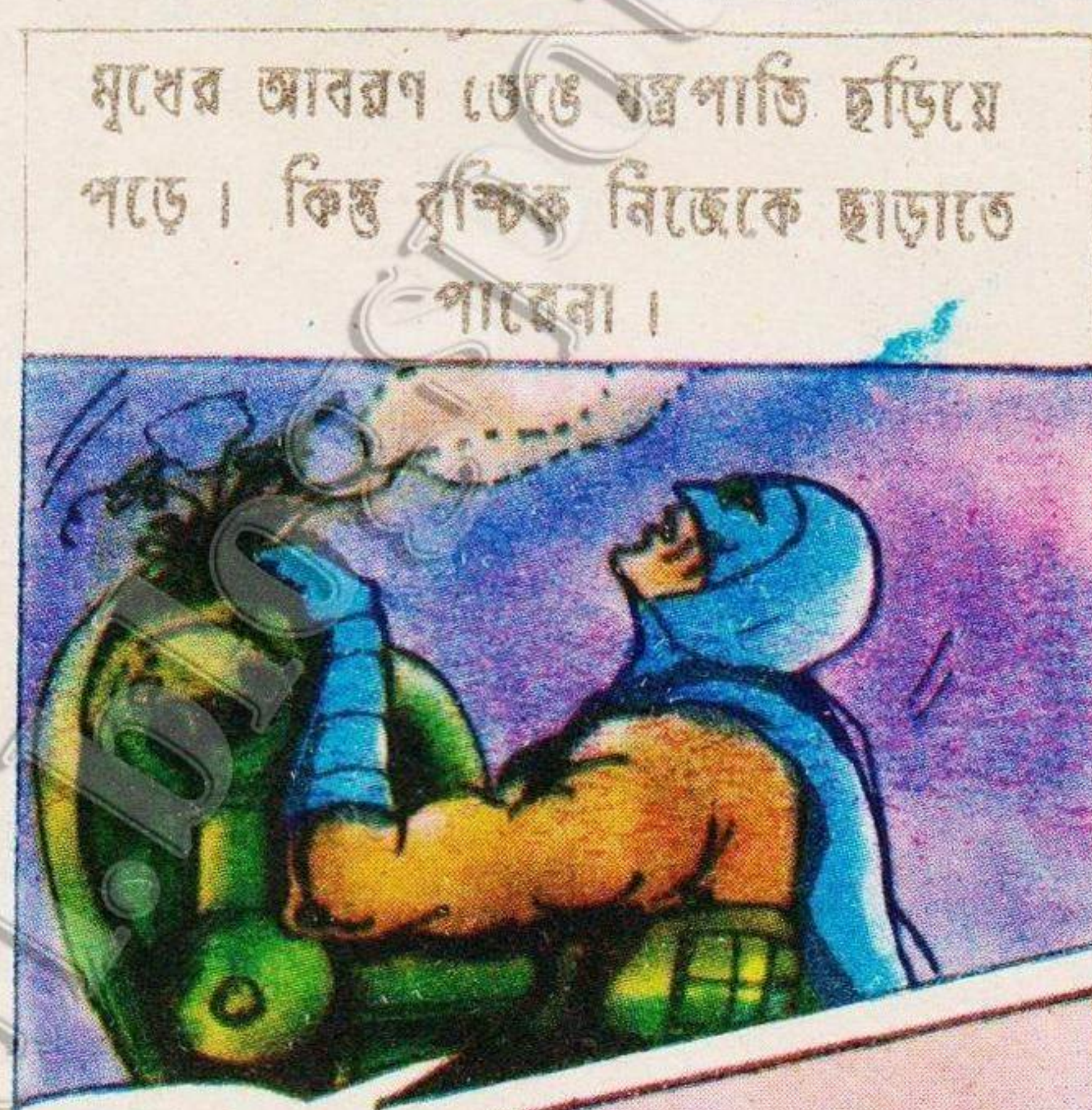
সাক্ষাৎ মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসে তার চোখে।

[চলবে]
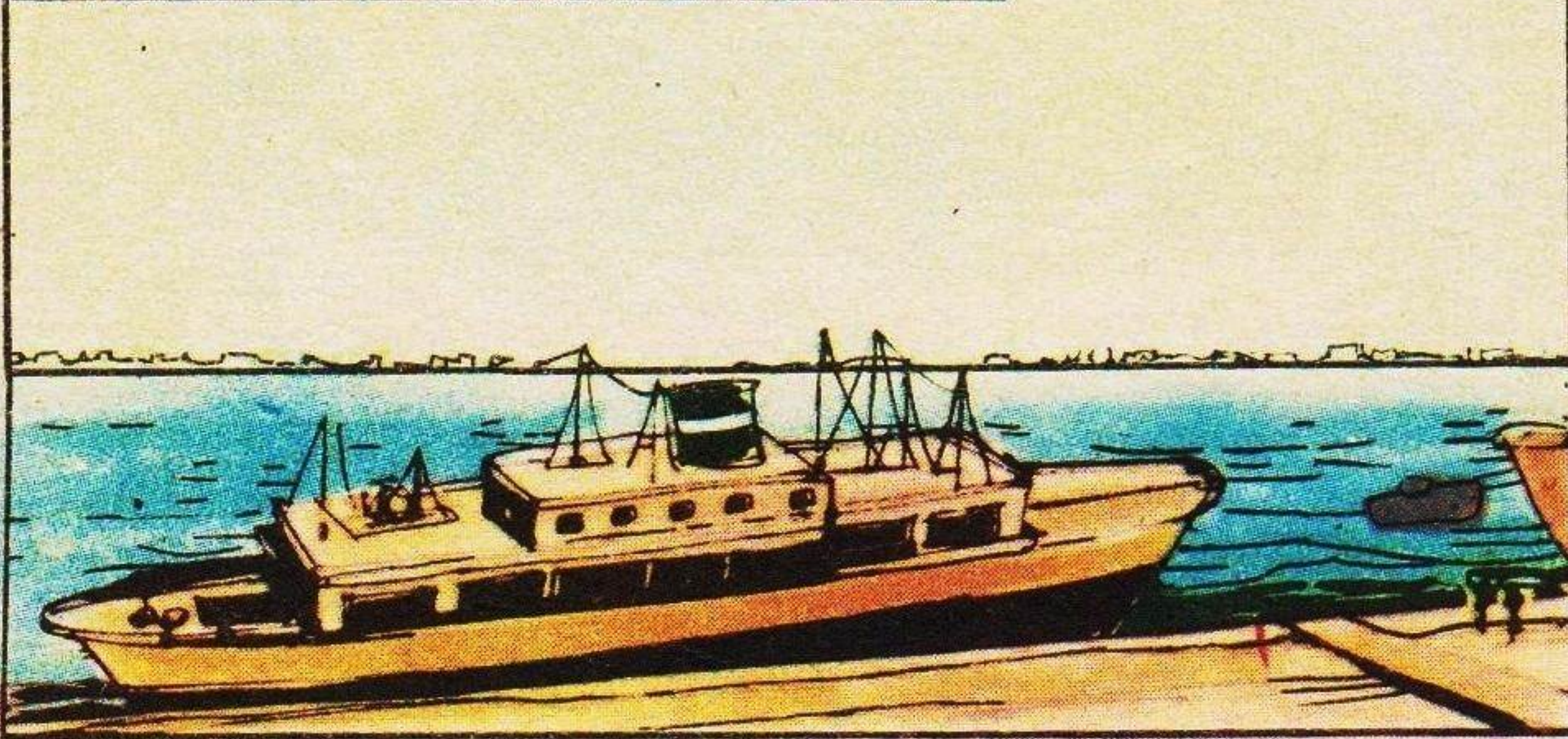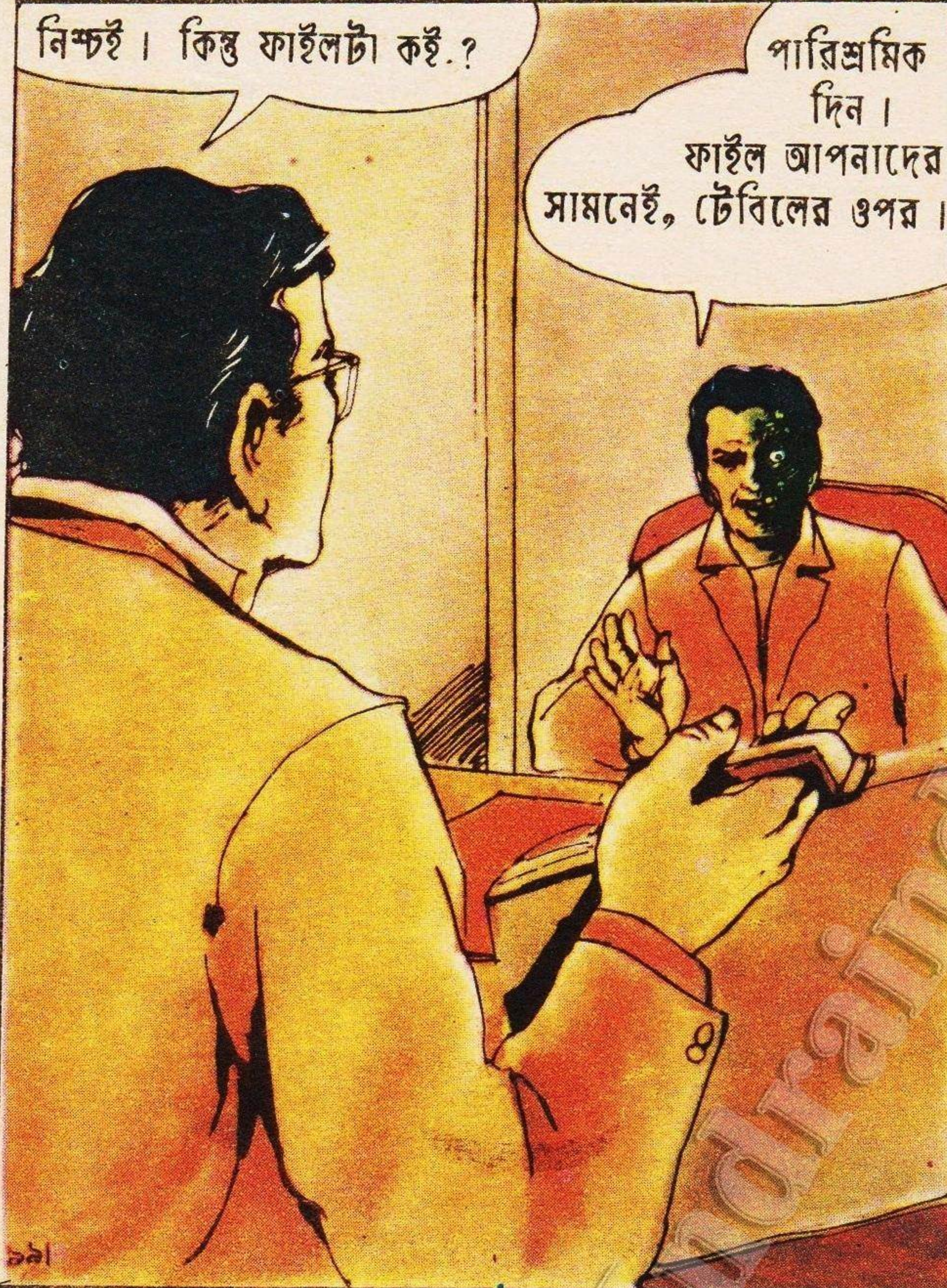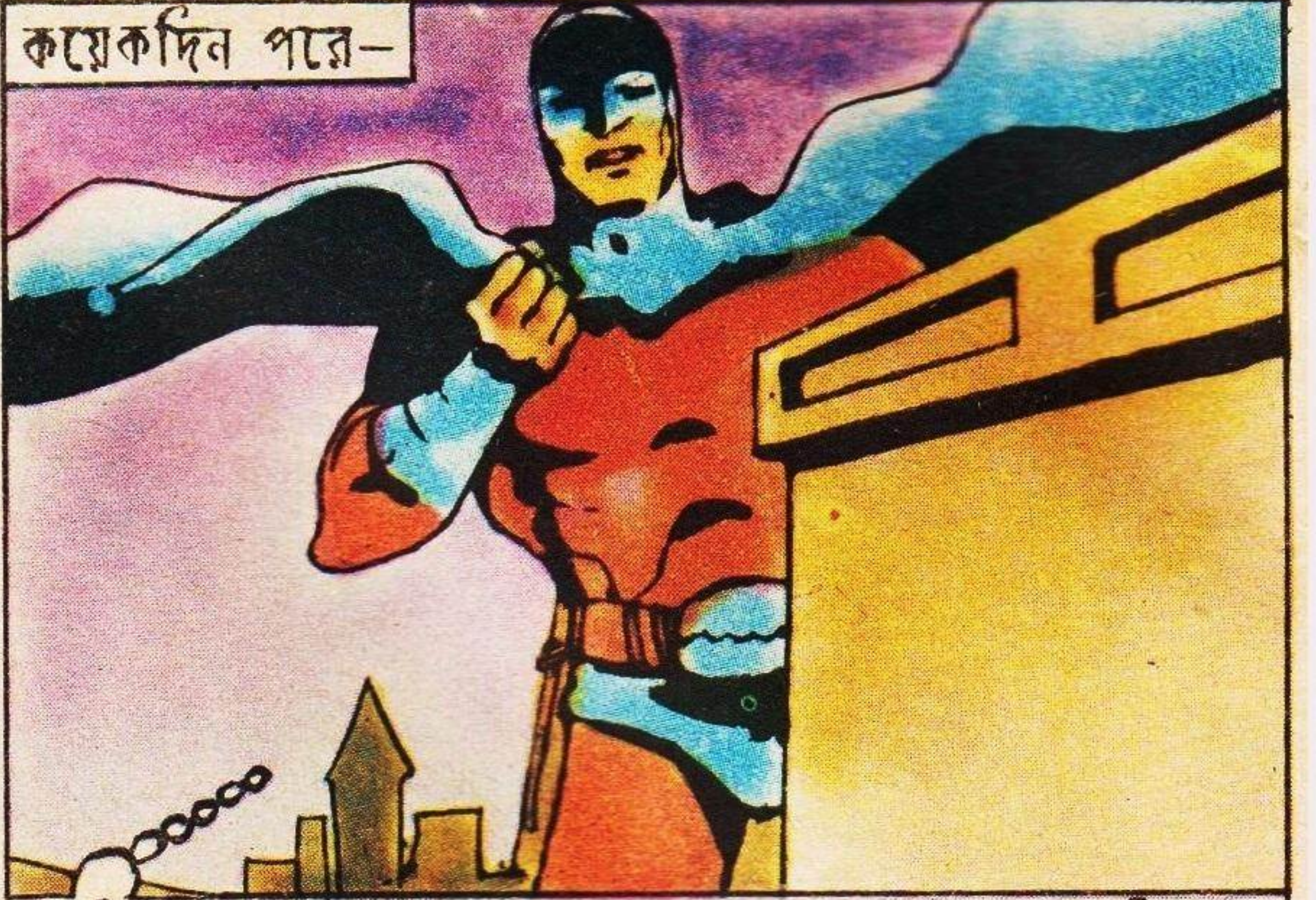
সেদিন দু-মুখো জাহাজের ব্যাপারে আলোচনা করছিল।
অতএব—
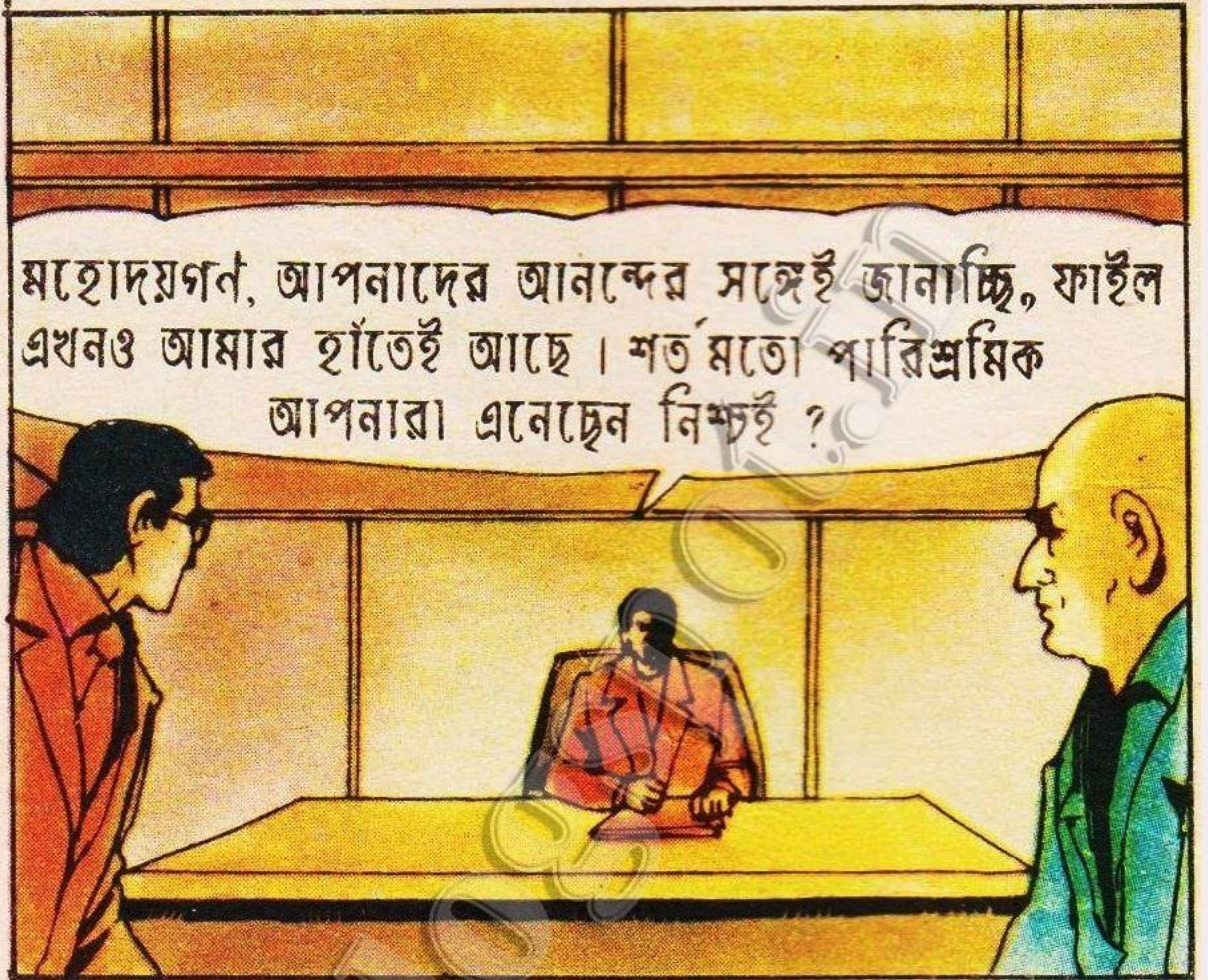
বিদ্যুৎগতিতে একটা হাত ফাইলটা তুলে নেয় টেবিলের
ওপর থেকে।

ফাইল এখন
আর—

টেবিলের
ওপর রইলনা দু-মুখো !

কে ?!
আমি ! দুর্বার ত্রিপাঠি ফ্রম ডি. ডি. ডিপার্টমেন্ট !
কিন্তু খবর গেল কি করে ?!
দু-মুখো, তুমিই এর জন্য দায়ী ! জাহাজে কয়েকদিন ধরে নাচ গান হৈ হল্লা বাধিয়ে, জাহাজটাকে, 'কাগজের খবর' করে তুলে, তুমি চেয়েছো, ডকের একমাত্র বিদেশী জাহাজকে নিরীহ হিসাবে দেখাতে
দুদিন লক্ষ্য করলাম, সন্দেহ হল, তৃতীয় দিনে প্রবেশ না করে থাকতে পারলাম না।
আর আমিও খানিকটা তাই।
এ-একি, বৃশ্চিক, ক্-কিন্তু
হঠাৎ একটা সুইচ টেপে দুমুখো !
কিন্তু এবারেও তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না !
জেট্ লাগানো চেয়ারে পাশের জানলা দিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে গেল, দুমুখো !
আবার সেই একই রকমের শয়তানী।
হাঃ-হাঃ-হাঃ
[চলবে]

জলদি আসুন। ওকে তাড়া করতে হবে।
হঠাৎ—
ওঃ! আর একটু হলেই হয়েছিল। বিদেশীরা লেসার ছুঁড়ছে!
ওরা আবার তাক করছে বৃশ্চিক, ওদের রশ্মি কামান দিয়ে!
ওদের রশ্মি কামানের ব্যবস্থা আমি করছি। সংগে একটা গ্রেনেড এনেছিলাম এখন কাজে লাগল।
প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চূর্ণ হয়ে গেল জাহাজের সামনের অংশটা।
দুড়ু-ম্-ম্!
এদিকে দুমুখো—
খুব সময়মতো দ্বিরথকে নিয়ে এসেছে শের।।
একটু পরে—
জেট চেয়ারের চালিকাশক্তি আর বেশীক্ষণ ছিলনা।
হঠাৎ—
দ্রাম!
একি ?!
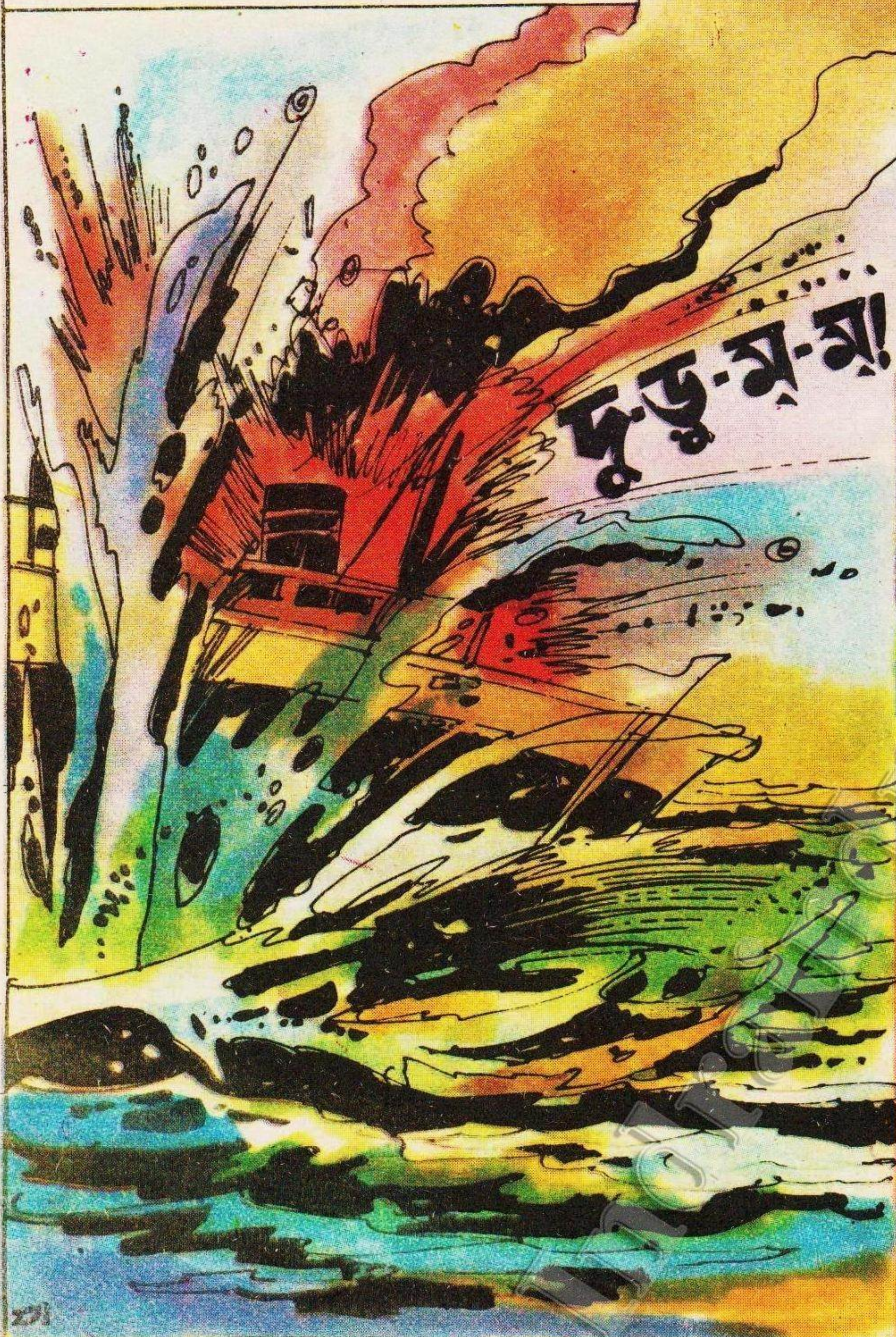
ধরেছি !

বাঁচতে তোমায় আমি দেবনা বৃশ্চিক !

এক সেকেণ্ড শংকর !

না ! তুমিই আমার সব কাজ বরবাদ করেছ ! মরতে তোমাকে হবেই ।

বেশ তবে আমায় লাথি মেরে শূন্যে ছুঁড়ে দাও । তবে এর জন্যে কিন্তু তোমায় দলের লোকদের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে । নাও মারো !!

এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্ততঃ করে দু-মুখো

জবাবদিহি !? কিসের জবাবদিহি !?

তোমার চরিত্র-অনুযায়ী কাজ কিন্তু এটা হচ্ছেনা শংকর । সব ব্যাপারেই তুমি তোমার দু-ধারে মাথা-চিহ্ন ওয়ালা মুদ্রাটি দিয়ে টস্ করো । আমায় মারবে না বাঁচাবে, এটাও তোমার টস্ করে দেখে নেওয়া উচিত, নয় কি ?!

[চলবে]

হঠাৎ-
মাথার ওপর হাত তোল শংকর। বৃশ্চিক আমাকেও এখানে বহন করে নিয়ে এসেছে!
?!

পিস্তল বের করতে যায় শংকর।

পিস্তলটা ফেলে দাও!
আঃ-

আঃ! আমি-আমি-
বুলেটের ধাক্কায় টাল সামলাতে পারেনা সে!

দু-মুখোর শরীরটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে শূন্যে-
আমি- পড়ে- যাচ্ছি-ই-ই-ই-!

নিচে-অনেক নিচে- নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দু-মুখোর শরীরটা!

বসকে মারলেও শেরার হাত থেকে তুমি বাঁচবেনা শয়তান!

হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে আরেকটি ছোরা ছুটে আসে!

আঃ-

মাটিতে ছিটকে পড়ে ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে যায় শেরার শরীরটা!
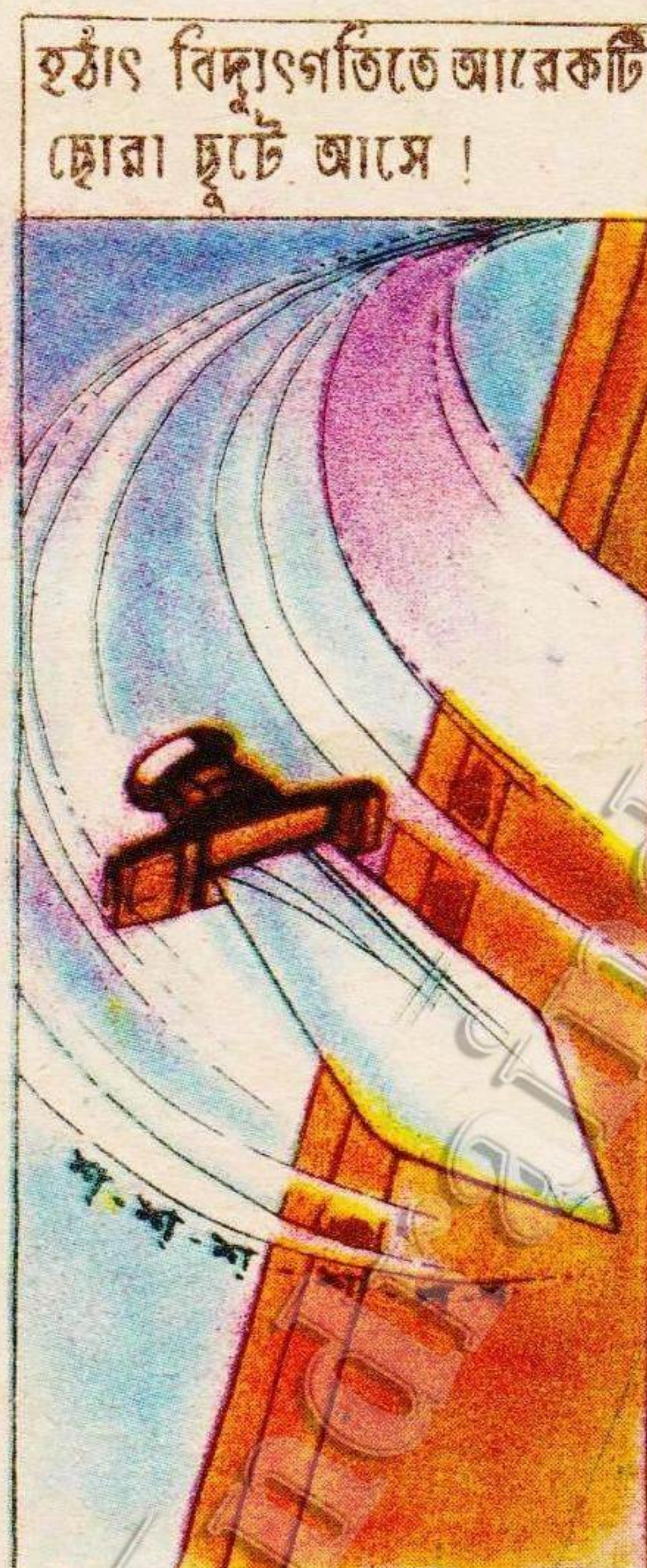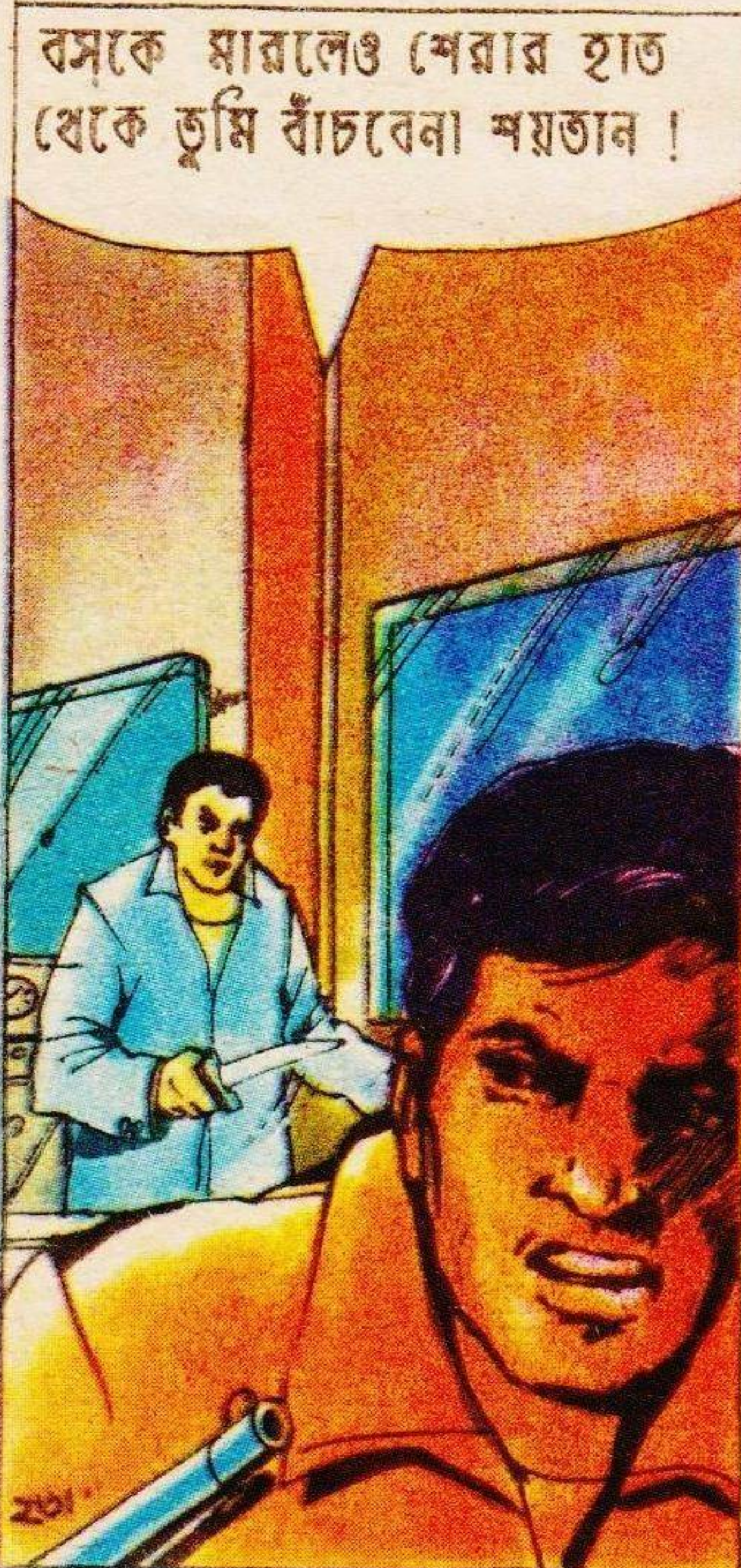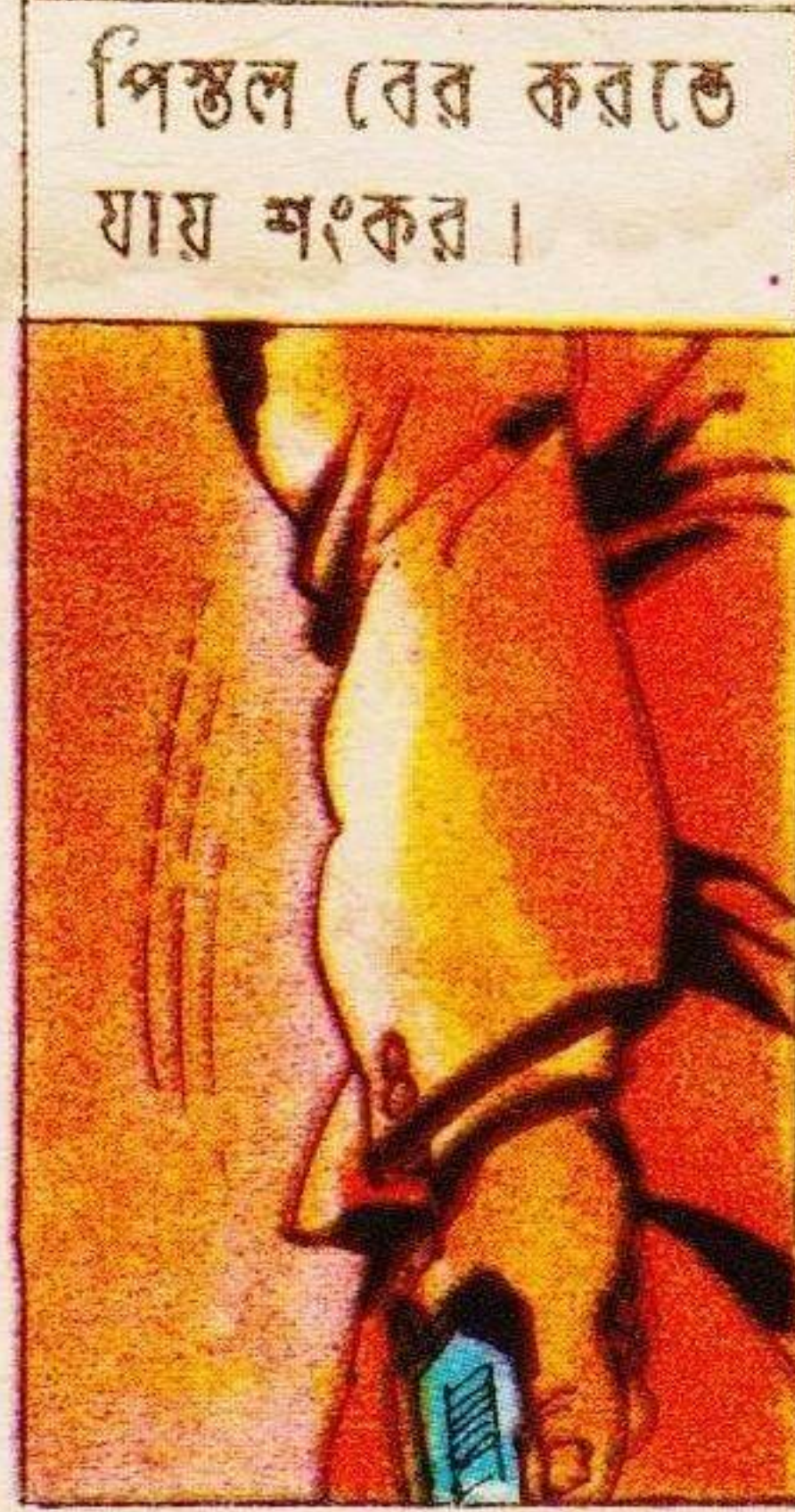
ছোরাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার ঢুকে যায় বৃশ্চিকের কোমরবন্ধে !
বৃশ্চিক, ছোরা কি তুমিই ছুঁড়লে নাকি ?!
আমি শুধু সুইচ্ টিপেছি। এটা রিমোট কন্ট্রোলে চলে। এর মুখে আছে এক ধরণের বিষ যা কয়েক ঘন্টার জন্যে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এর নাম হল ছোরা। সংক্ষেপে ছরা ! বৃশ্চিকের এক অনবদ্য আয়ুধ !

[চলবে]

ওদিকে ঠিক সেই সময়ে ঘটনাস্থল থেকে দূরে আকাশে ভাসছিল দ্বিরথের যমজ আরেকটি যান।
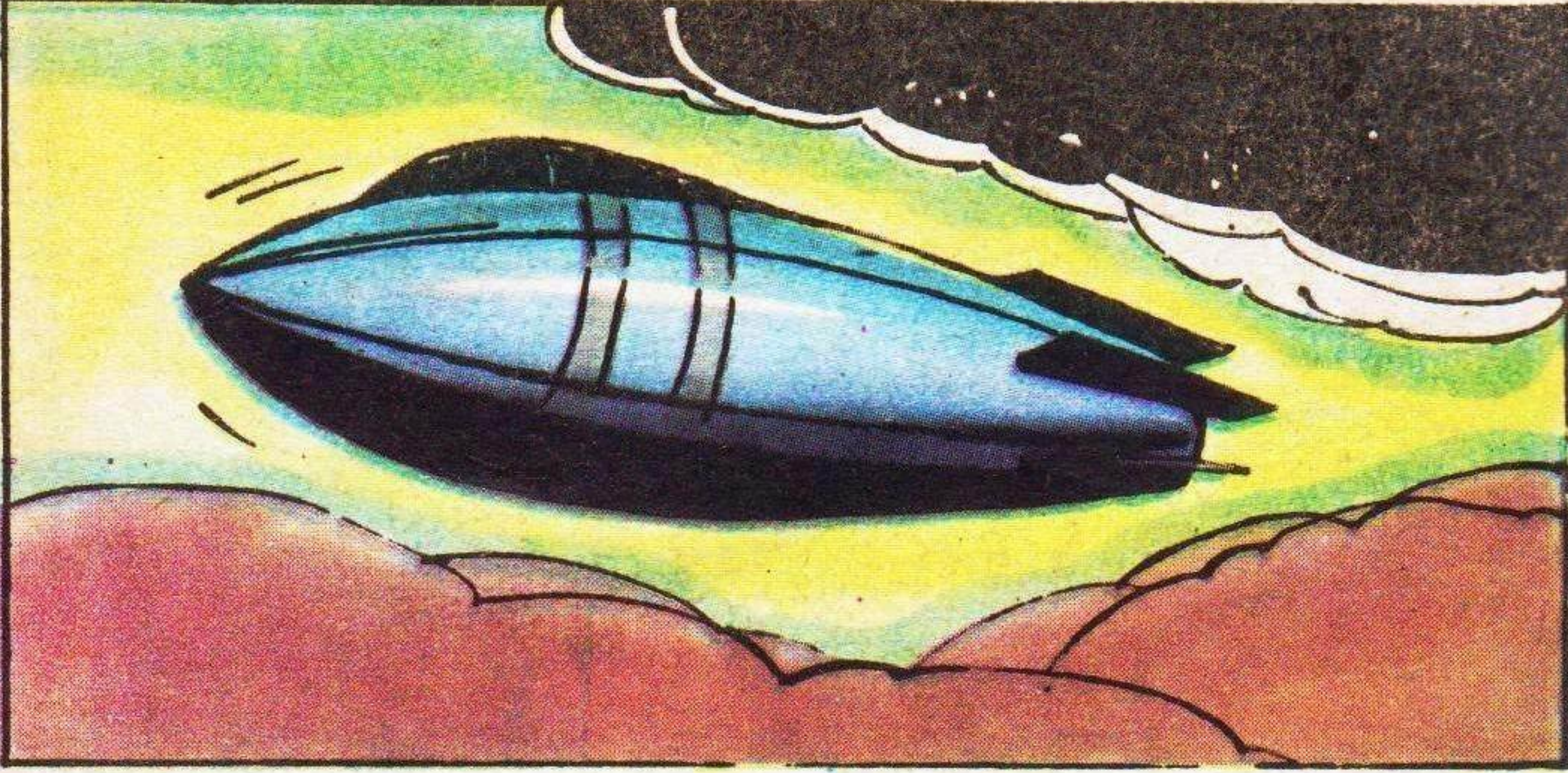
বস্, জাহাজ থেকে কোন সংকেত পাচ্ছিনা। কিন্তু দু-মুখোর দ্বিরথের ছায়া রাডারে ভাসছে।
নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল! রেডিও যোগাযোগের চেষ্টা করো। ঐ দেশের ঐ গোপন ফাইলটা হাতে পেতেই হবে অনেক টাকা ও পরিশ্রম খরচা করা হয়েছে ওর পিছনে।

চেষ্টা করছি।
ওদের বেতারযন্ত্রে কোন উত্তর নেই।

চেষ্টা নয়! যানকে ওদের দিকে নিয়ে চলো।
শেষবার সুইচ অন করে দেখি—
খুট! কুঁ-উ-উ-উ-
পেয়েছি।

ওদিকে দ্বিরথে—
-বৃশ্চিক যানের বেতার প্রেরক হঠাৎ সরব হয়েছে।
নিশ্চয়ই কোন জায়গা থেকে সংকেত। দেখা যাক্!
কুঁ-উ-উ-

হ্যালো হ্যালো। কলিং ফ্রম থ্রিরথ নাম্বার টু টু থ্রিরথ নাম্বার ওয়ান ওভার।
কি উত্তর দেবে বৃশ্চিক?
উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। শোনা যাক ওরা কি বলে?

ওদিকে বিদেশীরা—
জন, ওদের যান থেকে কোন উত্তর নেই যখন, তখন নিশ্চয়ই ওখানেও গণ্ডগোল। যে করেই হোক ঐ ফাইল উদ্ধার করতে হবে। ওই ফাইল আমাদের হাতে এলে এদেশের অধিকার আমাদের হাতের মুঠোয়।

যানকে ওদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বস্।

[চলবে]
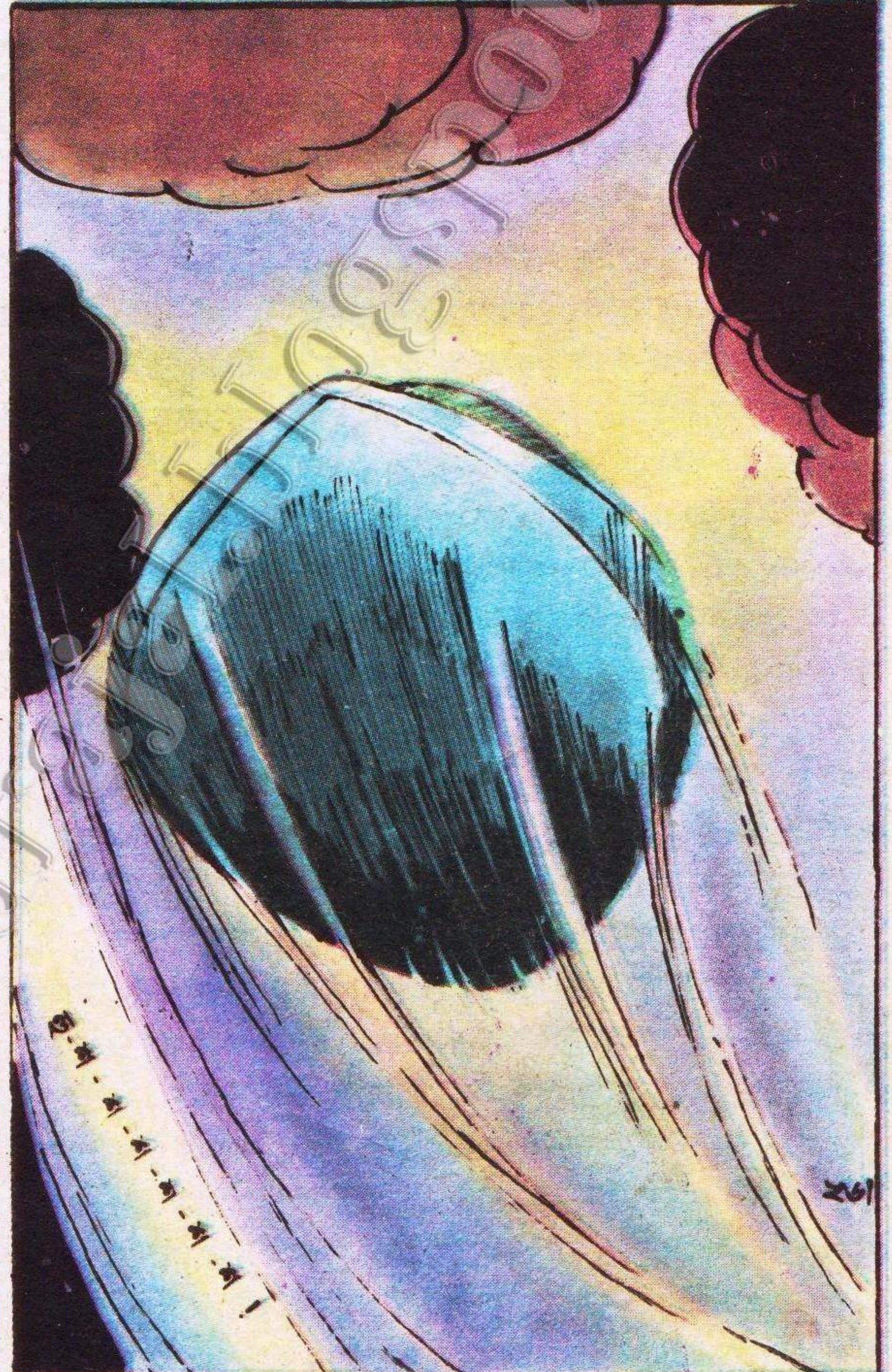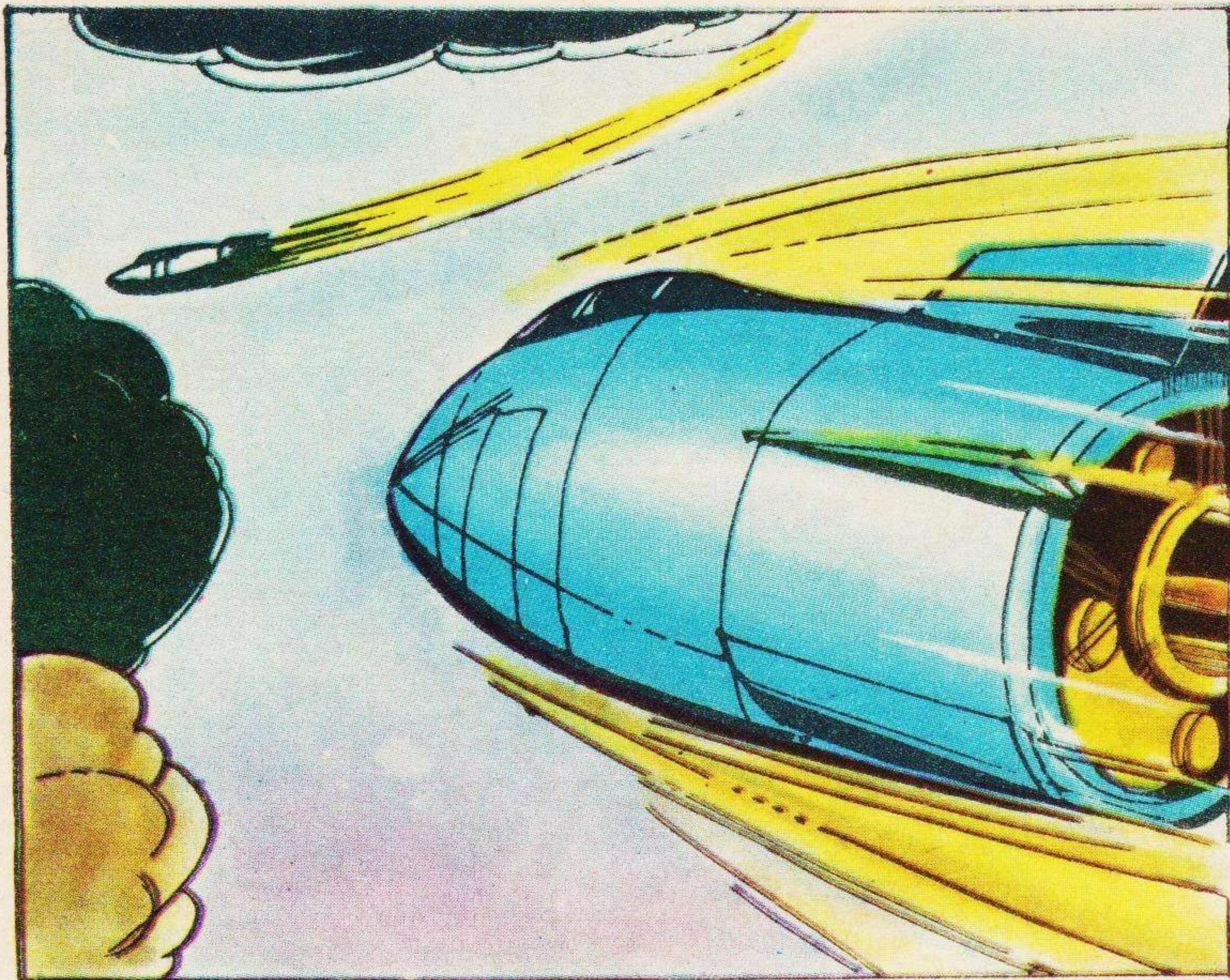
দ্বিরথের যমজ আরেকটি যান প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসছে।
ওদের মতলব ভালো মনে হচ্ছেনা বৃশ্চিক।
বুঝলেন, আমার মনে হচ্ছে এরা দু-মুখোর সেই বিদেশী ফাইনের-খদ্দের।
যানের স্পীড বাড়াও বৃশ্চিক
হুশ-শ-শ-শ !
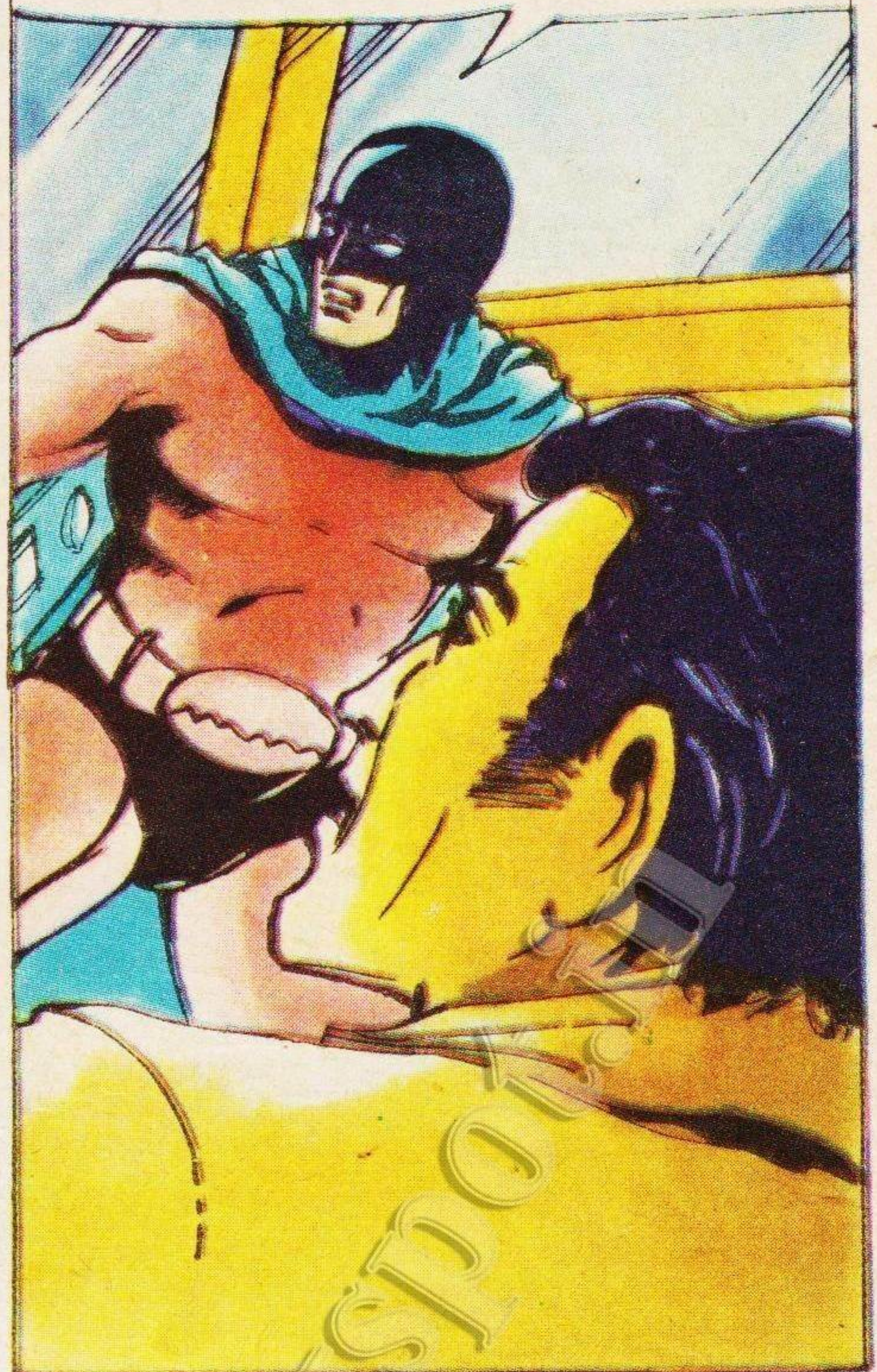
হ্যারল্ড জন
ওরা যানের গতি বাড়াচ্ছে।
তাড়া করো!
হঠাৎ
জু-ম্-ম-ম-ম!
এখন নিশ্চিত হলাম, ওটা বিদেশীদেরই যান। ওদের ছোঁড়া লেসার রশ্মিতে আমাদের যানের একটা পাখা ভেঙে গেছে।
বৃশ্চিক, আমাদের যান নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে।

যান নিচে পড়ছে !
হু-শ-শ-শ !

বৃশ্চিক, জমি স্পর্শ করার আগে যানকে সোজা রাখার চেষ্টা করো ।
আপ্রাণ চেষ্টা করছি ।

শ-শ-শ-শ

শ-শ-শ-শ
এই আমাদের শেষ বৃশ্চিক ?!

শ-শ-শ-শ
অত সহজে নয় !

ক্র্যাং-ক্র্যাং !!

ক্ল্যাং

এবার মনে হচ্ছে, নিশ্চিত মৃত্যু!

ক্ল্যাং-ক্ল্যাং
দুর্বার শক্ত করে ধরে থাকুন...!

বুম ঝনাৎ
দুর্বার...জলদি নিচে...

বু-ম্-!

প্রচণ্ড গতিতে জমিতে ধাক্কা মারে দ্বিরথ!
ঝনাৎ
ঝন্
ধড়াম!

বুম! বুম
খট্!
বুম! বুম
দ্রা-ম্-ম্

ওদের লাফিয়ে পড়তে দেখেছি। ওদের যান সামনেই জ্বলছে । বোঝা যাচ্ছে, ওরা আশপাশেই কোথাও আছে । তল্লাশ করো,
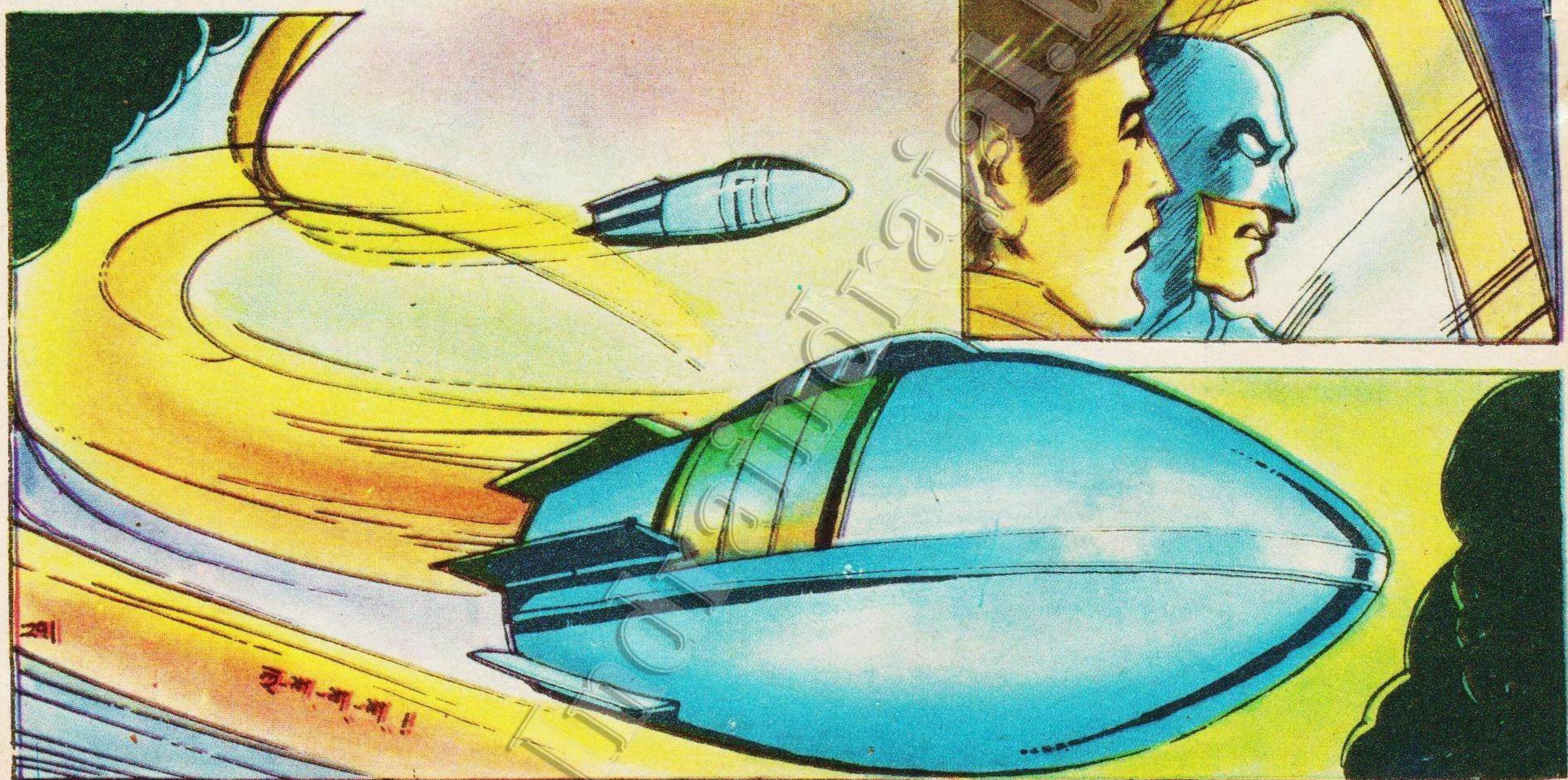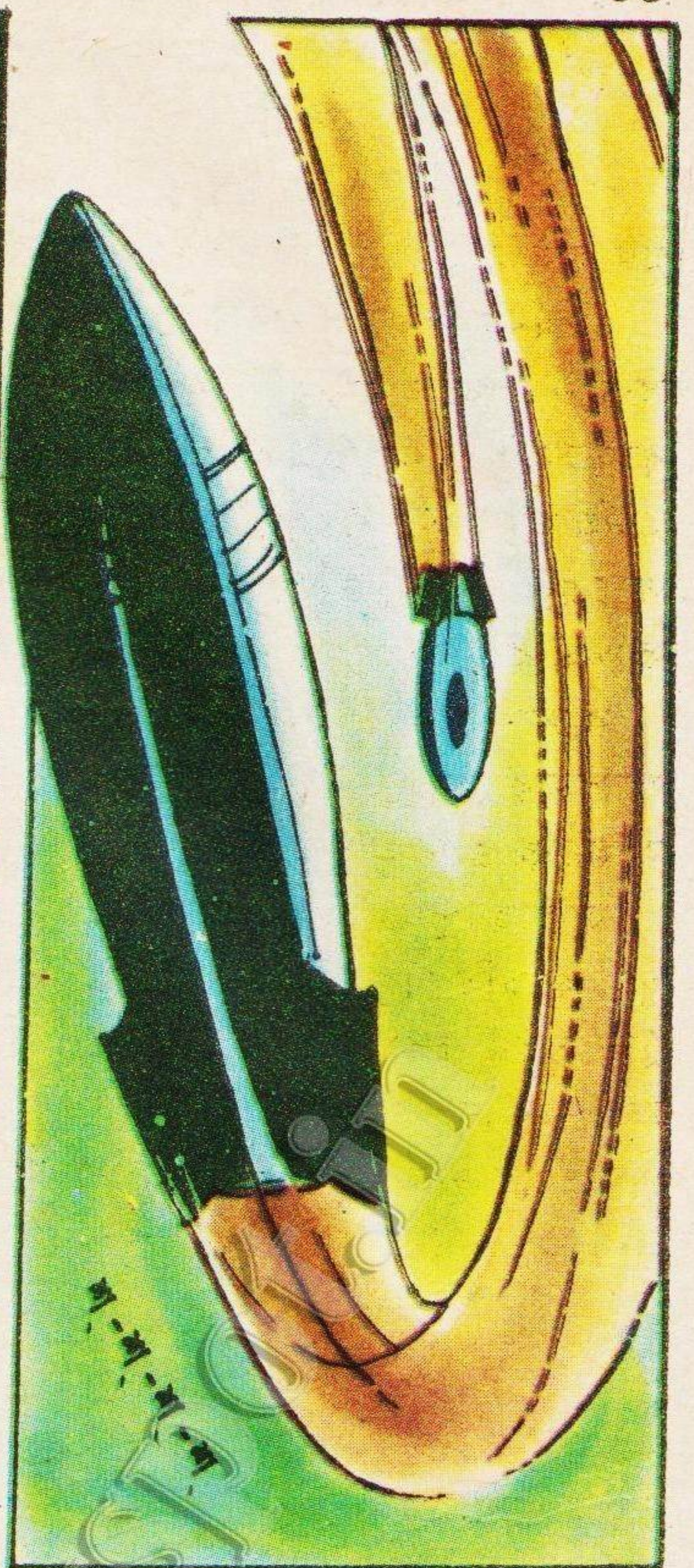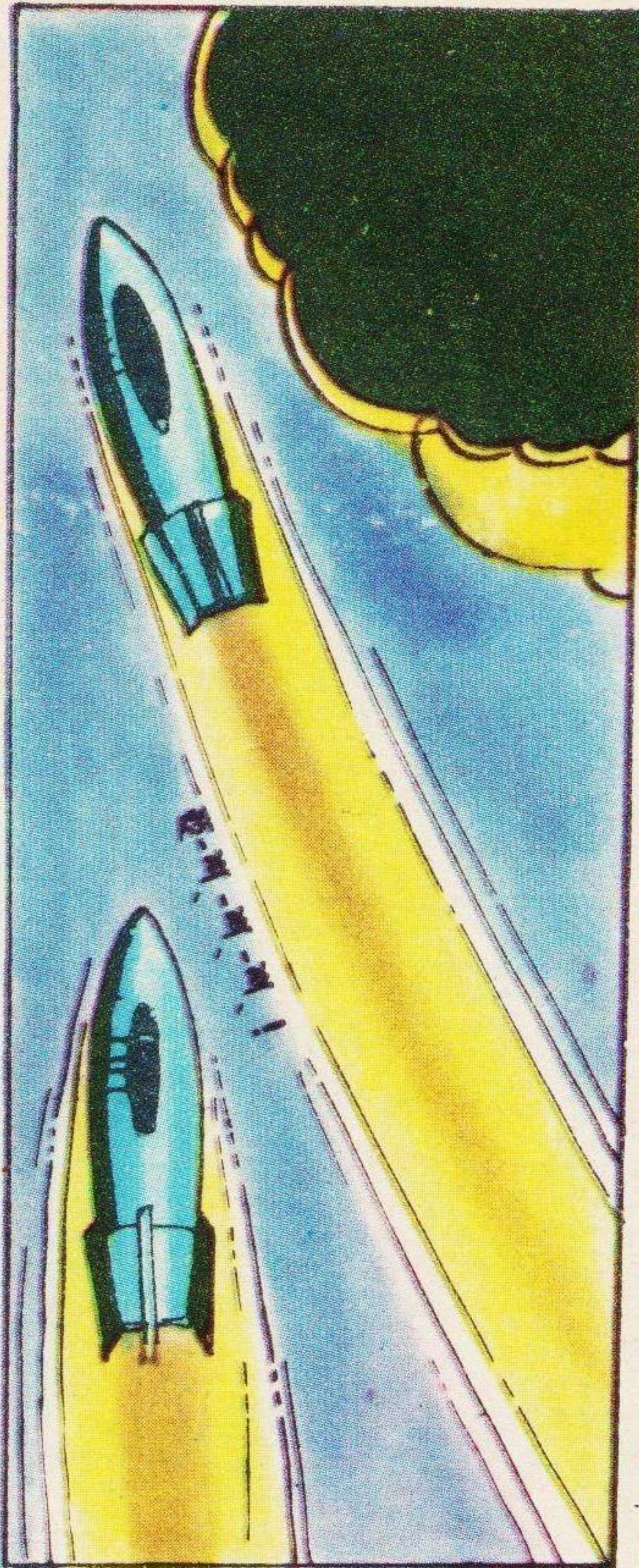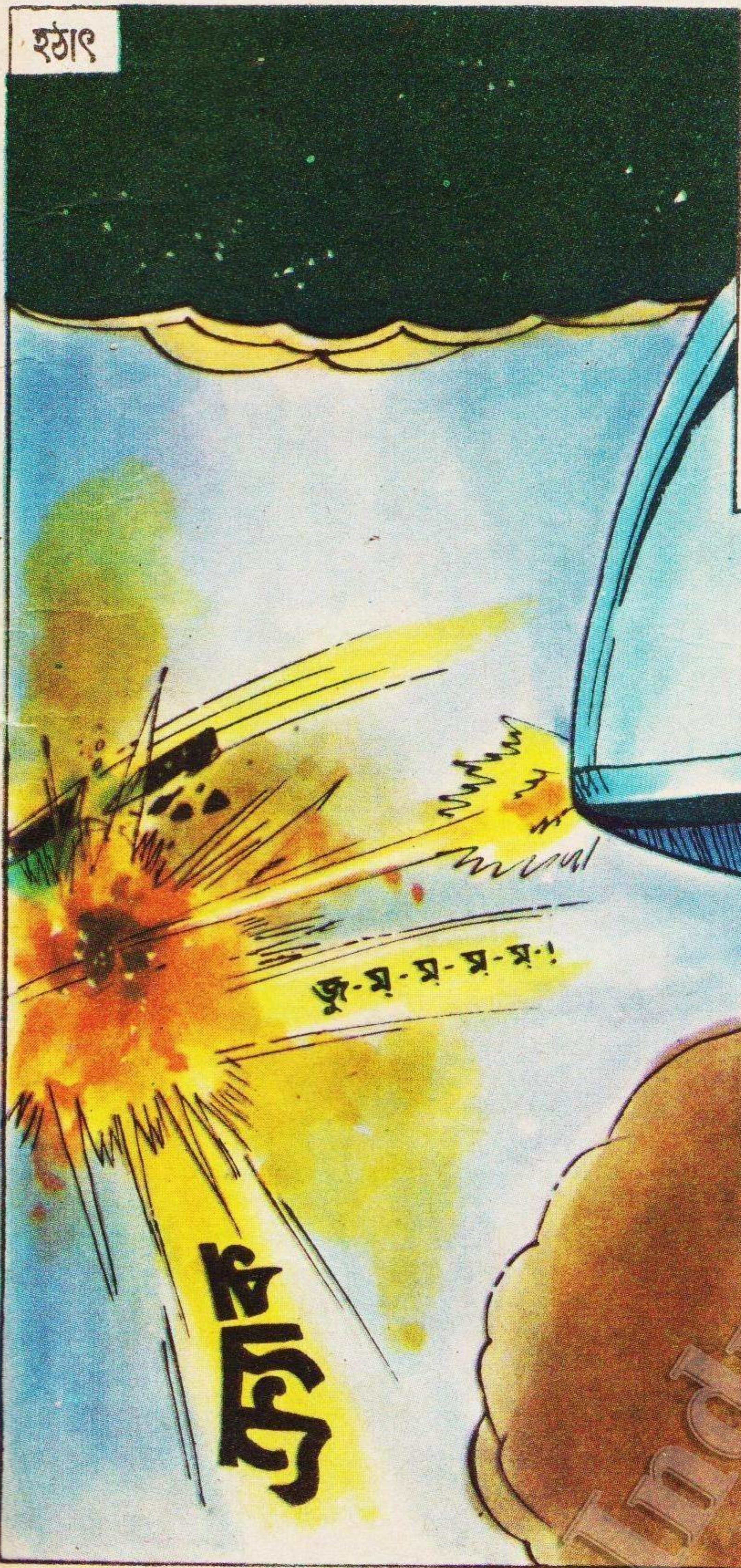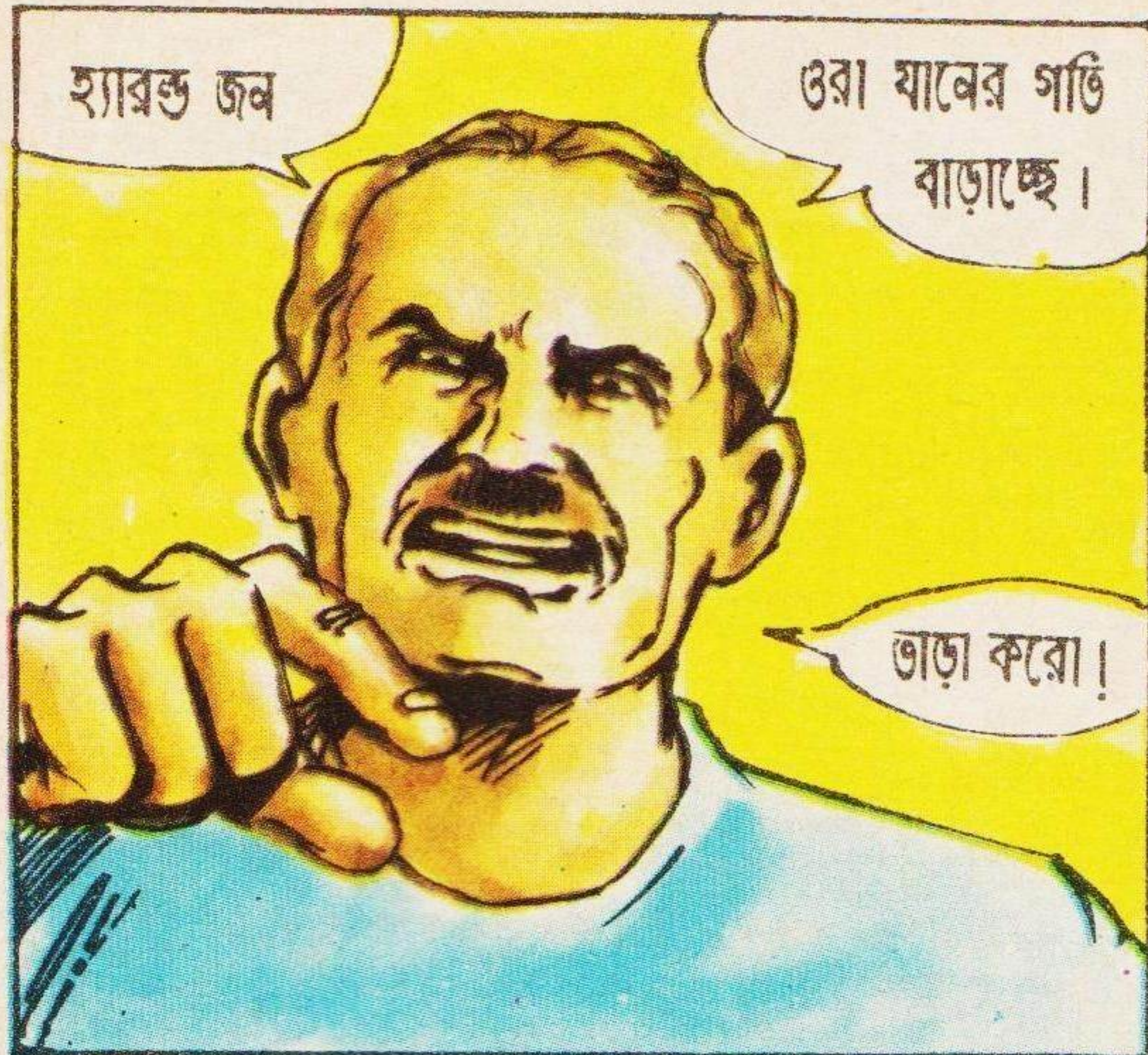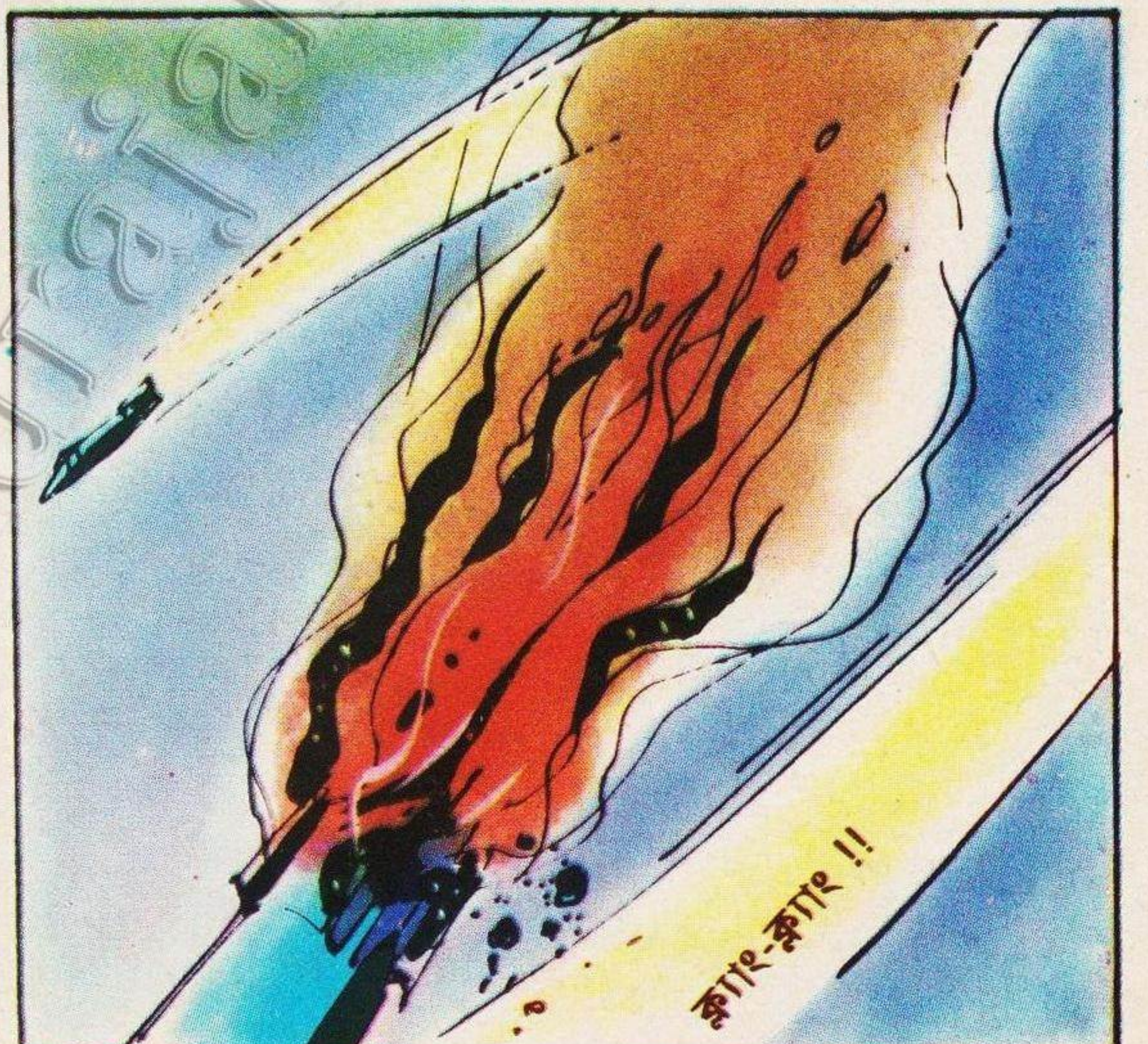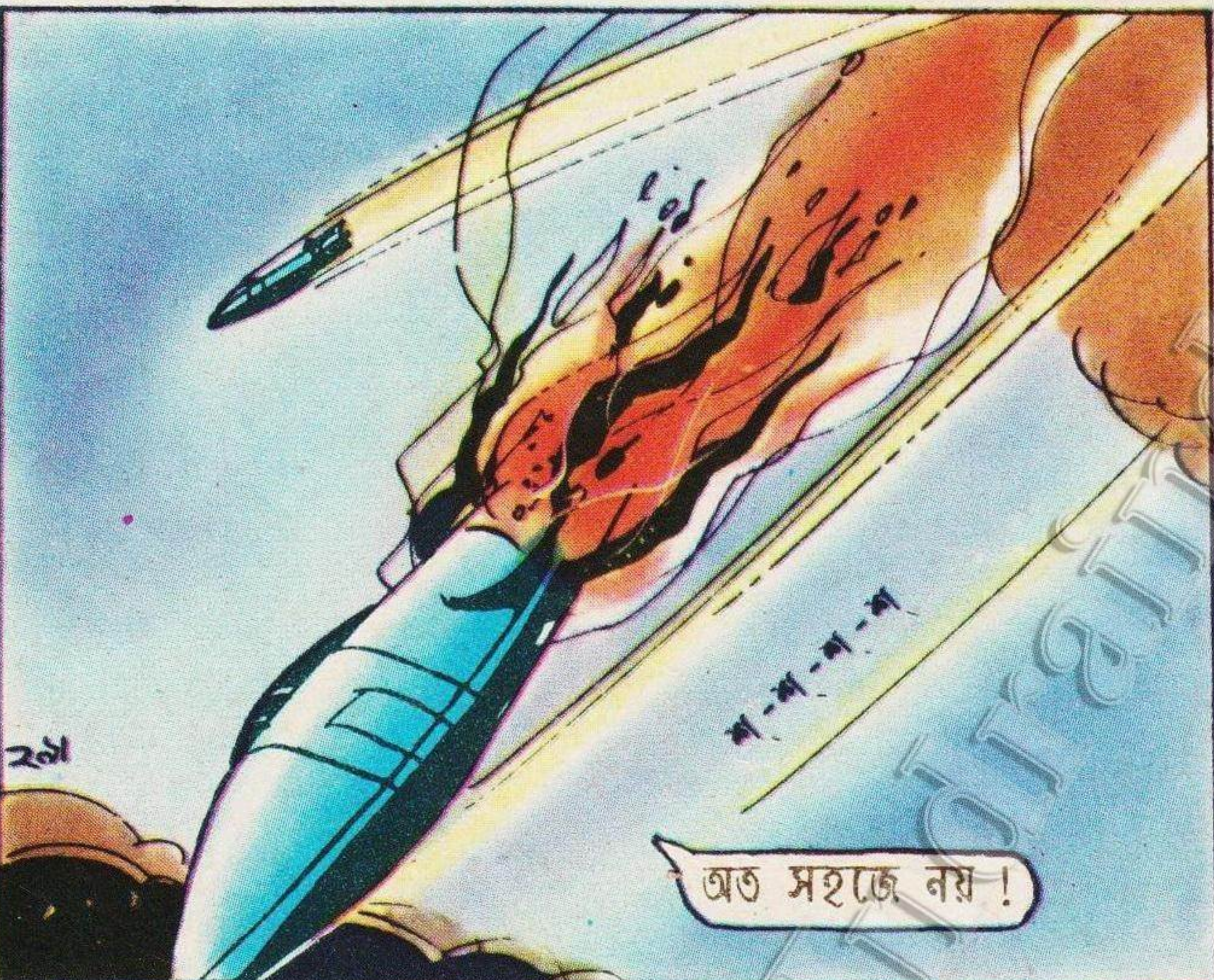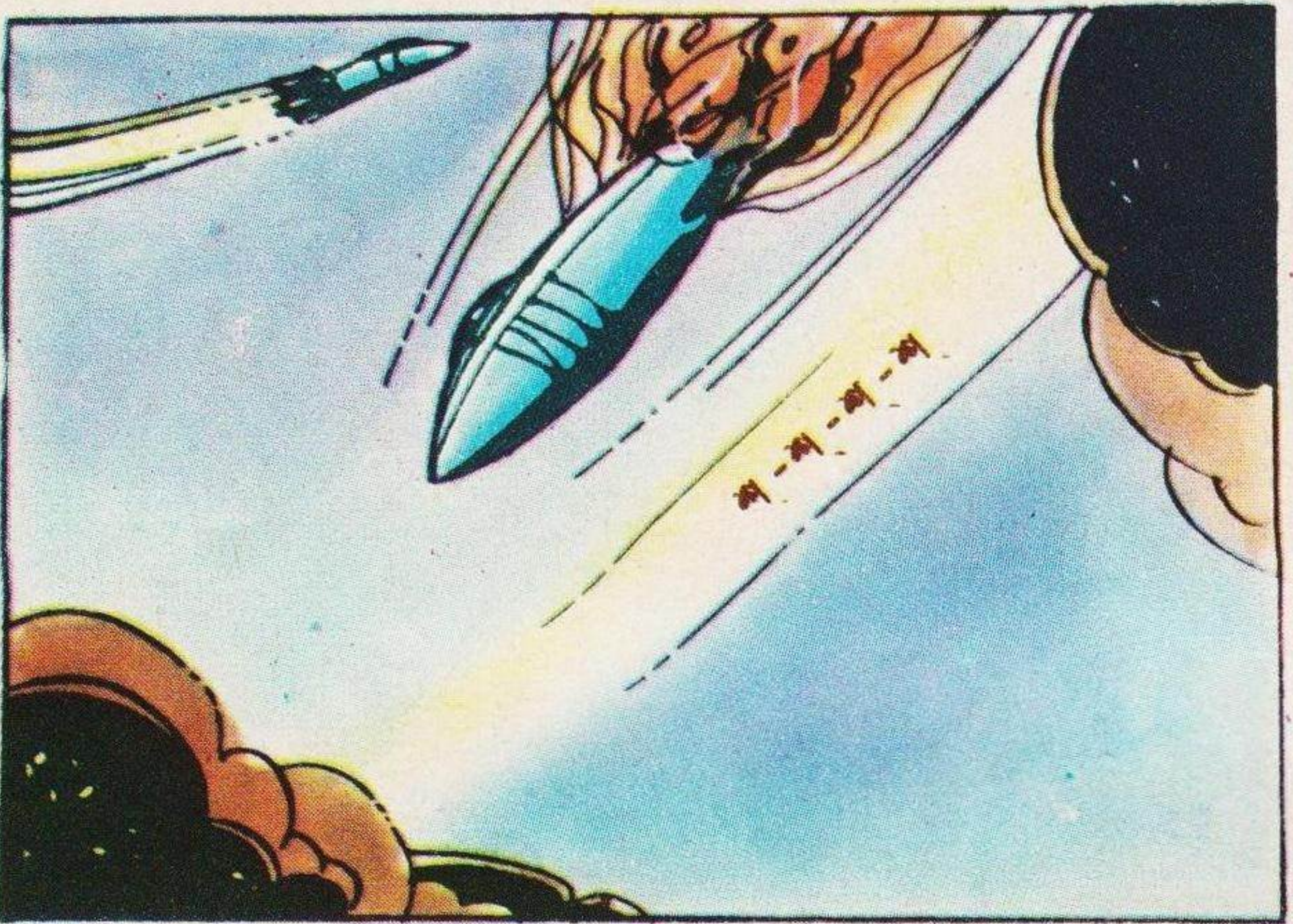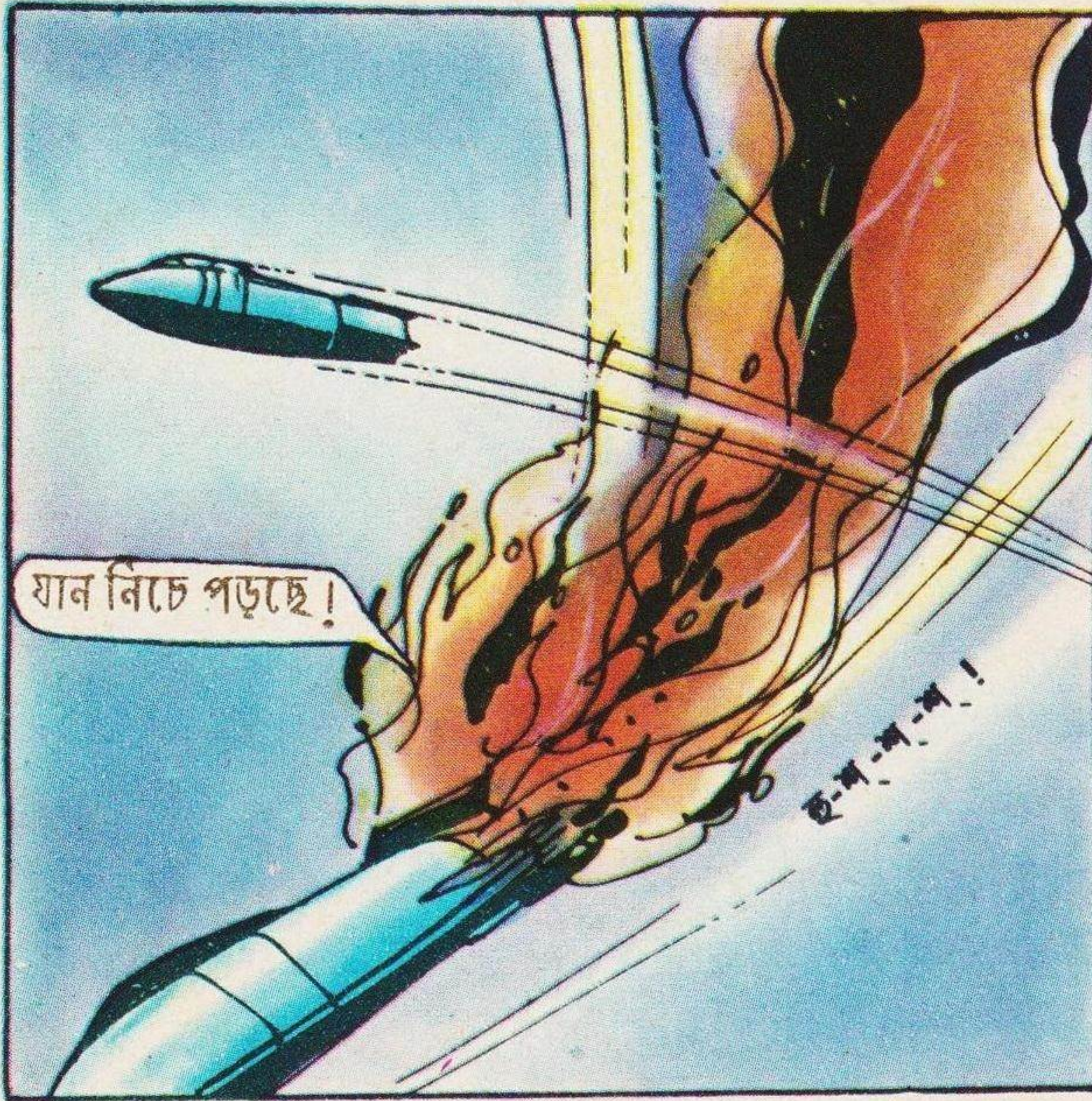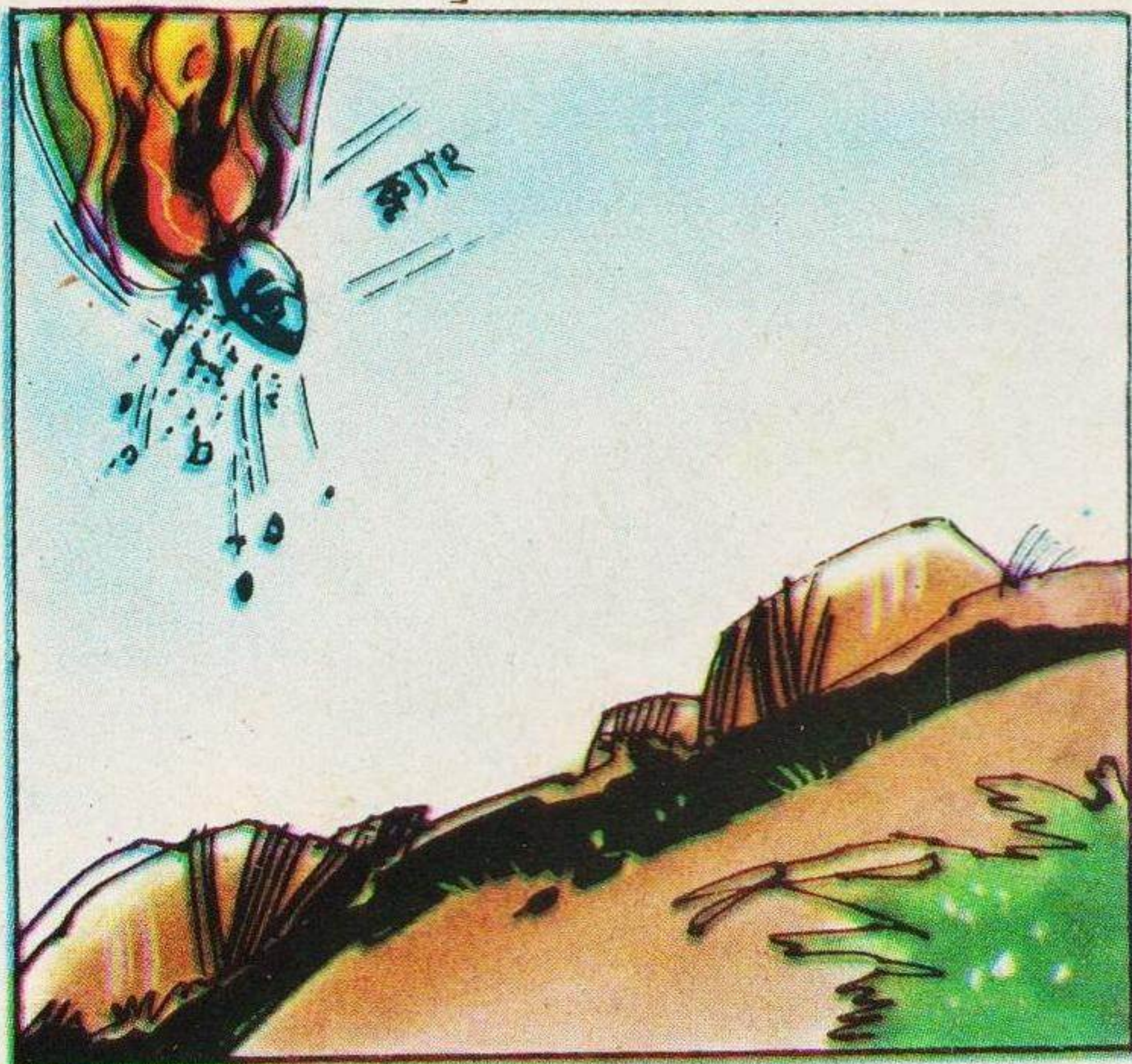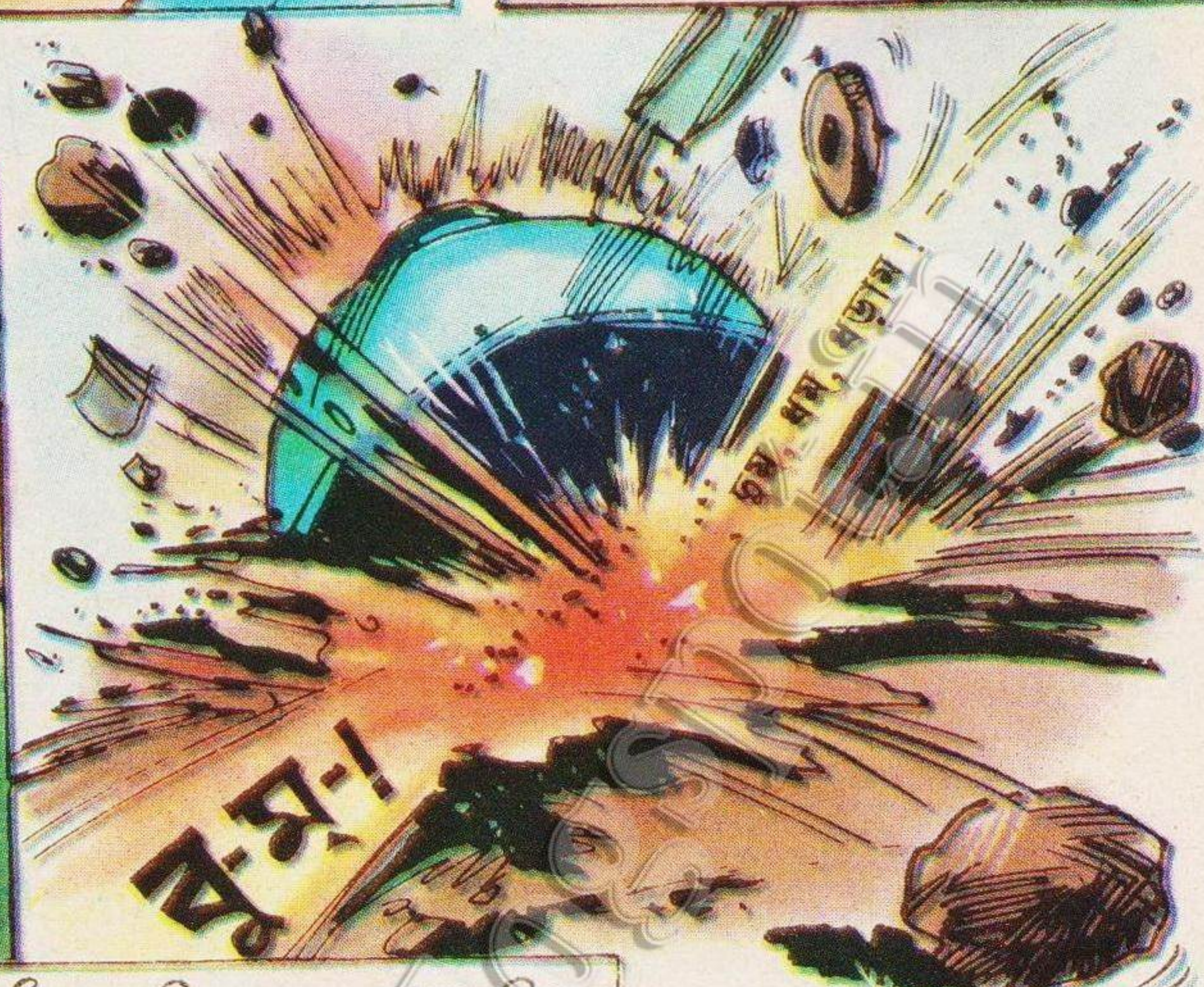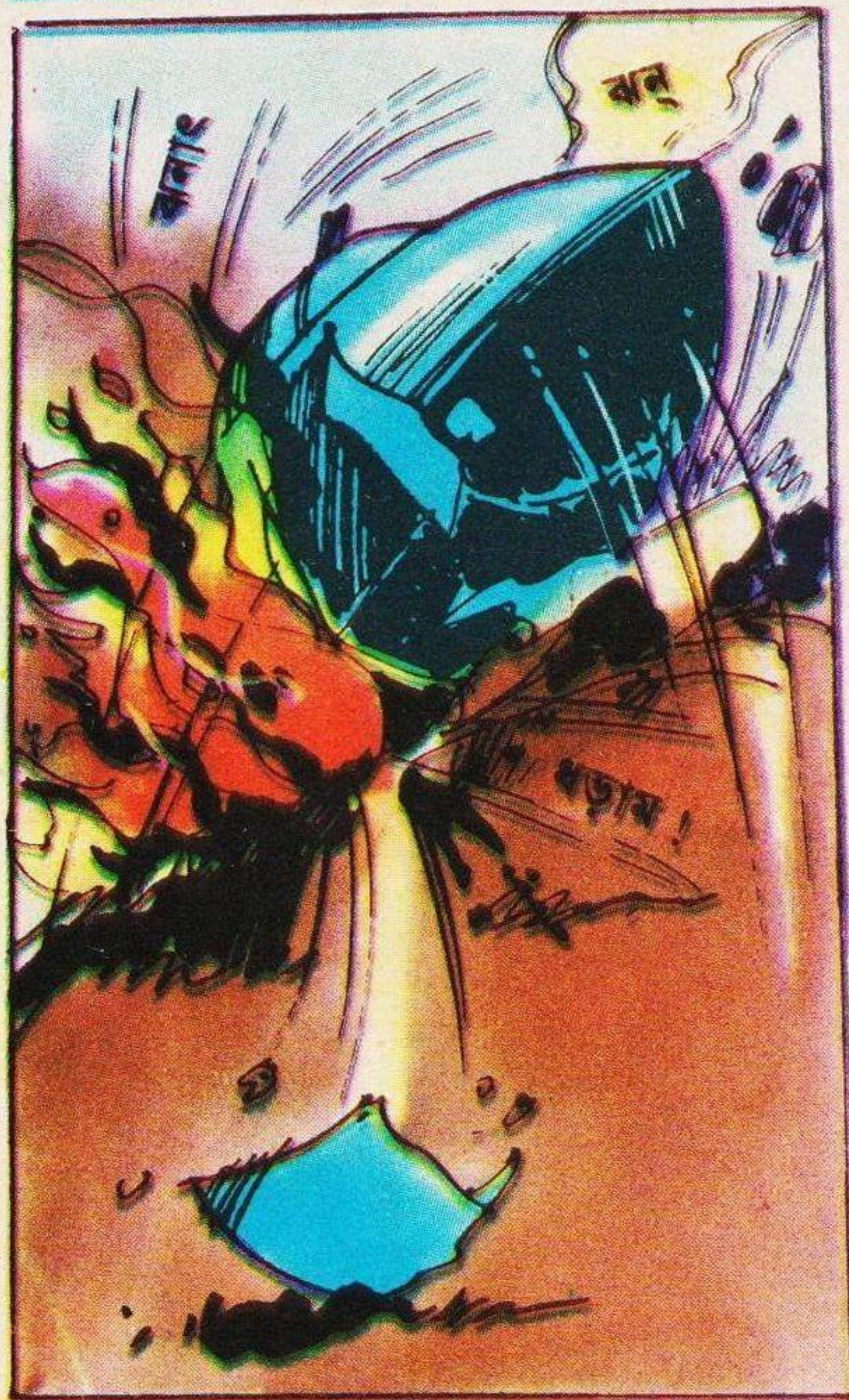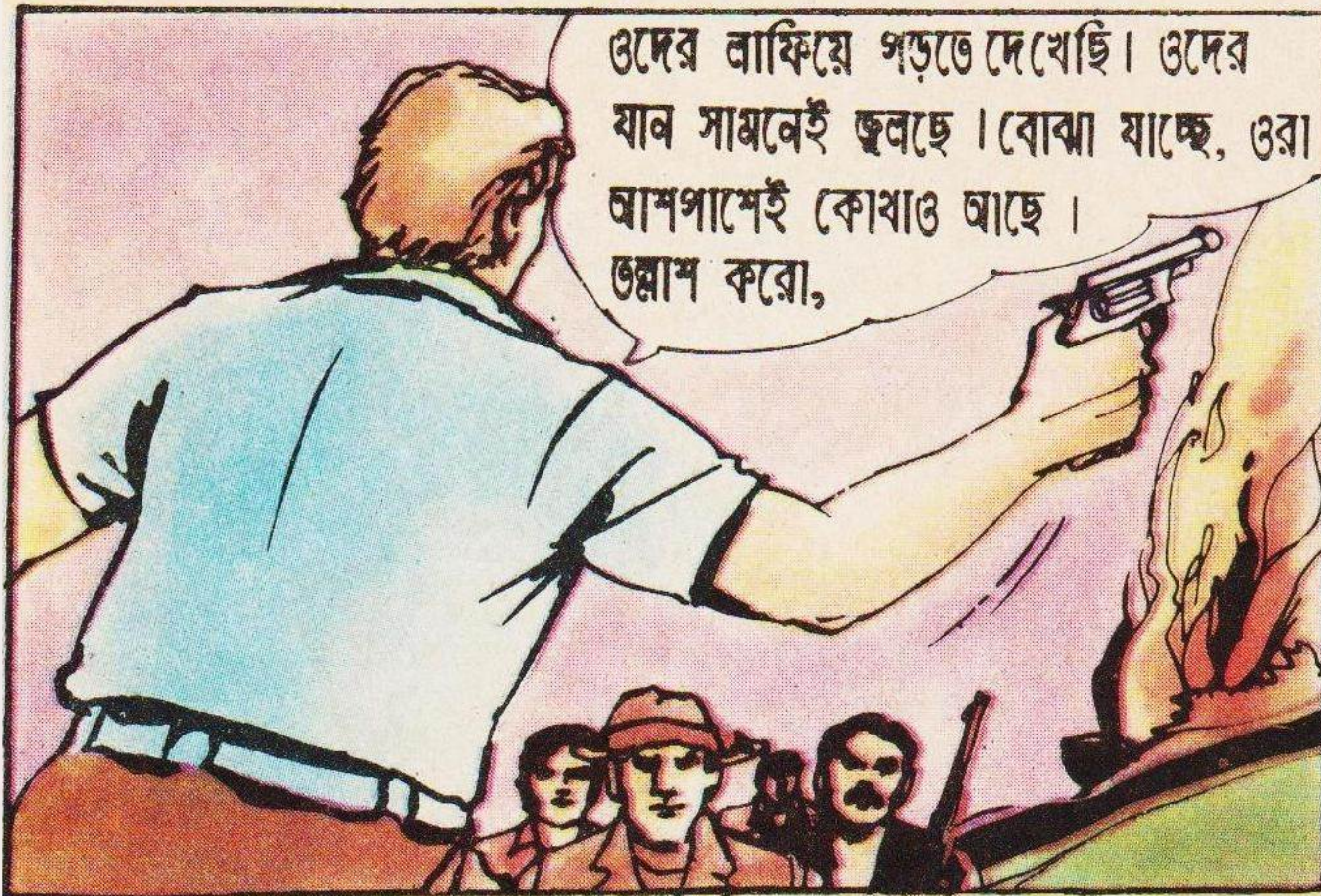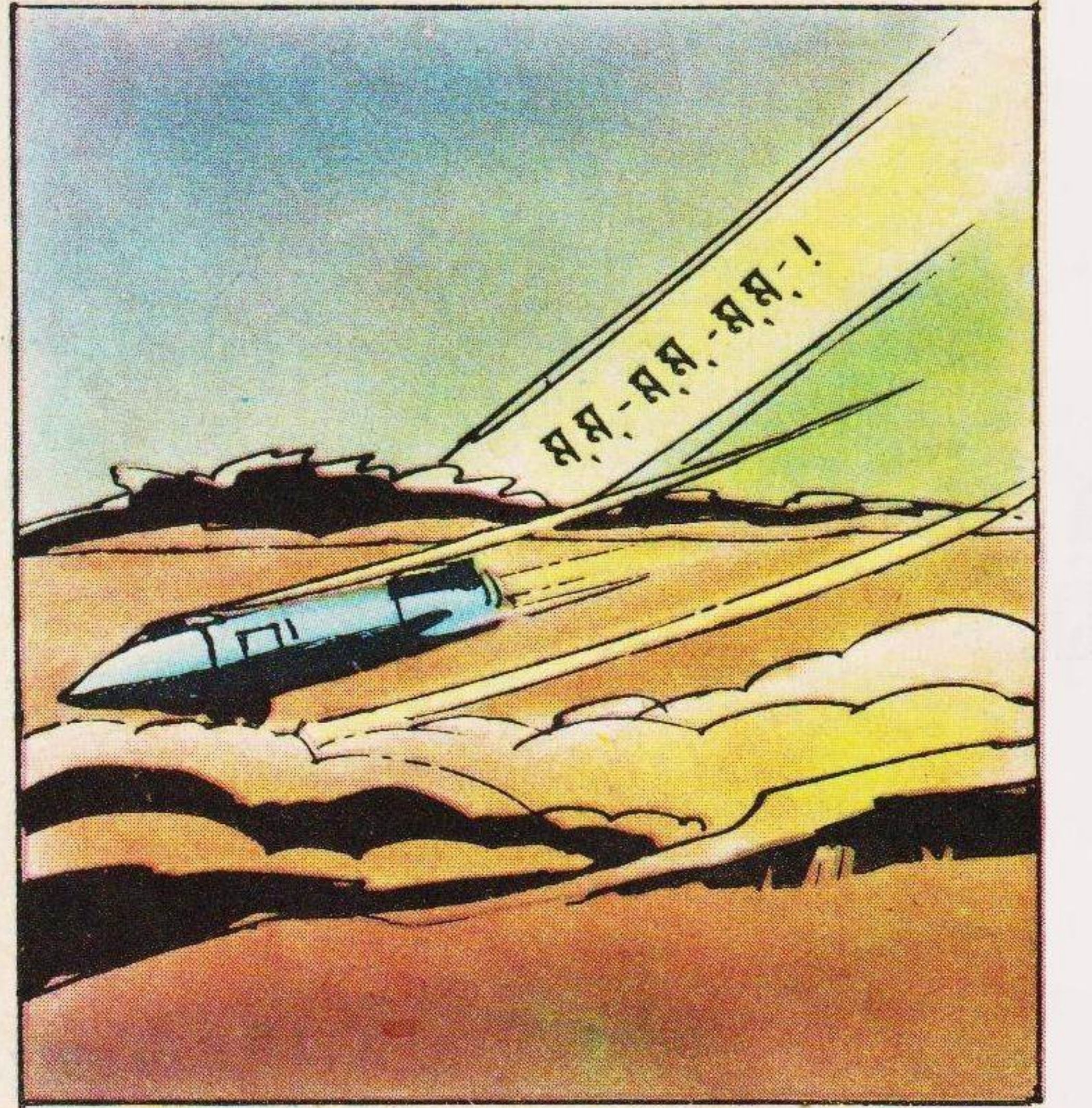
মিঃ দুর্ধার আমার মনে হয়, বিদেশী শক্তির নোংরা গুপ্তচর দলের এই হাতটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত, কি বলুন ?

হ্যাঁ, অবশ্যই ! ওরা আমাদের খোঁজে বেরোচ্ছে । চল আমরাও ওদের খোঁজে বেরোই !
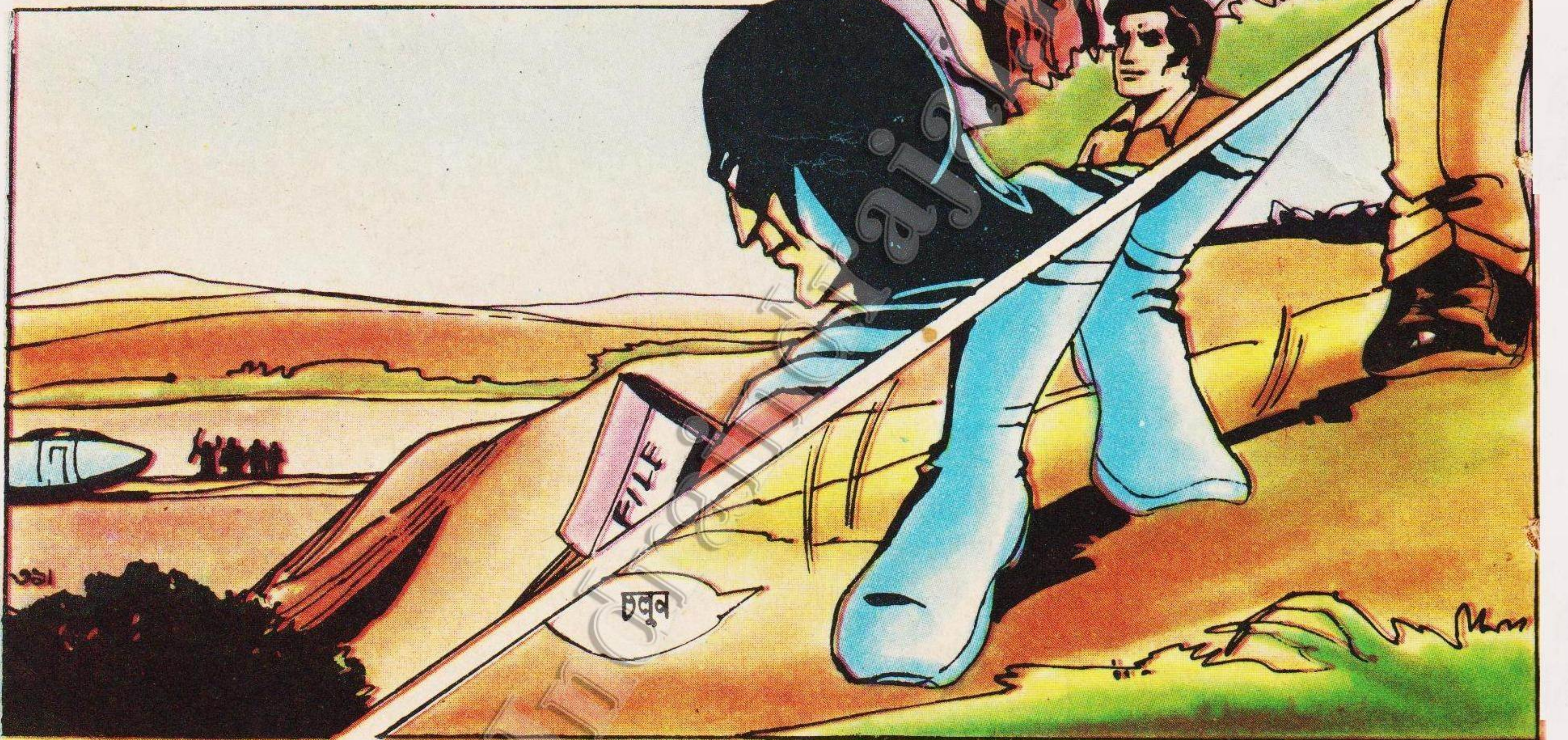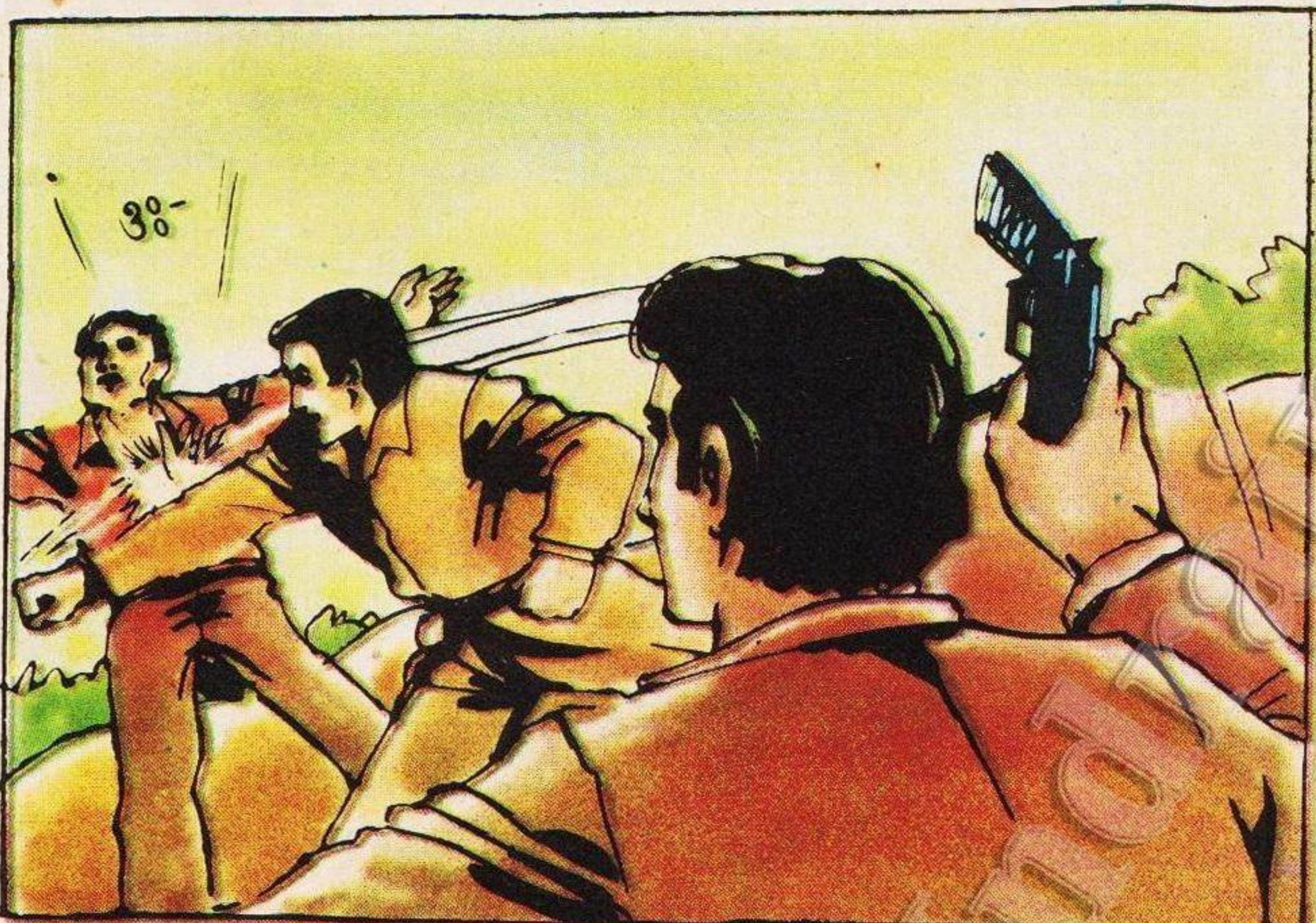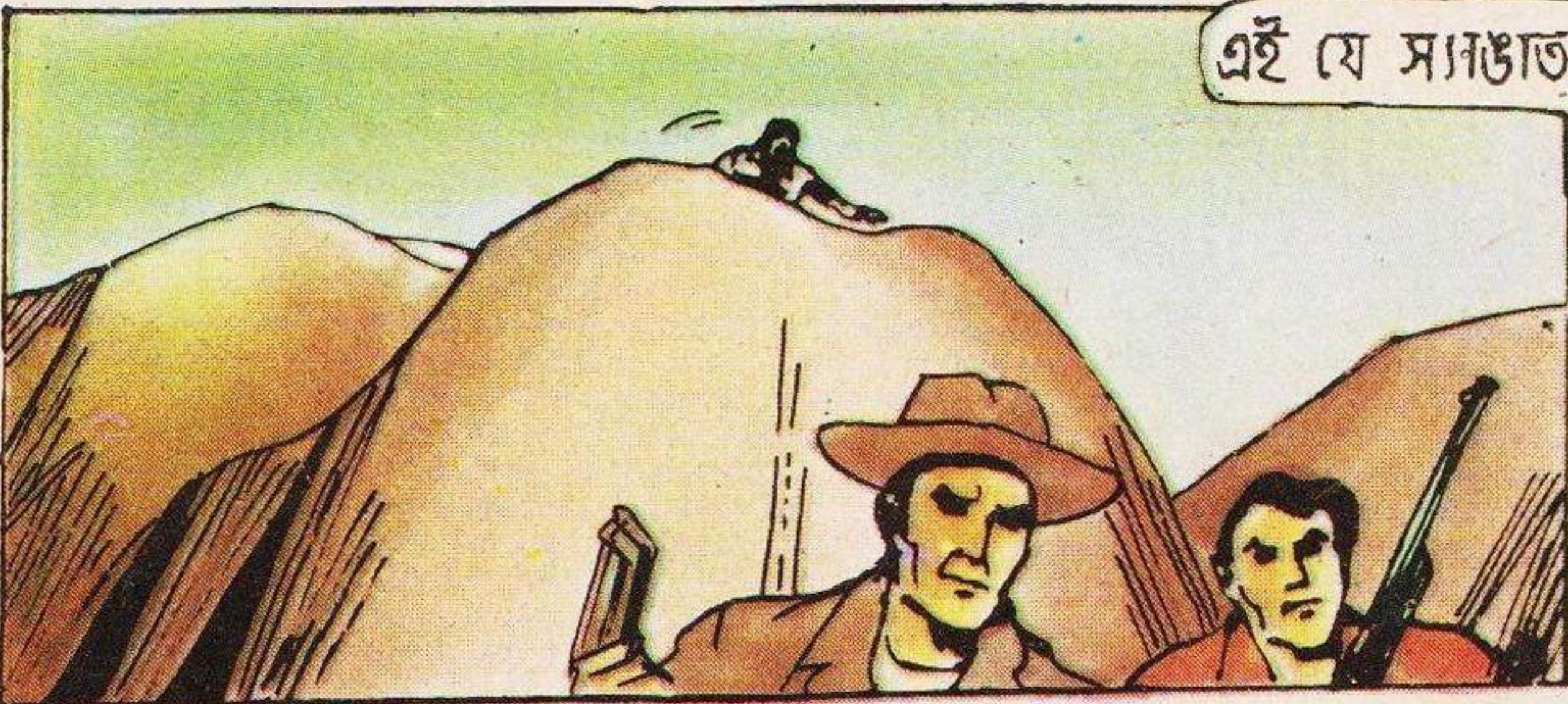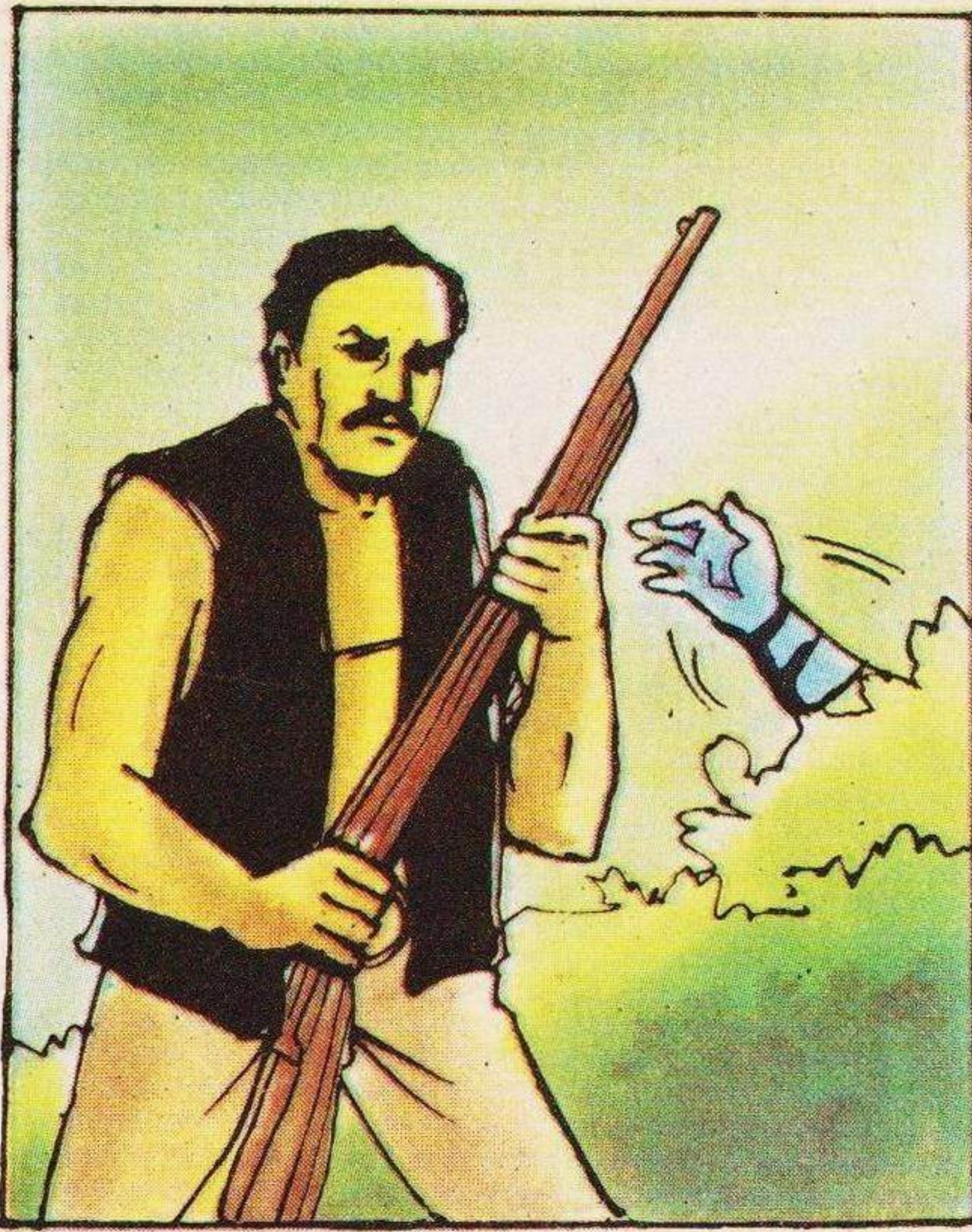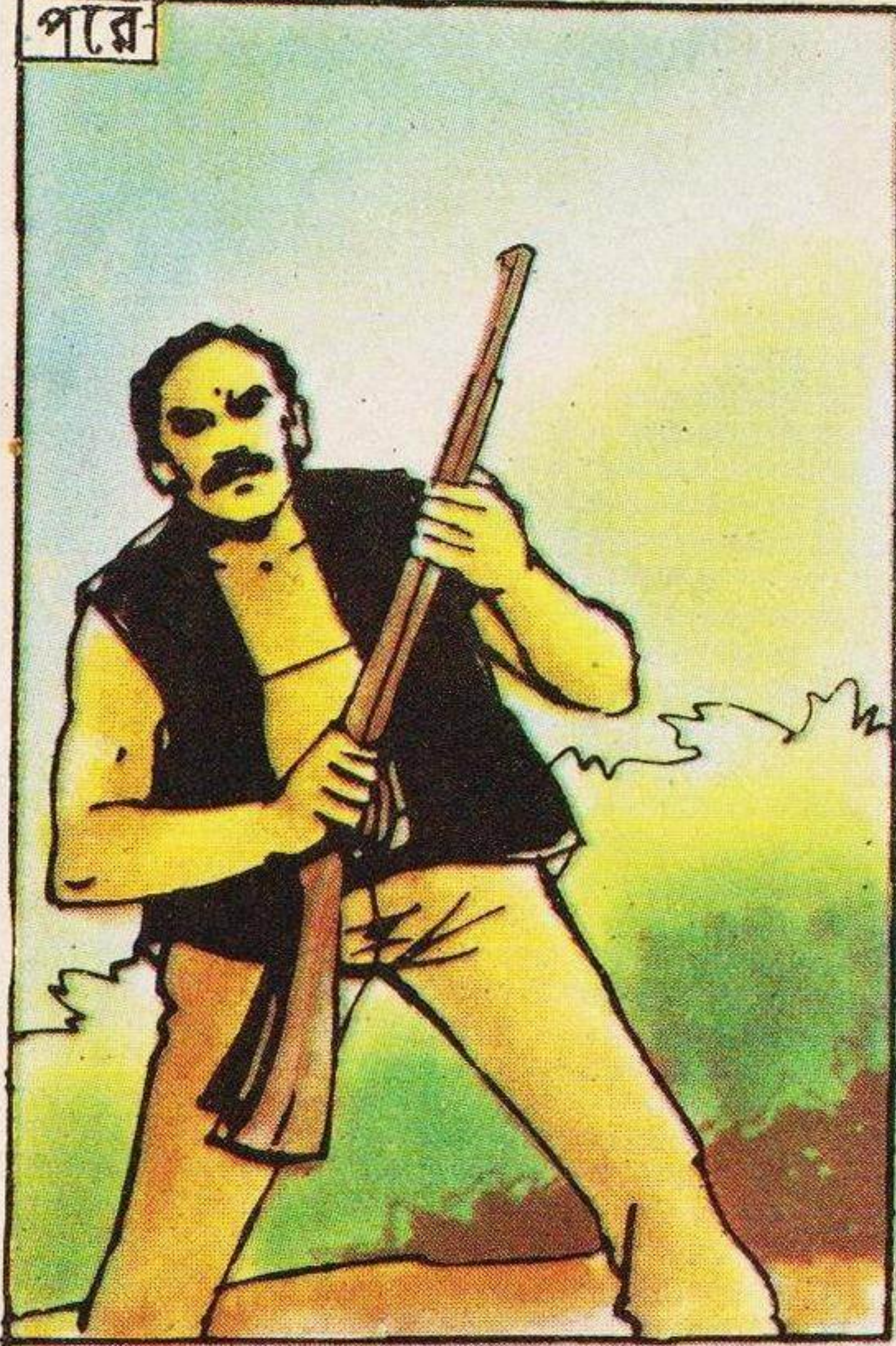
FILE

চলুন

পরে:

একটা শেষ!

ঢম

আঁ-আঁ-ক্!

এই যে স্যাঙাত -

একটু আস্তে...!

ধম্ মড়াম্!

আ-আহ্

আ-আঃ!

ওঃ-

হঠাৎ—!

আঃ!!

ধম্

[চলবে]

আ-

খপ্‌!

যাক্‌ এক জায়গাতেই সবাইকে পাওয়া গেল!

শ-শ-শ-শ-শ

ও পালাচ্ছে বৃশ্চিক।
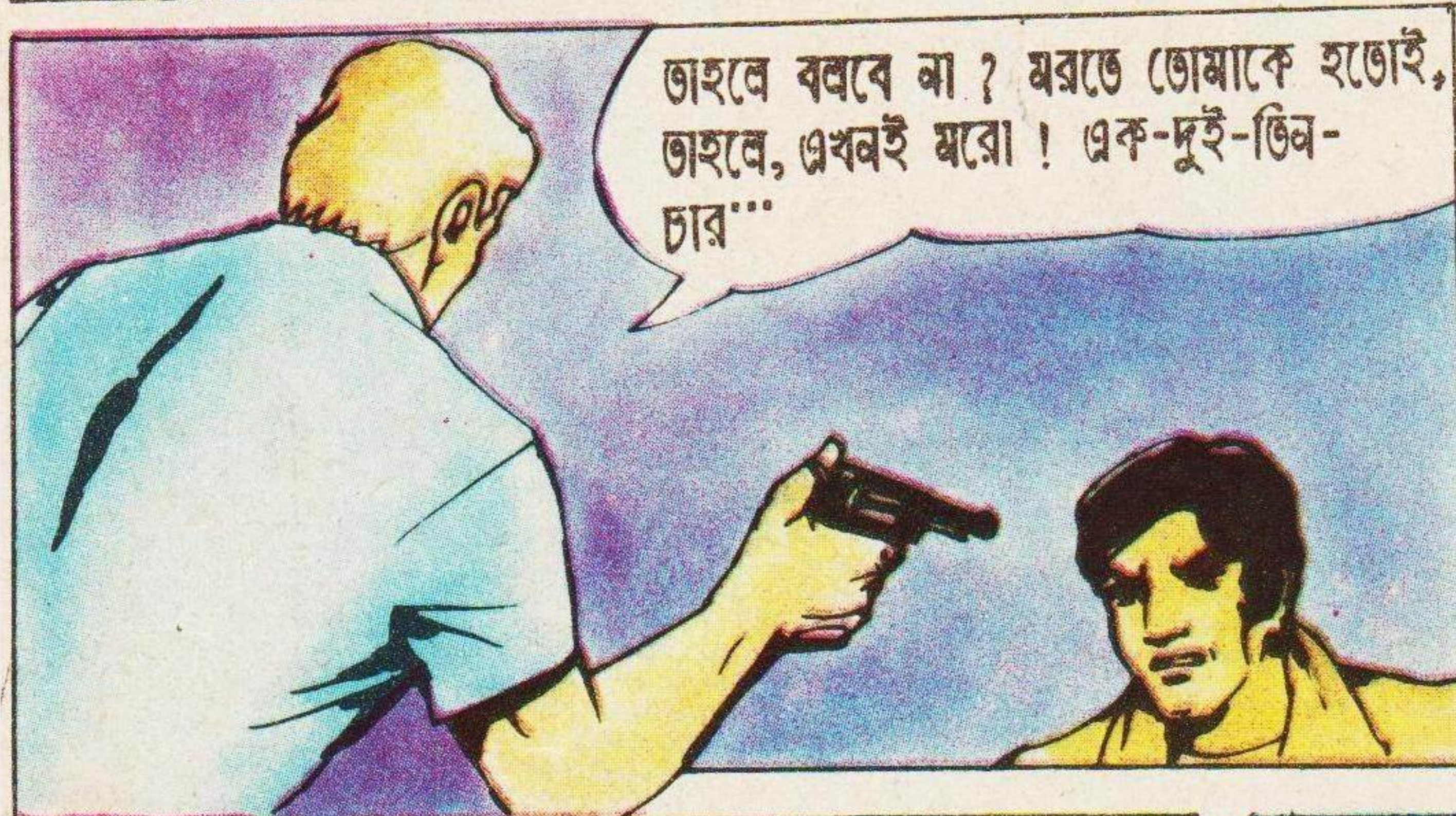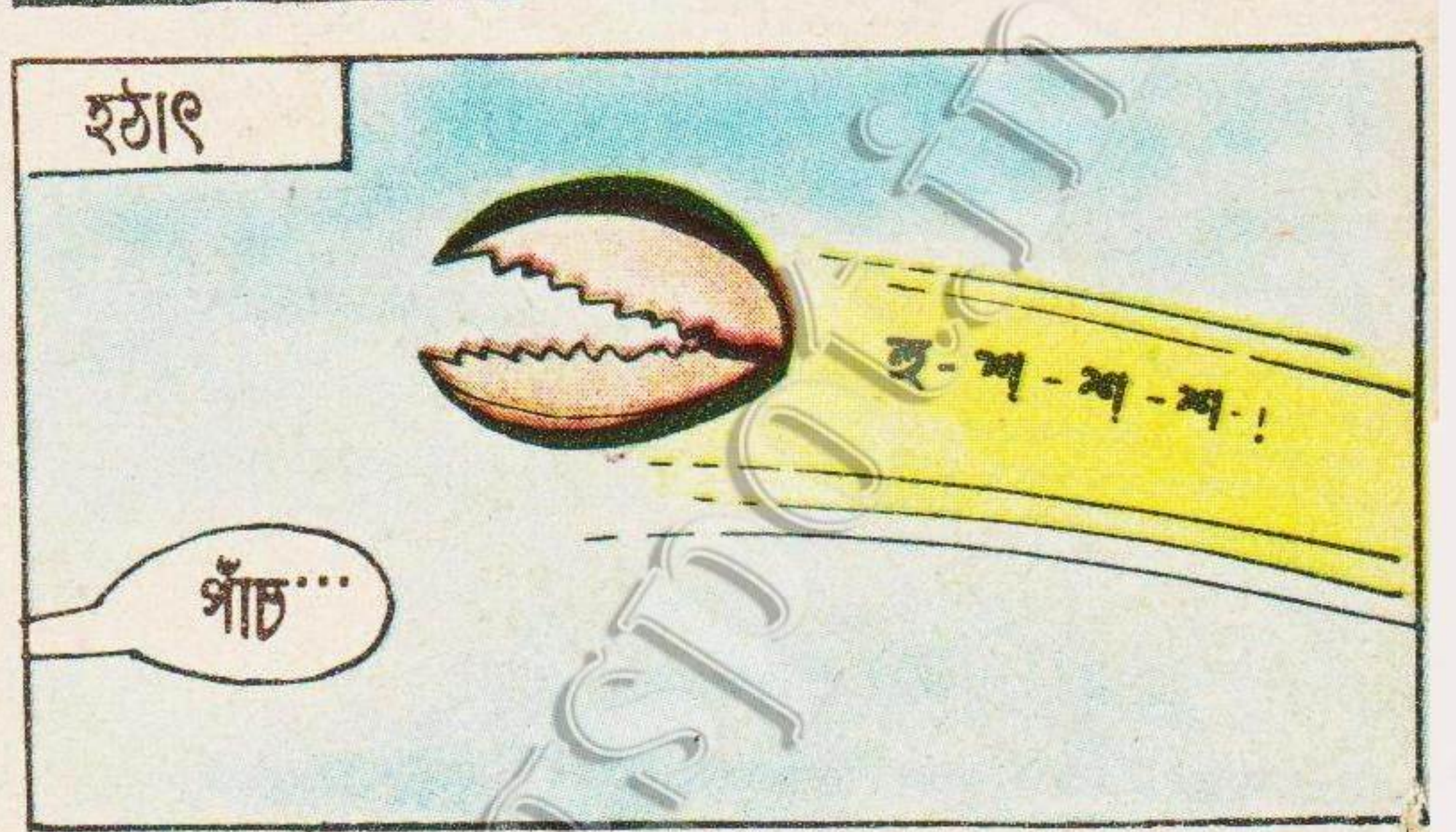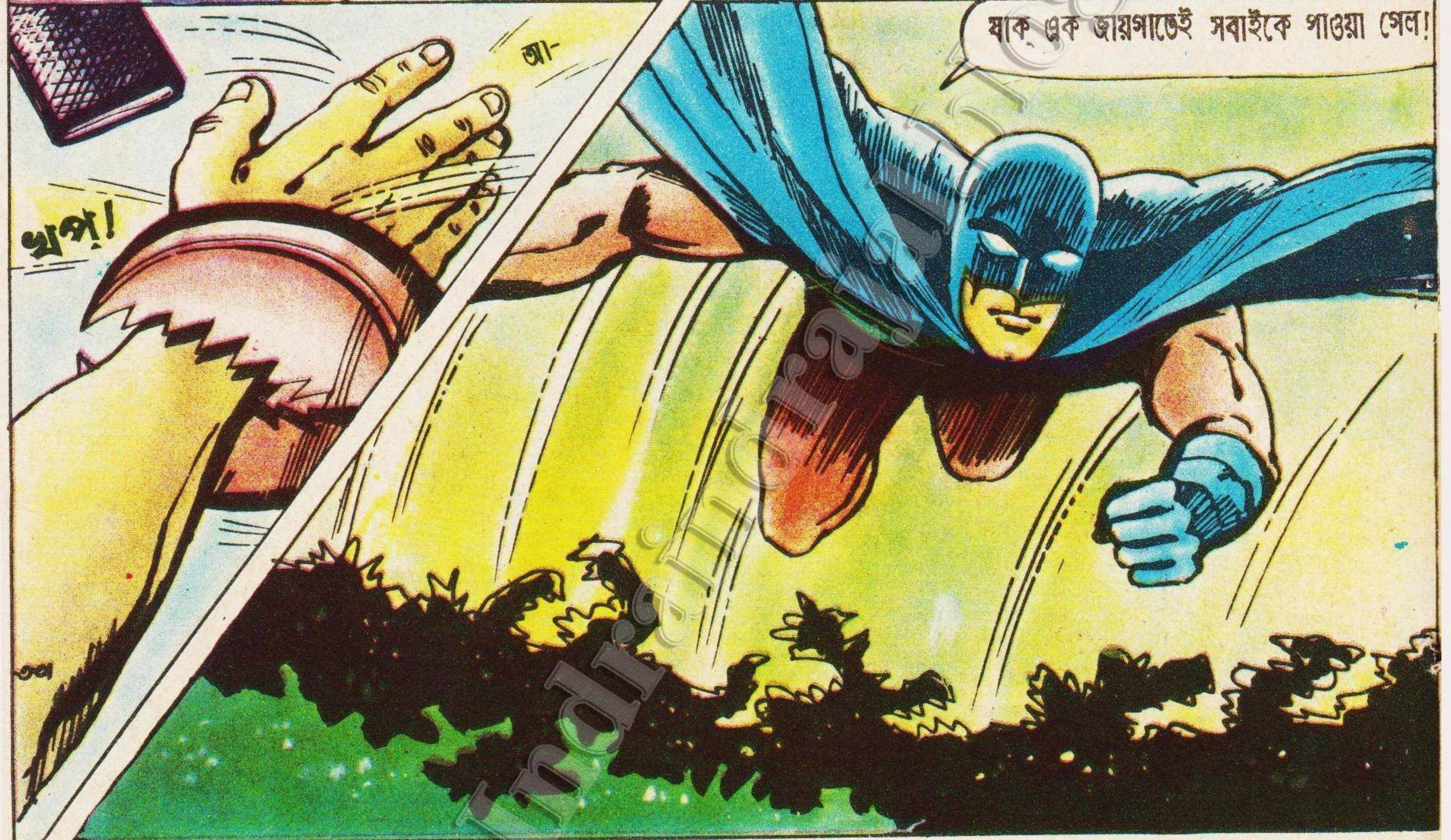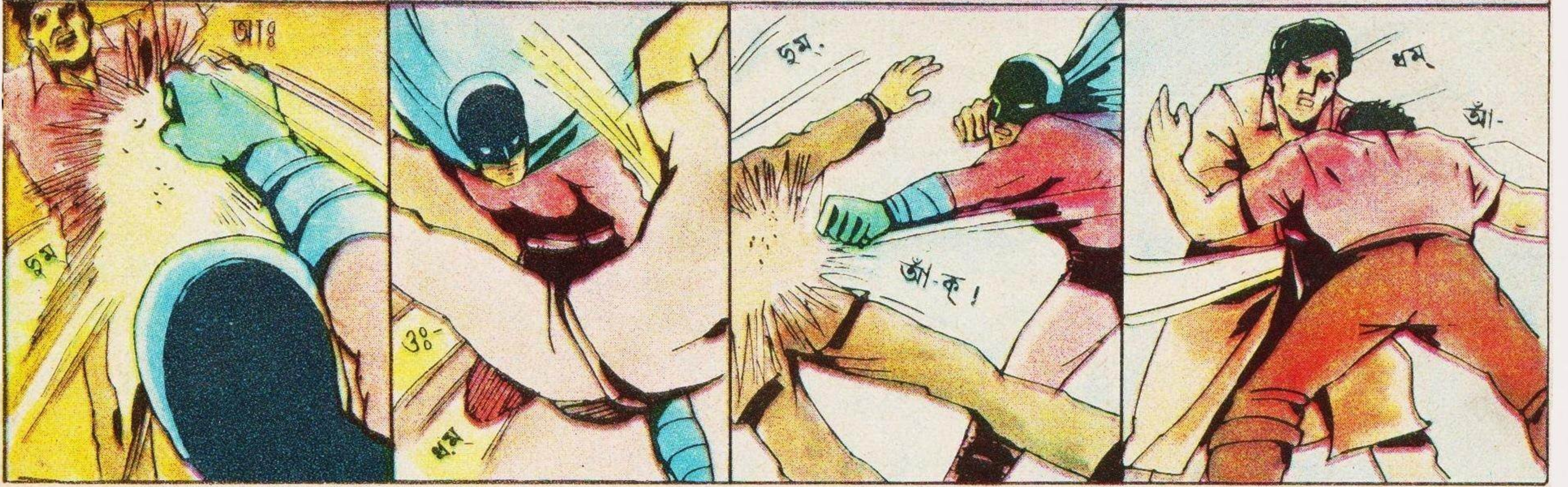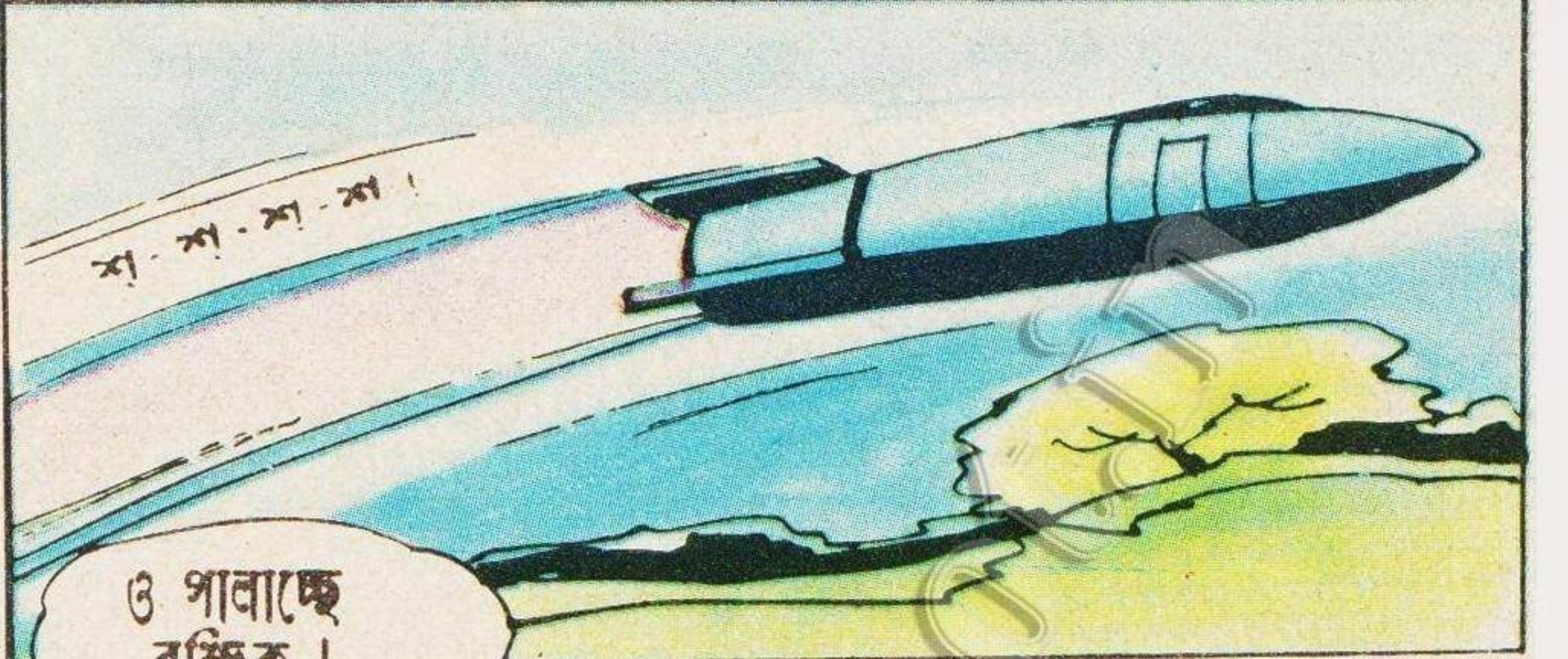
শিগ্গীর চলুন আমাদের যানের লেসারটা হয়তো এখনও সক্ষম আছে।
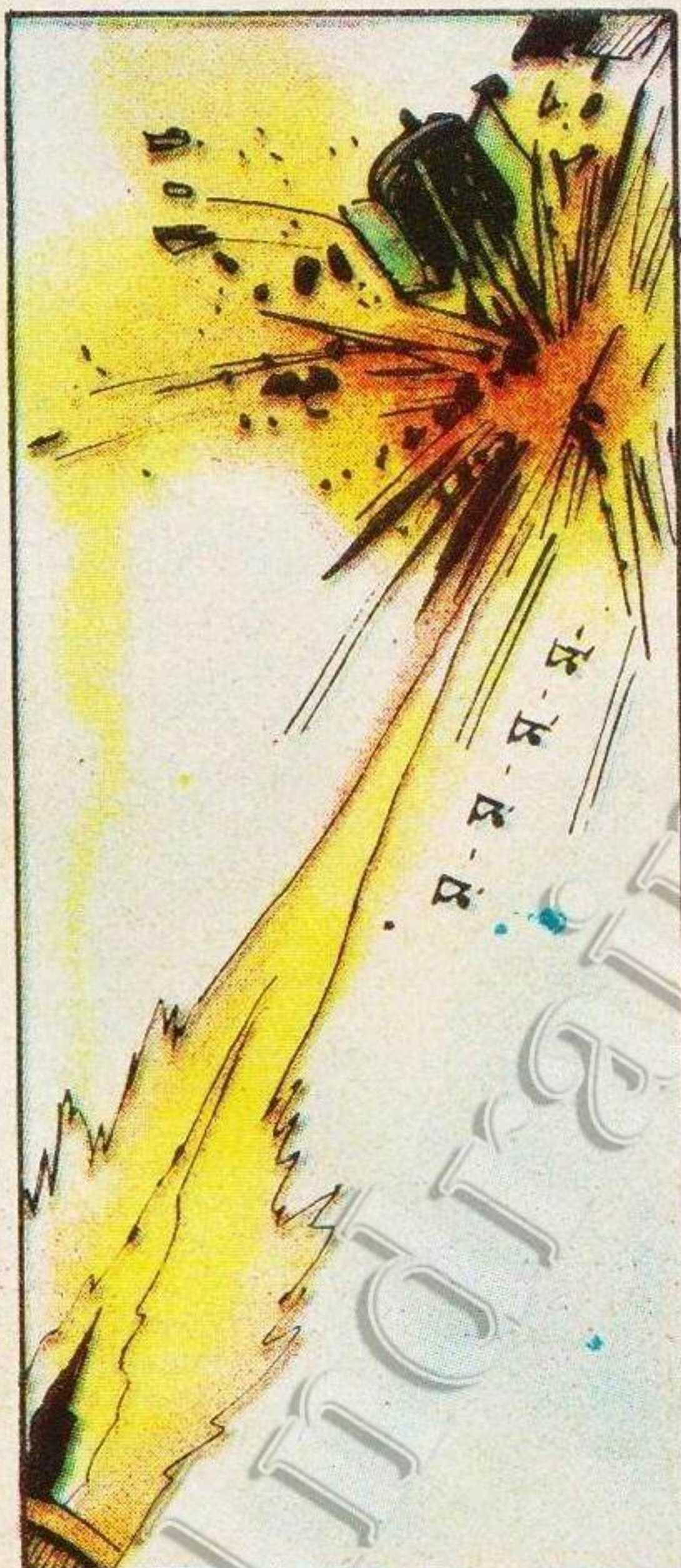
মিঃ দুর্বার নোংরা বিদেশী শক্তির এই হাতটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া গেল তাহলে!

হ্যাঁ বৃশ্চিক।
শুভ শক্তির পিছনে ঈশ্বরের হাত কাজ করে, এটাও সত্যি।

[শেষ]